গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

উন্নয়নের ৫ বছর
২০০৯-২০১৩

ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
www.mora.gov.bd

সূচিপত্র

ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়	
ভূমিকা	০১
পরিচিতি	০১
ভিশন ও মিশন	০১
কার্য পরিধি	০২
সাংগঠনিক কাঠামো	০৩
জনবল	০৪
সিটিজেন চার্টার/সেবা প্রদান পদ্ধতি	০৫
মন্ত্রণালয়ের সার্বিক কার্যক্রম	
হজ্জ	১০
ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের অবকাঠামোগত উন্নয়ন ও দুঃস্থ পুনর্বাসন	১৭
আইন	১৯
বাংলাদেশ ও রাজকীয় সৌদি সরকারের মধ্যে সমঝোতা স্মারক	২০
আল-কুরআন ডিজিটাল	২১
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি কার্যক্রম	২২
ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ দপ্তর ও সংস্থা	
ইসলামিক ফাউন্ডেশন	২৪
বাংলাদেশ ওয়াক্ফ প্রশাসন	৩২
হজ্জ অফিস, ঢাকা	৩৫
বাংলাদেশ হজ্জ অফিস, মক্কা	৩৮
হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট	৩৯
বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট	৪২
খ্রিস্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট	৪৫
উন্নয়ন প্রকল্প ও কর্মসূচি	
প্রকল্পসমূহের বর্ণনা ও ৫ বছরের অগ্রগতি	৪৭
পাঁচ বছরে (২০০৯-২০১৩) সমাপ্ত ও চলমান প্রকল্প/কর্মসূচি	৫১

ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

ভূমিকা

বাংলাদেশ সংবিধানের ৪১(১) এর 'ক' নম্বর অনুচ্ছেদে উল্লেখ করা হয়েছে ''প্রত্যেক নাগরিকের যে কোন ধর্ম অবলম্বন, পালন বা প্রচারের অধিকার রহিয়াছে''। এ মূলমন্ত্রকে সামনে রেখে ধর্মীয় জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন নিশ্চিতকল্পে ধর্মীয় সংস্কৃতির বিকাশ সাধন, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সৌহার্দ্য, ভ্রাতৃত্ববোধ ও মূলবোধ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য বর্তমান সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর সকল ধর্মাবলম্বীর সমউন্নয়ন নিশ্চিত করে একটি অসাম্প্রদায়িক সুখী সমৃদ্ধশালী ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও এর অধীনস্থ বিভিন্ন সংস্থা তথা ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ওয়াকফ প্রশাসকের কার্যালয়, হজ্জ অফিস, ঢাকা, হজ্জ অফিস, মক্কা, হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট, বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট ও খ্রিস্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট এ কার্যক্রম সম্পাদনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে।

বর্তমান সরকার ২০০৯ সালের ৬ জানুয়ারি দায়িত্ব গ্রহণের পর ধর্মীয় সম্প্রীতি জোরদার করার মাধ্যমে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীর মধ্যে সামাজিক বন্ধন রচনায় অভূতপূর্ব অগ্রগতি সাধিত হয়েছে।শান্তি, উন্নয়ন, মানবাধিকার ও ধর্মীয় মূল্যবোধ রক্ষা, জঙ্গীবাদ ও সন্ত্রাসবাদের অবসানসহ ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনে যে অগ্রগতি এ দেশে সাধিত হয়েছে তা সারাবিশ্বে প্রশংসিত হয়েছে। জাতীয় উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় ধর্মীয় নেতৃবৃন্দকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। নারীর ক্ষমতায়ন ও নারীর প্রতি অসহিষ্ণুতারোধে দেশ ইতোমধ্যে অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করেছে। বিগত সময়ে সন্ত্রাস,দুর্নীতি, জঙ্গীবাদ, ধর্মীয় মূল্যবোধের অবক্ষয়, মানবাধিকার লংঘন ও নারী নির্যাতনের কারণে বাংলাদেশ সম্পর্কেবর্হি বিশ্বে যে নেতিবাচক ধারণার সৃষ্টি হয়েছিল, বর্তমান সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক ইতোমধ্যে গৃহীত পদক্ষেপ ধর্মীয় মূল্যবোধকে উজ্জীবিত করার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশকে একটি অসাম্প্রদায়িক, গণতান্ত্রিক ও শান্তিকামী রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছে।

সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ধর্ম বিষয়ক কার্যক্রম প্রথমে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে শুরু হয়। অতঃপর এ মন্ত্রণালয় ক্রীড়া, সংস্কৃতি ও ধর্ম মন্ত্রণালয়ের আওতাভুক্ত ছিল। ২৫ জানুয়ারি, ১৯৮০ সালে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় (Ministry of Religious Affairs) একটি পৃথক মন্ত্রণালয় হিসেবে যাত্রা শুরু করে। বিগত ৮ মার্চ, ১৯৮৪ সালে মন্ত্রণালয়টির নামকরণ করা হয় Ministry of Religious Affairs and Endowment. পরবর্তীতে ১৪ জানুয়ারী, ১৯৮৫ তারিখে উক্ত নাম পরিবর্তন করে পুনরায় মন্ত্রণালয়ের নামকরণ করা হয়Ministry of Religious Affairs তথা ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

১৯৮০ সালে কার্যক্রম শুরুর পর হতে স্বতন্ত্র মন্ত্রণালয় হিসেবে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ওয়াকফ প্রশাসকের কার্যালয়, হজ্জ অফিস ঢাকা, হজ্জ অফিস, জেদ্দা/ মক্কা, হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট, বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট, খ্রিস্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট এবং মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন শাখার মাধ্যমে সরকারের ধর্ম বিষয়ক সকল কার্যক্রম পরিচালনাসহ দপ্তরগুলোর কার্যক্রমের মনিটরিং ও সমন্বয় করছে।

ভিশন ও মিশন

ভিশনঃ ধর্মীয় সংস্কৃতির বিকাশ সাধন। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সৌহার্দ্য, ভ্রাতৃত্ববোধ, মূল্যবোধ, ধর্মীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে মানব সম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে জাতীয় অগ্রগতিতে অবদান নিশ্চিত করণ।

মিশনঃ ধর্মীয় সংস্কৃতির বিকাশের মাধ্যমে জনগণের নৈতিক মান ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন এবং আন্তঃধর্মীয় সম্প্রীতি সুদৃঢ়করণ।

ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের কার্য পরিধি

- ধর্মীয় ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সংগঠন এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক কার্য ক্রম
- ধর্মীয় বিষয়ে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সভা সংগঠনে অংশগ্রহণ
- ধর্মীয় প্রকাশনার ক্ষেত্রে উন্নয়ন সাধন
- ধর্মীয় ক্ষেত্রে বিভিন্ন অনুদান এবং দাতব্য প্রতিষ্ঠানসমূহ
- ধর্ম বিষয়ক জাতীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং এ সকল প্রতিষ্ঠানে অনুদান
- ইসলামিক ফাউন্ডেশন সংস্থা ও বিষয়াবলী
- ধর্মীয় সংগঠনসমূহ/প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং ধর্মীয় কার্য ক্রম সংক্রান্ত বিষয়াবলী
- হজ্জনীতি, হজ্জ প্রশাসন এবং তীর্থ গমন সংক্রান্ত
- ওয়াক্ফ সংক্রান্ত
- চাঁদ দেখা সংক্রান্ত
- ধর্মীয় উপলক্ষ্য এবং উৎসব সংক্রান্ত বিষয়াবলী
- ধর্ম এবং ধর্মীয় বিষয় সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সম্মেলন, আলোচনা, সেমিনার ইত্যাদি সংক্রান্ত বিষয়াবলী
- বিদেশে গমনকারী এবং বিদেশ থেকে আগত ধর্মীয় প্রতিনিধি দল
- ইসলামিক সংহতির তহবিল (Islamic Solidarity Fund) সংক্রান্ত
- ধর্মীয় বিষয়ে অন্যান্য দেশের সাথে চুক্তি, সমঝোতা এবং কনভেনশন সংক্রান্ত
- WAMY- এর স্থায়ী ক্যাম্প স্থাপন সংক্রান্ত বিষয়াবলী
- হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট সংক্রান্ত
- এনডোমেন্ট (Endowments) সম্পৃক্ত যে কোন বিষয়
- ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের বরাদ্দকৃত বিষয়ে বিভিন্ন দেশ ও বিশ্ব সংস্থার সাথে চুক্তি এবং সম্পাদিত দলিল সংক্রান্ত বিষয়াবলী ও আন্তর্জাতিক সংগঠনসমূহের সাথে যোগাযোগ
- এ মন্ত্রণালয়ে বরাদ্দকৃত বিষয়াবলীর উপর সমস্ত আইন
- এ মন্ত্রণালয়ে বরাদ্দকৃত বিষয়াবলীর উপর যে কোন অনুসন্ধান ও পরিসংখ্যান
- আদালতে ধার্য কৃত ফিস ছাড়া এ মন্ত্রণালয়ে বরাদ্দকৃত যে কোন বিষয়েরক্ষেত্রে ধার্য কৃত ফিস।

সাংগঠনিক কাঠামো

ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রধান নির্বাহী মন্ত্রীপ্রতিমন্ত্রী। সচিব মন্ত্রণালয়ের প্রধান নির্বাহী(Chief Executive) ও প্রধান জবাবদিহি (Principal Accounting) কর্মকর্তা(Officer)। মন্ত্রণালয়ের সাংগঠনিক কাঠামো নিম্নরূপঃ

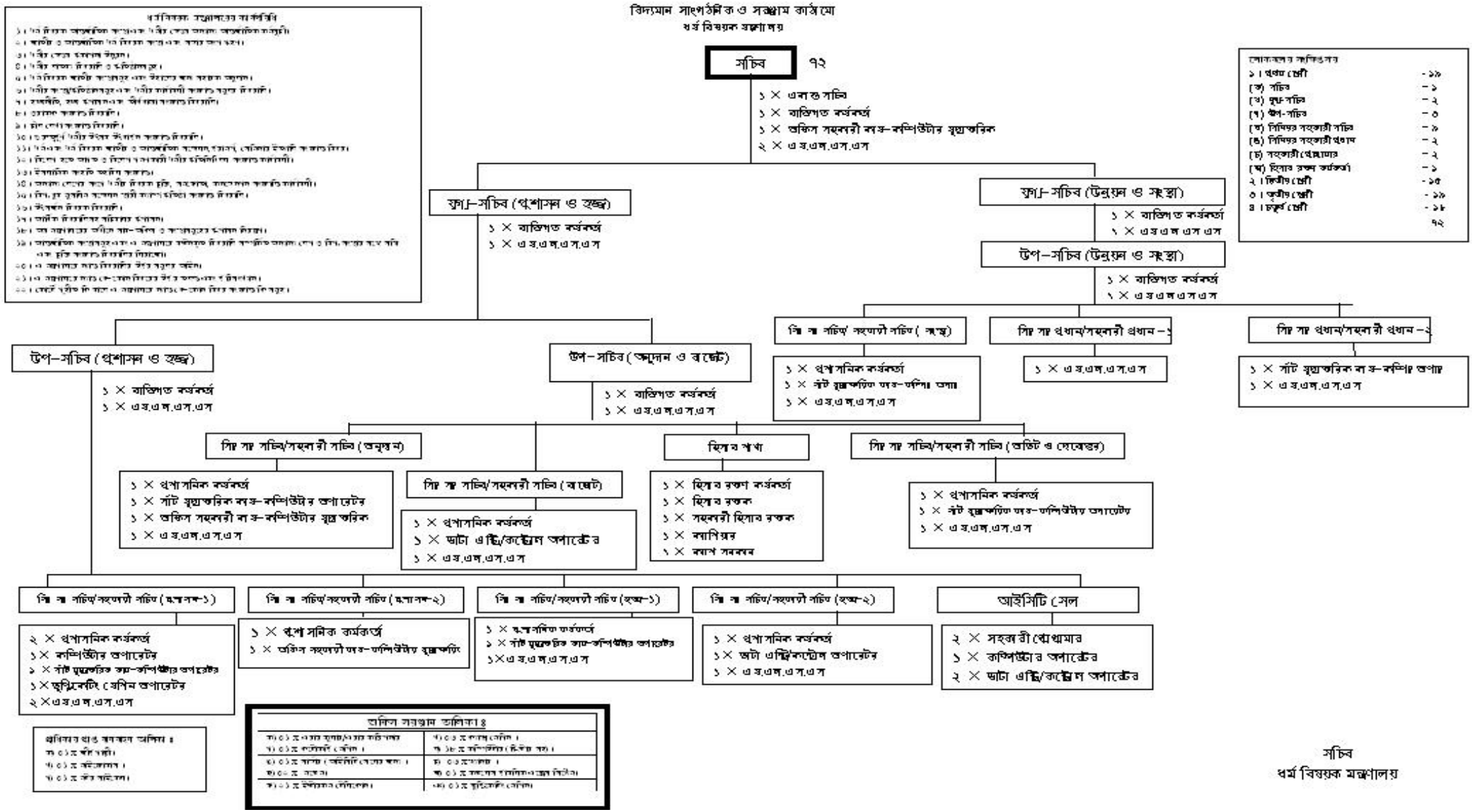

ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের জনবল

ক্রমিক নং	পদের নাম	পদের সংখ্যা	বর্তমানে কর্মরত
1.	সচিব	১	১
2.	যুগ্ম-সচিব	২	৪
3.	উপ-সচিব	৩	৪
4.	সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব	৮	৬
5.	সিনিয়র সহকারী প্রধান/সহকারী প্রধান	২	২
6.	সচিবের একান্ত সচিব	১	১
7.	সহকারী প্রোগ্রামার	২	২
8.	হিসাব রক্ষণ কর্ম কর্তা	১	১
9.	প্রশাসনিক কর্ম কর্তা	৯	৫
10.	ব্যক্তিগত কর্ম কর্তা	৬	৩
11.	সহকারী হিসাব রক্ষণ কর্ম কর্তা	১	১
12.	কম্পিউটার অপারেটর	২	১
13.	সাঁট মুদ্রাক্ষরিক-কাম-কম্পিউটার অপারেটর	৬	৩
14.	অফিস সহকারী-কাম-কম্পিউটার অপারেটর	৩	২
15.	ডাটা এন্ট্রি/কন্ট্রোল অপারেটর	৩	১
16.	ক্যাশিয়ার	১	১
17.	ডুপ্লেকেটিং মেশিন অপারেটর	১	১
18.	ক্যাশ সরকার	১	১
19.	অফিস সহায়ক	১৭	১২
	সর্ব মোট	৭০	৫২

মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন অফিস/ সংস্থাসমূহ

- ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
- হজ্জ অফিস, ঢাকা
- বাংলাদেশ হজ্জ অফিস জেদ্দা /মক্কা, সৌদি আরব
- ওয়াক্ফ প্রশাসকের কার্য ালয়
- হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট
- বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট
- খ্রিস্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট

সেবা প্রদান পদ্ধতি

ক. প্রশাসন শাখা

ক্রমিক নং	শাখায় উল্লেখযোগ্য কার্য াবলি	সেবা গ্রহণকারী	কর্ম সম্পাদনের সম্ভাব্য সময়সীমা	কর্ম পদ্ধতি
১।	মন্ত্রণালয়ের ১ম শ্রেণীর হিসাব রক্ষণ কর্ম কর্তার পদসহ ২য় শ্রেণীর কর্ম কর্তাদের নিয়োগ/পদোন্নতি।	প্রশাসনিক কর্ম কর্ত/ব্যক্তিগত কর্ম কর্তা এবং হিসাব রক্ষক।	১-৩মাস	পিএসসি'র সুপারিশ প্রাপ্তির উপর নিষ্পত্তিযোগ্য।
২।	মন্ত্রণালয়ের ৩য়/৪র্থ শ্রেণীর কর্ম চারিদের নিয়োগ/পদোন্নতি।	এ মন্ত্রণালয়ের ৩য়/৪র্থ শ্রেণীর কর্ম চারী।	১-৩ মাস	বিভাগীয় নির্ব াচ/বাছাই কমিটি কর্তৃক পরীক্ষা গ্রহণ ইত্যাদি আনুষঙ্গিক বিষয়ে সিদ্ধান্ত/সুপারিশ সাপেক্ষে নিষ্পত্তিযোগ্য।
৩।	২য় শ্রেণীর কর্ম কর্তা ও৩য় ৪র্থ শ্রেণীর কর্ম চারিদের পেনশন কেস প্রক্রিয়াকরণ/মঞ্জুরকরণ।	এ মন্ত্রণালয়ের ২য় শ্রেণীর কর্ম কর্তা ও ৩য়/৪র্থ শ্রেণীর কর্ম চারি।	১-২ মাস	২য় শ্রেণীর জন্য যুগ্ম-সচিব এবং ৩য়/৪র্থ শ্রেণীর জন্য উপ্সসচিব (প্রশাসন) বরাবর প্রয়োজনীয় কাগজপত্র দাখিল এবং প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্ম কর্তার কার্য ালয় কর্তৃক মঞ্জুরকরণ।
৪।	মৃত ২য় শ্রেণীর কর্ম কর্তা ও ৩য়/৪র্থ শ্রেণীর কর্ম চাররিগণের গ্রুপ ইনস্যুরেন্স/ ভবিষ্যত তহবিলে জমাকৃত টাকা প্রাপ্তি/আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণ ও ঋণ মওকুফ।	এ মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক কর্ম কর্ত/ব্যক্তিগত কর্ম কর্তা হতে অফিস সহায়ক পর্যন্ত এবং অন্যান্য কর্ম কর্ত/কর্ম চারি	১-৩মাস	২য় শ্রেণীর জন্য যুগ্ম-সচিব এবং ৩য়/৪র্থ শ্রেনীর জন্য উপ্সসচিব (প্রশাসন) বরাবর প্রয়োজনীয় কাগজপত্রাদিসহ আবেদনপত্র দাখিল এবং কর্ম চারি কল্যাণ বোর্ড/অর্থ বিভাগ কর্তৃক মঞ্জুরী
৫।	অবসর প্রস্তুতিমুলক ছুটি/এলপিআর-এ যাওয়ার জন্য সকল শ্রেণীর কর্ম কর্ত/কর্ম চারির আবেদনপত্রের উপর ব্যবস্থা গ্রহণ/এল পি সি/না দাবিনামা প্রদান।	এ মন্ত্রণালয়ের সকল পর্য ায়ের কর্ম কর্ত/কর্ম চারি।	১৫দিন থেকে ১মাস	১ম শ্রেনীর জন্য সচিব, ২য় শ্রেণীর জন্য যুগ্ম-সচিব এবং ৩য়/৪র্থ শ্রেনীর জন্য উপ-সচিব (প্রশা)-এর অনুমোদন সাপেক্ষে।
৬।	ক্যাডার/নন-ক্যাডার ১ম শ্রেণীর কর্ম কর্তাদের পেনশন কেস পাওনা/ নিষ্পত্তিকরণ।	এ মন্ত্রণালয়ের ক্যাডার/নন-ক্যাডার ১ম শ্রেণীর কর্ম কর্তা	১-৭দিন	আবেদনকারী কর্তৃক সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র দাখিল ও সচিব মহোদয় কর্তৃক অনুমোদন সাপেক্ষে।
৭।	মন্ত্রণালয়ের কর্ম কর্ত/কর্ম চারিদের বাসা বরাদ্দ/সময়সীমা বর্ধি তকরণ প্রসংগে আবেদন বিবেচনাকরণ।	এ মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক কর্ম কর্ত/ ব্যক্তিগত কর্ম কর্তা	১৫ দিন থেকে ১ মাস	বাসা বরাদ্দ কমিটির সিদ্ধান্ত সাপেক্ষে নিষ্পত্তিযোগ্য।

৮।	সকল শ্রেণীর কর্ম কর্তা/কর্ম চারির ব্যক্তিগত যে কোন আবেদন/অভিযোগ নিষ্পত্তিকরণ।	এ মন্ত্রণালয়ের সকল কর্ম কর্তা/ কর্ম চারি।	তাৎক্ষনিক	১ম/২য় শ্রেণীর কর্ম কর্তার জন্য যুগ্ম-সচিব ও ৩য়/৪র্থ শ্রেণীর কর্ম চারির জন্য উপ-সচিব (প্রশা) কর্তৃক নিষ্পত্তিযোগ্য।
৯।	মন্ত্রণালয়ের কর্ম কর্তা/কর্ম চারিদের বিভিন্ন অগ্রিম মঞ্জুরী প্রদান।	এ মন্ত্রণালয়ের সকল কর্ম কর্তা/কর্ম চারি	১৫ দিন থেকে ১মাস	আবেদনকারীর প্রয়োজনীয় তথ্য দাখিল/উপস্থাপন ও যুগ্ম-সচিব কর্তৃক অনুমোদন সাপেক্ষে নিষ্পত্তিযোগ্য।
১০।	মন্ত্রণালয়ের কর্ম কর্তা/কর্ম চারিদের স্বদেশ ও বিদেশে প্রশিক্ষণ, উচ্চতর অধ্যয়ন, ওয়ার্কশপ, সেমিনার এবং ব্যক্তিগত কারনে বিদেশ ভ্রমণ ইত্যাদি বিষয়।	এ মন্ত্রণালয়ের সকল কর্ম কর্তা/কর্ম চারি	১মাস	অন্যান্য প্রক্রিয়া যথাসময়ে সম্পন্ন হওয়া সাপেক্ষে।
১১।	মন্ত্রণালয়ের কর্ম কর্তা কর্ম চারিদের চাকুরি ও শৃংখলা সংক্রান্ত বিষয়াদি।	এ মন্ত্রণালয়ের সকল কর্ম কর্তা/কর্ম চারি	৬ মাস	কার্য ক্রমের প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল।
১২।	মন্ত্রণালয়ের কর্ম কর্তাদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা এবং কর্ম কর্তা ও কর্ম চারিদের বার্ষিক গোপনীয় অনুবেদন সংক্রান্ত বিষয়াদি।	এ মন্ত্রণালয়ের সকল কর্ম কর্তা/কর্ম চারি	১৫ দিন থেকে ১ মাস	স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় এবং স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কর্তৃক কার্য কর পদক্ষেপ গ্রহণের উপর নির্ভরশীল।
১৩।	বিভিন্ন জাতীয় দিবস ও ধর্মীয় উৎসব পালন সংক্রান্ত বিষয়াদি।		তাৎক্ষনিক	
১৪	বিদেশী মিশনারী/এন জি ও কর্ম কর্তা/ কর্ম চারিদের 'এম' ক্যাটাগরি ভিসা প্রদান সংক্রান্ত।	বিদেশী মিশনারী/এন জি ও তে কর্ম রত কর্ম কর্তা/কর্ম চারি	১৫দিন থেকে ১মাস	সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত মতমতের ভিত্তিতে নিষ্পত্তিযোগ্য।
১৫।	ধর্মীয় পর্ব উপলক্ষে সাধারণ/নির্বাহী আদেশে ছুটি ঘোষণা সংক্রান্ত।	সরকারি দপ্তর/ সংস্থায় কর্ম রত সকল কর্ম কর্তা/কর্ম চারি ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট।	তাৎক্ষনিক	জাতীয় চাঁদ দেখা কমিটির সুপারিশ ও অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের নিকট হতে প্রাপ্ত মতামতের ভিত্তিতে।
১৬।	মন্ত্রণালয়ের ১ম শ্রেণীর কর্ম কর্তাদের টেলিফোন ব্যক্তিগতকরণ/নতুন সংযোগ/অনুমোদন ইত্যাদি।	এ মন্ত্রণালয়ের অবসরপ্রাপ্ত সংশ্লিষ্ট কর্ম কর্তা।	৩-১৫ দিন	আবেদনকারী কর্তৃক নির্ধারিত ফরম পূরণ ও সচিব কর্তৃক অনুমোদন সাপেক্ষে।
১৭।	কর্ম চারিদের পাওনা/ লিভারেজ।	৪র্থ শ্রেণীর কর্ম চারি	১ মাস	ষ্টোর কিপার কর্তৃক উপস্থাপন এবং বাজেট বরাদ্দ সাপেক্ষে।
১৮।	উর্ধতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সময় সময় প্রদত্ত অন্যান্য কার্যাবলি।	-	কার্য ক্রমের প্রকৃতি হিসাবে সময়সীমা নির্ধারিত হবে।	

খ. বাজেট ও অনুদান শাখা

ক্রমিক নং	শাখায় উল্লেখযোগ্য কার্য াবলি	সেবা গ্রহণকারী	কর্ম সম্পাদনের সম্ভাব্য সময়সীমা	কর্ম পদ্ধতি
১।	অর্থ বিভাগ হতে বাজেট প্রাক্কলন প্রাপ্তির পর তথ্য সংগ্রহের জন্য মন্ত্রণালয়ের হিসাব শাখা ও অধীনস্থ দপ্তর/সংস্থায় প্রেরণ।	অত্র মন্ত্রণালয় ও অধীস্থ সংস্থা।	৩ দিন	
২।	মন্ত্রণালয় ও সকল প্রতিষ্ঠান হতে বাজেট প্রাক্কলনের তথ্য প্রাপ্তির পর সমন্বিতকরণ।	অত্র মন্ত্রণালয় ও অধীনস্থ সংস্থা।	১৫দিন	
৩	বজেট সমন্বিতকরণ ও অর্থ বিভাগে প্রেরণ	অত্র মন্ত্রণালয় ও অধীনস্থ সংস্থা।	৭দিন	আন্তঃমন্ত্রণালয় আলোচনা ও সংশোধন, সচিব-এর অনুমোদন এবং অর্থ বিভাগে প্রেরণ।
৪।	বাজেট বিবরণী প্রাপ্তির পর তা মন্ত্রণালয়ের হিসাব শাখাসহ অধীনস্থ দপ্তর/সংস্থায় প্রেরণ।	অত্র মন্ত্রণালয় ও অধীনস্থ সংস্থা।	২দিন	
৫।	বাজেট বরাদ্দ প্রাপ্তির পর তা প্রেরণ।	অত্র মন্ত্রণালয় ও অধীনস্থ সংস্থা।	৩দিন	
৬।	অর্থ বছর শেষে ব্যয়ের হিসাব এবং অতিরিক্ত ব্যয়/সমর্প ণ প্রাপ্তি এবং সমন্বয়করণ।	অত্র মন্ত্রণালয় ও অধীনস্থ সংস্থা।	১মাস	
৭।	ব্যয়ের হিসাব সমন্বয়করণের পর অর্থ বিভাগে প্রেরণ।	অত্র মন্ত্রণালয়	৫দিন	সচিব-এর অনুমোদন সাপেক্ষে
৮।	মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্ধ ারিত ফরম-১ এর মাধ্যমে সংগঠনের জন্য প্রাপ্ত আবেদন পত্রের ভিত্তিতে অনুদান প্রদান।	দেশের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও সংস্থাসমূহ	১ মাস	উক্ত অনুদানের জন্য নির্ধ ারিত ফরম মন্ত্রণালয় কর্তৃক বিনামুল্যে বিতরণ করা হয়। সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক /উপজেলা নির্ব াহী কর্ম কর্তা এর নিকট হতে সুপারিশ সহকারে প্রাপ্ত ফরম/আবেদনপত্রগুলো মাননীয় মন্ত্রী/উপদেষ্টা অথবা সচিব এর অনুমোদন সাপেক্ষে মঞ্জুরী প্রদান।
৯।	মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্ধ ারিত ফরম-২ এর মধ্যমে মসজিদের জন্য প্রাপ্ত আবেদন পত্রের ভিত্তিতে অনুদান প্রদান।	সংশ্লিষ্ট মুসলিম্গণ।	১মাস	ফরম মন্ত্রণালয় কর্তৃক বিনামুল্যে বিতরণ করা হয়।সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক/ উপজেলা নির্ব াহী কর্ম কর্তা এর নিকট হতে সুপারিশ সহকারে প্রাপ্ত ফরম/আবেদন পত্রগুলো

				মাননীয় মন্ত্রী/উপদেষ্টা অথবা সচিব এর অনুমোদন সাপেক্ষে মঞ্জুরী প্রদান।

১০।	মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্ধারিত ফরম-৩ এর মাধ্যমে নও-মুসলিম ব্যক্তিদের নিকট থেকে প্রাপ্ত আবেদন এবং সাদা কাগজে দুঃস্থ মুসলিমদের নিকট হতে প্রাপ্ত আবেদন পত্রের ভিত্তিতে অনুদান প্রদান।	দেশের নও-মুসলিম ও দুঃস্থ জনসাধারণ।	১মাস	ফরম মন্ত্রণালয় কর্তৃক বিনামুল্যে বিতরণ করা হয়। সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক/ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা এর নিকট হতে সুপারিশ সহকারে প্রাপ্ত ফরম/আবেদন পত্রগুলো মাননীয় মন্ত্রী/উপদেষ্টা অথবা সচিব এর অনুমোদন সাপেক্ষে মঞ্জুরী প্রদান।
১১।	মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্ধারিত ফরম-৪ এর মাধ্যমে বৌদ্ধ ধর্মীয় উপাসনালয়/প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে প্রাপ্ত আবেদন পত্রের ভিত্তিতে অনুদান প্রদান।	দেশের বৌদ্ধ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান/উপাসনালয়।	১ মাস	ফরম মন্ত্রণালয় কর্তৃক বিনামুল্যে বিতরণ করা হয়। সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক/ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা এর নিকট হতে সুপারিশ সহকারে প্রাপ্ত ফরম/আবেদন পত্রগুলো মাননীয় মন্ত্রী/উপদেষ্টা অথবা সচিব এর অনুমোদন সাপেক্ষে মনজুরী প্রদান।
১২।	মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্ধারিত ফরম-৫ এর মাধ্যমে বৌদ্ধ ধর্মীয় উপাসনালয়/প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে প্রাপ্ত আবেদন পত্রের ভিত্তিতে অনুদান প্রদান।	দেশের বৌদ্ধ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান/উপাসনালয়।	১ মাস	ফরম মন্ত্রণালয় কর্তৃক বিনামুল্যে বিতরণ করা হয়।সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক/ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা এর নিকট হতে সুপারিশ সহকারে প্রাপ্ত ফরম/আবেদপত্রগুলো মাননীয় মন্ত্রী/উপদেষ্টা অথবা সচিব এর অনুমোদন সাপেক্ষে মঞ্জুরী প্রদান।
১৩।	মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্ধারিত ফরম-৬ এর মাধ্যমে খ্রিস্টান ধর্মীয় উপাসনালয়/প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে প্রাপ্ত আবেদন পত্রের ভিত্তিতে অনুদান প্রদান।	দেশের খ্রিস্টান ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান/উপাসনালয়।	১ মাস	ফরম মন্ত্রণালয় কর্তৃক বিনামুল্যে বিতরণ করা হয়।সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক/ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা এর নিকট হতে সুপারিশ সহকারে প্রাপ্ত ফরম/আবেদন পত্রগুলো মাননীয় মন্ত্রী/উপদেষ্টা অথবা সচিব এর অনুমোদন সাপেক্ষে মঞ্জুরী প্রদান।
১৪।	নিয়মিত আয়ের উৎসবিহীন	দেশের তালিকাভুক্ত	সংশ্লিষ্ট সনের	বিদ্যুৎ বিল বিদ্যুৎ বিভাগ

	মসজিদ ও অন্যান্য উপাসনালয়ের মাসিক ১০০ ইউনিট পর্যন্ত বিদ্যুৎ এবং পানির বিল প্রদান।	মসজিদ ও উপাসনালয়।	বাজেট সময়ের মধ্যে।	এবং পানির বিল স্থানীয় সরকার বিভাগের মাধ্যমে পরিশোধ করা হয়।

১৫।	ইসলামিক ফিকা্হ একাডেমী ও সলিডারিটি ফান্ড এর চাঁদা পরিশোধ সংক্রান্ত।		বছরে ১ বার	অর্থ ব্ভিাগ কর্তৃক বরাদ্দকৃত বাজেট হতে চাঁদা দেয়া হয়।
১৬।	উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সময় সময় প্রদত্ত অন্যান্য কার্য াবলি।		কার্য ক্রমের প্রকৃতি হিসাবে সময়সীমা নির্ধ ারিত হবে।	বিষয়ের প্রকৃতির উপর নির্ভ রশীল।

গ. দেবোত্তর ও অডিট শাখা

ক্রমিক নং	শাখায় উল্লেখযোগ্য কার্য বলি	সেবা গ্রহণকারী	কর্ম সম্পাদনের সম্ভাব্য সময়সীমা	কর্ম পদ্ধতি
১।	অডিট আপত্তির ব্রডশীড জবাব প্রেরণ	এ মন্ত্রণালয় এবং এর অধীনস্থ সংস্থা/দপ্তর।	২৮দিন	অডিট রিপোর্ট-এর ব্রডশীড জবাব প্রাপ্তির পর এর উপর মন্ত্রণালয়ের মন্তব্যসহ অডিট অধিদপ্তরে জবাব প্রেরণ।
২।	মন্ত্রণালয় ও অধীনস্থ সংস্থা/দপ্তরসমূহ হতে ত্রিপক্ষীয় সভার কার্য পত্র প্রাপ্তির পর সভা আহবান।	এ মন্ত্রণালয় এবং এর অধীনস্থ সংস্থা/দপ্তর।	৭দিন	কার্য পত্র প্রাপ্তির পর অডিট অফিসের সাথে আলোচনা করে সুবিধাজনক সময়ে সভার তারিখ নির্ধ ারণ পূর্ব ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক নোটিশ জারী করা হয়।।
৩।	ত্রি-পক্ষীয় সভার কার্য বিবরণী প্রাপ্তির পর সুপারিশসমূহ নিষ্পত্তির জন্য সংশ্লিষ্ট অডিট অধিদপ্তরে প্রেরণ।	এ মন্ত্রণালয় এবং এর অধীনস্থ সংস্থা/দপ্তর।	৭ দিন	ত্রি-পক্ষীয় সভার সুপারিশের প্রেক্ষেতে অডিট অধিদপ্তরের মাধ্যমে নিষ্পত্তিযোগ্য।
৪।	দেবোত্তর সম্পত্তির তথ্য সংগ্রহ এবং প্রচলিত আইন/ নিয়ম অনুযায়ী দেবোত্তর সম্পত্তির সংরক্ষণ/ব্যবস্থাপনা/পরিচালনা সংক্রান্ত কার্য াবলি।	জনসাধারণ।	প্রক্রিয়াধীন	
৫।	বেহাত হওয়া দেবোত্তর সম্পত্তি উদ্ধার সংক্রান্ত কার্য াবলী।	জনসাধারণ	চলমান	বেহাত হওয়া দেবোত্তর সম্পত্তি উদ্ধারের জন্য জেলা প্রশাসককে আহবায়ক করে প্রত্যেক জেলায় দেবোত্তর সম্পত্তি সংরক্ষণ ও উন্নয়ন কমিটি গঠন করা ।
৬।	উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সময় সময় প্রদত্ত অন্যান্য কার্য াবলি।	-	কার্য ক্রমের প্রকৃতি হিসাবে সময়সীমা নির্ধ ারিত হবে	বিষয়ের প্রকৃতির উপর নির্ভ রশীল।

ঘ. সংস্থা শাখা

ক্রমিক নং	শাখায় উল্লেখযোগ্য কার্য াবলি	সেবা গ্রহণকারী	কর্ম সম্পাদনের সম্ভাব্য সময়সীমা	কর্ম পদ্ধতি
১।	ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ এর জনবলের পদ সৃজন/সংরক্ষণ/স্থায়ীকরণ।	ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ	১ সপ্তাহ	প্রসত্মাব অনুমোদনের পর সংস্থাপন ও অর্থ মন্ত্রাালয়ের সম্মতিক্রমে বাস্তবায়ন করা হয়।
২।	ইসলামিক মিশনের জনবলের পদ সৃজন/স্থায়ীকরণ/সংরক্ষণ ইত্যাদি।	ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ	১ সপ্তাহ	প্রসত্মাব অনুমোদনের পর সংস্থাপন ও অর্থ মন্ত্রণালয়ের সম্মতিক্রমে বাস্তবায়ন করা হয়।
৩।	ইমাম ও মুয়াজ্জিন কল্যাণ ট্রাস্ট/আন্দর কিলস্না শাহী জামে মসজিদ/ যাকাত ফান্ড- এর জনবলের পদ সৃজন/সংরক্ষণ/স্থায়ীকরণ।	ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ	১ সপ্তাহ	প্রসত্মাব অনুমোদনের পর সংস্থাপন ও অর্থ মন্ত্রণালয়ের সম্মতিক্রমে বাস্তবায়ন করা হয়।
৪।	ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ/ইসলামিক মিশন/যাকাত ফান্ড/বায়তুল মোকাররম/চাঁদ দেখা কমিটির ফান্ড রিলিজ।	ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ	১৫দিন	প্রসত্মাব প্রাপ্তির পর কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে কিসিত্মর অর্থ ছাড় করা হয়। তবে ৪র্থ কিসিত্মর অর্থ অর্থ বিভাগের সম্মতিক্রমে ছাড় করা হয়ে থাকে।
৫।	ইমাম ও মুয়াজ্জিন কল্যাণ ট্রাস্টের স্থায়ী আমানত।	ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ	১ মাস	কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে সরকারি/বেসরকারি ব্যাংকে স্থায়ী আমানত তহবিল হিসেবে রাখা হয়।
৬।	মিসরের আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যয়নের জন্য ছাত্র বৃত্তি।		১ মাস	মনোনয়ন প্রসত্মাব পাওয়ার পর ইফাবা হতে মনোনয়ন সংগ্রহ করে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ।
৭।	উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সময় সময় প্রদত্ত অন্যান্য কার্য াবলী।		কার্য ক্রমের প্রকৃতি অনুযায়ী সময়সীমা নির্ধ ারিত হবে।	বিষয়ের প্রকৃতির উপর নির্ভ রশীল।

হজ্জ শাখা

ক্রমিক নং	শাখায় উল্লেখযোগ্য কার্য াবলি	সেবা গ্রহণকারী	কর্ম সম্পাদনের সম্ভাব্য সময়সীমা	কর্ম পদ্ধতি
১।	হজ্জসুচি ও হজ্জ প্যাকেজ ঘোষণা এবং প্রচার।	গমনেচ্ছু হজ্জযাত্রীগণ।	৩-৪ মাস	
২।	প্রত্যেক হজ্জ এজেন্সী ও ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক	গমনেচ্ছু হজ্জযাত্রীগণ।	১-২মাস	

	দ্বিপাক্ষিক চুক্তি সম্পাদন।			

৩।	হজ্জ ব্যবস্থাপনা কমিটি প্রতি সপ্তাহে সভায় মিলিত হবে এবং চলমান কার্য ক্রম ও ত্রুটি-বিচ্যুতি পর্য ালোচনা করে করণীয় নির্ধ ারণ ও ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।	গমনেচ্ছু হজ্জযাত্রীগণ।	৩-৪মাস	
৪।	হজ্জ এজেন্সী ও হজ্জযাত্রীদের মধ্যে দ্বি-পাক্ষীয় চুক্তি সম্পাদন ও হজ্জ অফিস, উত্তরা, ঢাকায় প্রেরণ।	গমনেচ্ছু হজ্জযাত্রীগণ।	৩-৪মাস	
৫।	হজ্জযাত্রীদের জন্য সৌদি আরবে বাড়ি ভাড়া কার্য ক্রম সম্পাদন।	গমনেচ্ছু হজ্জযাত্রীগণ।	৪-৫মাস	
৬।	আবেদনকারীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা	গমনেচ্ছু হজ্জযাত্রীগণ।	১মাস	
৭।	আবেদনকারীদের (সরকারি/বেসরকারি)পুলিশ ছাড়পত্র ইস্যুকরণ।	গমনেচ্ছু হজ্জযাত্রীগণ।	১-২মাস	
৮।	আবেদনপত্র বাছাই ও নির্ব াচিত ব্যক্তিদের চুড়ান্ত তালিকা ওয়েবসাইটে প্রকাশ।	গমনেচ্ছু হজ্জযাত্রীগণ।	১মাস	
৯।	হজ্জ গাইড নিয়োগ এবং হজ্জযাত্রী ও হজ্জ গাইডদের প্রশিক্ষণ।	গমনেচ্ছু হজ্জযাত্রীগণ।	১-২ মাস	
১০।	ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় হজ্জ ক্যাম্প, জেদ্দা, মক্কা ও মদীনায় সমন্বয় সেল ও নিয়ন্ত্রণ কক্ষ স্থাপন; সমন্বয় সেল ও নিয়ন্ত্রণ কক্ষের ঠিকানা, অবস্থান ও টেলিফোন নম্বর ওয়েব সাইটে প্রচার এবং প্রত্যেক হজ্জযাত্রীর নিকট প্রেরণ।			
১১।	সম্ভাব্য বিমান ভাড়ার পরিমাণ নির্ধ ারণ।	গমনেচ্ছু হজ্জযাত্রীগণ।	হজ্জের অব্যবহিত পর ১ মাস।	
১২।	হজ্জ এজেন্সীসমূহ, হজ্জ অফিস, ঢাকা ও বিমানের কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ত্রি-পক্ষীয় আলোচনাক্রমে হজ্জ ফ্লাইট সিডিউল চুড়ান্তকরণ।	গমনেচ্ছু হজ্জযাত্রীগণ।	১-২মাস	বিমান বাংলাদেশ এয়ার লাইন্স লিঃ এর উপর নির্ভ রশীল।
১৩।	ঢাকা-জেদ্দা হজ্জপূর্ব ফ্লাই; (ক) সরকারি ব্যবস্থাপনাধীন হজ্জযাত্রীদের জন্য।	গমনেচ্ছু হজ্জযাত্রীগণ।	১-২মাস	বিমান বাংলাদেশ এয়ার লাইন্স লিঃ এর উপর নির্ভ রশীল।
১৪।	ঢাকা-জেদ্দা হজ্জ পরবর্তী ফিরতী ফ্লাইট; (ক) সরকারি ব্যবস্থাপনাধীন হজ্জযাত্রীদের জন্য।	গমনেচ্ছু হজ্জযাত্রীগণ।	১-২মাস	বিমান বাংলাদেশ এয়ার লাইন্স লিঃ এর উপর নির্ভ রশীল।
	(খ)বেসরকারি ব্যবস্থাপনাধীন	গমনেচ্ছু	১-২মাস	বিমান বাংলাদেশ এয়ার লাইন্স

	হজ্জযাত্রীদের জন্য।	হজ্জযাত্রীগণ।		লিঃ এর উপর নির্ভরশীল।
১৫।	হজ্জ ক্যাম্প, আশকোনা, উত্তরাতে হজ্জযাত্রীদের অবস্থান; (ক) সরকারি ব্যবস্থাপনাধীন হজ্জযাত্রীগণ।	গমনেচ্ছু হজ্জযাত্রীগণ।	১-দেড় মাস	হজ্জ অফিস, ঢাকা হজ্জযাত্রীদের প্রশিক্ষণ ও হজ্জ গাইড প্রকাশসহ নিজস্ব কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন করছে।
	(খ) বেসরকারি ব্যবস্থাপনাধীন হজ্জযাত্রীগণ।	গমনেচ্ছু হজ্জযাত্রীগণ।	১-দেড় মাস	
১৬।	হজ্জ সহায়ক সামগ্রী সংগ্রহ ও সৌদি আরব প্রেরণ; (ক) ঔষধপত্র ও চিকিৎসা সামগ্রী।	গমনেচ্ছু হজ্জযাত্রীগণ।	৪-৫ মাস	
	(খ) কীটব্যাগ, জাতীয় পতাকা, জার্সি, বেলুন ইত্যাদি।	গমনেচ্ছু হজ্জযাত্রীগণ।	৪-৫মাস	
১৭।	মৌসুমী সহকারী হজ্জ অফিসারদের সৌদি আরব প্রেরণ।	গমনেচ্ছু হজ্জযাত্রীগণ।	২মাস	
১৮।	বিভিন্ন দেশে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক ক্বেরাত প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য প্রতিযোগী প্রেরণ।	অংশগ্রহণকারী হাফেজ ও ক্বারীগণ।	৩-৪মাস	
১৯।	উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সময় সময় প্রদত্ত অন্যান্য কার্য াবলী।		কার্য ক্রমের প্রকৃতি হিসাবে সময়সীমা নির্ধ ারিত হবে।	বিষয়ের প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল।

পরিকল্পনা-১ ও ২শাখা

ক্রমিক নং	শাখায় উল্লেখযোগ্য কার্য াবলি	সেবা গ্রহণকারী	কর্ম সম্পাদনের সম্ভাব্য সময়সীমা	কর্ম পদ্ধতি
১।	পরিকল্পনা সংক্রান্ত সকল বিষয়ে ব্যবস্থাপনা	এ মন্ত্রণালয় এবং অধীনস্থ সংস্থা ও সংশ্লিষ্ট সুবিধাভোগী	৭ দিন	পরিকল্পনা কমিশনের পরিপত্রের আলোকে
২।	উন্নয়ন প্রকল্প সংক্রান্ত সকল বিষয়	এ মন্ত্রণালয় এবং অধীনস্থ সংস্থা ও সংশ্লিষ্ট সুবিধাভোগী	৭ দিন	পরিকল্পনা কমিশন, অর্থ বিভাগের পরিপত্র ও নির্দে শনার আলোকে
৩।	বার্ষি ক উন্নয়ন পরিকল্পনা সংক্রন্ত বিষয় এবং ভৌত কর্ম সূচি প্রণয়ন	এ মন্ত্রণালয় এবং অধীনস্থ সংস্থা ও সংশ্লিষ্ট সুবিধাভোগী	অর্থ বছরব্যাপী	আইএমইডি, পরিকল্পনা কমিশন ও অর্থ বিভাগের নির্দে শনার আলোকে
৪।	প্রকল্পের অর্থ অবমুক্তি, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন	এ মন্ত্রণালয় এবং অধীনস্থ সংস্থা ও সংশ্লিষ্ট সুবিধাভোগী	কিসিত্ম-ওয়ারী অর্থ বছরব্যাপী	অর্থ বিভাগ এবং আইএমইডি-এর পরিপত্র মোতাবেক
৫।	উন্নয়ন প্রকল্প সম্পর্কিত রিপোর্ট সমূহ প্রণয়ন	এ মন্ত্রণালয় এবং অধীনস্থ সংস্থা ও সংশ্লিষ্ট সুবিধাভোগী	প্রতি মাসের ২য় সপ্তাহে	অর্থ বিভাগ এবং আইএমইডি এর স্থায়ী আদেশ মোতাবেক
৬।	NEC(এনইসি)/ECNEC	এ মন্ত্রণালয় এবং	২ দিন	একনেক অনুবিভাগের নির্দে শনা

	(ইসিএনইসি) সম্পর্কিত সকল কাজ	অধীনস্থ সংস্থা ও সংশ্লিষ্ট সুবিধাভোগী		মোতাবেক
৭।	সকল উন্নয়ন প্রকল্পের কার্য ক্রম বাস্তবায়ন ও অর্থ অবমুক্তকরণ	এ মন্ত্রণালয় এবং অধীনস্থ সংস্থা ও সংশ্লিষ্ট সুবিধাভোগী	৩-৭দিন	১ম থেকে ৩য় কিসিত্ম পর্যন্ত মন্ত্রণালয় এবং ৪র্থ কিসিত্মর অর্থ অবমুক্তির ক্ষেত্রে অর্থ বিভাগের সম্মতিক্রমে ছাড় করা হয়ে থাকে।
৮।	উর্ধ তন কর্তৃক্ষ কর্তৃক সময় সময় প্রদত্ত অন্যান্য কার্য াবলি		কার্য ক্রমের প্রকৃতি হিসাবে সময়সীমা নির্ধ ারিত হবে।	বিষয়ের প্রকৃতির উপর নির্ভ রশীল।

মন্ত্রণালয়ের সার্বি ক কার্য ক্রম

১। **হজ্জঃ**

ইসলাম ধর্মে র পাঁচ মূল সত্মম্ভের মধ্যে হজ্জ একটি অন্যতম প্রধান সত্মম্ভ। হজ্জ একটি স্পর্শ কাতর ধর্মীয় বিষয় যার সাথে ধর্মীয় অনুভূতি জড়িত। এ বিশাল কর্ম কান্ড বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পাদন করে থাকে। বর্ত মান সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর বিগত পাঁচ বছরে হজ্জ ব্যবস্থাপনায় ব্যাপক গুণগত পরিবর্তন এসেছে। যা দেশে বিদেশে সর্বে াপরি প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় প্রশংসিত হয়েছে।

১.১ জাতীয় হজ্জনীতিঃ

২০০৯ সালের জানুয়ারি মাসে বর্ত মান সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পরপরই মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রত্যক্ষ দিকনির্দে শনায় ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর তত্ত্বাবধানে সুষ্ঠু হজ্জ ব্যবস্থাপনার বিষয়টি নিশ্চিতকল্পে পাঁচ বছর মেয়াদী জাতীয় হজ্জনীতি ২০১০ খ্রি.-২০১৪ খ্রি. (১৪৩১ হি.-১৪৩৫ হি.) প্রণয়ন করা হয়। যা হজ্জ ব্যবস্থাপনার উন্নয়নে এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ। হজ্জ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে এ হজ্জনীতি একটি সমন্বিত নির্দে শিকা হিসেবে কাজ করছে। সময়ের চাহিদা পূরণকল্পে হজ্জ ব্যবস্থাপনাকে আধুনিক, যুগোপযোগী ও প্রযুক্তি নির্ভ র কাঠামোর উপর দাঁড় করানোর লক্ষ্যেই এ হজ্জনীতি প্রণয়ন করা হয়েছে। বিগত সময়ের দৃশ্যমান ও অদৃশ্য ত্রুটিসমূহ পর্য বেক্ষণপূর্ব ক যতদূর সম্ভত্রুটিমুক্ত কার্য পরিক্রমা এ হজ্জ নীতিমালায় সন্নিবেশিত হয়েছে। এর ফলে একদিকে যেমন হাজীদের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধিসহ হজ্জব্রত পালন সুনিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থাপনার আওতায় এসেছে অন্যদিকে তেমনি প্রশাসনিক কাজে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও দায়বদ্ধতা নিশ্চিত হয়েছে। গত ১০ মার্চ ২০১৪খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রি পরিষদ সভায় পুনরায় জাতীয় হজ্জনীতি অনুমোদিত হয়। এ হজ্জনীতি পরবর্তী সংশোধন না হওয়া পর্যন্ত বলবৎ থাকবে।

১.২ বাংলাদেশ হজ্জ অফিস, মক্কাঃ

হজ্জ ব্যবস্থাপনার মূল কাজটি সম্পাদিত হয় সৌদি আরবের মক্কা আল-মোকাররমায়। সৌদি আরবের সার্বি ক হজ্জ ব্যবস্থাপনা কার্য ক্রম সম্পাদনের দায়িত্ব কাউন্সেলর(হজ্জ)-এর উপর ন্যস্ত। হজ্জ সংশ্লিষ্ট মুয়াসসাসা অফিস, মোয়ালেম্নম অফিস, সৌদি হজ্জ মন্ত্রণালয়, বাড়ী ও বাড়ীর মালিক, ইউটিলিটি সার্ভি স অফিসসমূহ মক্কায় অবস্থিত। পূর্বে কাউন্সেলর (হজ্জ) এর কার্য ালয়(হজ্জ অফিস) জেদ্দাস্থ কনসুলেট জেনারেল অব বাংলাদেশ ভবনে থাকার ফলে কাউন্সেলর (হজ্জ)- কে প্রতিনিয়ত জেদ্দা-মক্কা-জেদ্দা যাতায়াত করে হজ্জের কার্য ক্রম সম্পাদন করতে হতো। এতে অহেতুক সময়ের ও সরকারি অর্থে র অপচয় হতো। এ বিষয়টি অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিবেচনায় নিয়ে সুষ্ঠু হজ্জ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে হজ্জ

অফিস জেদ্দা হতে মক্কায় স্থানান্তর করা হয়। হজ্জ অফিস মক্কায় স্থাপনের ফলে একদিকে যেমন হাজীরা তাঁদের প্রাপ্য সেবা দ্রুততম সময়ে পাচ্ছেন অন্যদিকে তেমনি বাংলাদেশ হজ্জ অফিসেরও হজ্জ ব্যবস্থাপনা সরাসরি তত্ত্বাবধান সহজতর হয়েছে।

১.৩ হজ্জ ব্যবস্থাপনায় আধুনিক তথ্য প্রযুক্তিঃ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠনের লক্ষ্যে হজ্জ ব্যবস্থাপনায় তথ্য প্রযুক্তির সর্বোচ্চ প্রয়োগ নিশ্চিত করা হয়েছে। www.hajj.gov.bd ওয়েবসাইটের মাধ্যমে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় হজ্জ ব্যবস্থাপনায় তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে এক অনন্য নজীর স্থাপন করেছে। এর ফলে অতীতের যে কোন সময়ের তুলনায় হজ্জ ব্যবস্থাপনা সাফল্যের মাপকাঠিতে শীর্ষে উন্নীত হয়েছে। এ সিস্টেমের মাধ্যমে হজ্জ ব্যবস্থাপনায় যাবতীয় কার্যাবলী অত্যন্ত দ্রুতাতার সাথে সম্পন্ন করা সম্ভব হয়েছে। ফলে হজ্জযাত্রীসহ সংশ্লিষ্ট সকলে প্রতিদিন তথ্য প্রযুক্তির সুফল ভোগ করছেন।

অত্যাধুনিক তথ্য প্রযক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে সৌদি হজ্জ মন্ত্রণালয়ের চাহিদা মোতাবেক সকল হজ্জযাত্রীর তথ্য ডাটাবেইজে সংরক্ষণ করে অনলাইনে ভিসা লজমেন্ট ও হজ্জের আনুষঙ্গিক তথ্যাবলী সৌদি দূতাবাস ও মুয়াসসাসাকে প্রেরণ করা হয়। ২০০৯ সালে সর্ব প্রথম ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত আইটি প্রতিষ্ঠান এর মাধ্যমে বিগত পাঁচ বছরেBOT (Build Operate Transfer) পদ্ধতিতে হজ্জ ব্যবস্থাপনায় তথ্য প্রযুক্তিকে ব্যবহার করে নিম্নোক্ত কার্যাবলী সম্পাদন করা হয়েছে।

- হজ্জযাত্রী ও এসংক্রান্ত সকল প্রকার সেবা নিশ্চিত করার জন্য ঢাকা হজ্জ অফিসসহ সৌদি আরবের মক্কা, মদিনা ও জেদ্দায় আই.টি. হেল্পডেস্ক স্থাপনের মাধ্যমে তথ্য সেবা প্রদান নিশ্চিত করা হয়েছে।
- ঢাকা হজ্জ ক্যাম্পে ডাটাবেইজ ও ইন্টারনেট সার্ভারসহ স্ক্যানার, প্রিন্টার ও হাইস্পিড ইন্টারনেট ব্যান্ড উইথসহ পর্যাপ্ত কম্পিউটার ও প্রয়োজনীয় নেটওয়ার্কের মাধ্যমে তথ্যসেবা প্রদান করা হয়েছে।
- ওয়েববেইজড হজ্জ ব্যবস্থাপনা সফট্ওয়্যার তৈরী করা হয়েছে।
- অনলাইনে হজ্জ যাত্রীদের আবেদন গ্রহণ করা ও আবেদনের তথ্যাবলীর ভিত্তিতে ডাটাবেইজ তৈরি ও সংরক্ষণ করা হয়েছে।
- অনলাইনে সৌদি দূতাবাসের ভিসা লজমেন্ট করার সফটওয়্যার, বারকোড ট্রাকিং আইডি এবং এম্বারকেশন কার্ড ও প্রিন্টিং সফটওয়্যার ইত্যাদি তৈরী করা হয়েছে।
- সরকারি হজ্জযাত্রীদের ভিসা লজমেন্ট, এম্বারকেশন কার্ড প্রিন্ট ও এতদসংক্রান্ত সকল কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।
- হজ্জ ব্যবস্থাপনা সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন ও পরিচালনার জন্য হজ্জ এজেন্সিসমূহের ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- ইমিগ্রেশন প্রক্রিয়া দ্রুত করতে পুলিশের ব্যবহার উপযোগী বারকোড স্টিকার প্রস্তুত ও হজ্জযাত্রীদের ছবিসহ ডাটাবেইজ সরবরাহ করা হয়েছে।
- ডাটাবেইজ থেকে সরকারি ও বেসরকারি হজ্জযাত্রীদের পরিচয়পত্র তৈরি এবং মোয়ালেম্নমের জন্য পারফোরেটেড শিট তৈরি করে এজেন্সিকে সরবরাহ করা হয়েছে।
- সরকারি ও বেসরকারি সকল হজ্জযাত্রী ও তাঁদের স্বজনদেরকে মোয়ালেম্নম, সংশ্লিষ্ট এজেন্সি/আবাসন এবং বিমানে যাত্রার তারিখ সম্পর্কিত তথ্য প্রদান ও তা ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে।
- সরকারি হজ্জযাত্রীদের ব্যাংকে টাকা জমা দেয়ার তালিকা তৈরি ও আবাসনের বরাদ্দপত্র প্রিন্ট করে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকে সরবরাহ করা হয়েছে।
- সৌদি আরবের বিভিন্ন স্থানে যাতায়াত সহজতর করতে হজ্জযাত্রীদের আবাসন চিহ্ন সম্বলিত মক্কা, মদিন ও মিনার ম্যাপ তৈরি করা হয়েছে।
- মক্কা এবং মিনায় আইটি হেল্পডেস্ক থেকে হজ্জযাত্রীদের চাহিদা মোতাবেক ম্যাপ বিতরণসহ সার্বক্ষণিক সেবা প্রদান করা হয়েছে।
- হজ্জ অফিসের চাহিদা মোতাবেক স্থির ও চলমান চিত্র ধারণ ও প্রচার করা হয়েছে।
- ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও হজ্জ অফিসের চাহিদা মোতাবেকMIS রিপোর্ট তৈরী করা হয়েছে।
- হজ্জযাত্রীদের মৃত্যু সংক্রান্ত হালনাগাদ তথ্য ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে।

- এসএমএস ব্রডকাস্টিং এবং পুশপুল সার্ভিসের মাধ্যমে হজ্জযাত্রী এবং তাঁদের আত্মীয়-স্বজনদের হজ্জ সংক্রান্ত তথ্য জানানোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।
- IVR (Interactive Voice Response) সিস্টেমের মাধ্যমে হজ্জযাত্রী এবং তাঁদের আত্মীয়-স্বজনদের হজ্জ সংক্রান্ত তথ্য সেবা প্রদান করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।
- ঢাকা ও জেদ্দা বিমান বন্দরের হাজীদের আগমন ও প্রত্যাগমনের সঠিক তথ্য সংগ্রহ করে ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে।
- ডাটাবেইজ সার্চ ও ফটো সার্চ পদ্ধতি ব্যবহার করে ছবিসহ হজ্জযাত্রীমোয়ালেম্নম, এজন্সি/আবাসন তথ্য প্রিন্ট করে কন্ট্রোল রম্নমের সহায়তায় হজ্জযাত্রীকে গন্তব্যে পৌঁছে দেয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আধুনিক তথ্য প্রযুক্তি প্রয়োগের ফলে পৃথিবীর যে কোন প্রান্ত থেকে যে কেউ যে কোন হাজী/হজ্জযাত্রীর সর্ব শেষ অবস্থা সম্পর্কে সার্ব ক্ষণিক তথ্য সংগ্রহ করতে সক্ষম। অর্থাৎ হজ্জ ব্যবস্থাপনায় আধুনিক তথ্য প্রযুক্তির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা হয়েছে।

১.৪ বাংলাদেশ পলাজা, জেদ্দা হজ্জ টার্মিনালঃ

বাংলাদেশের অধিকাংশ হজ্জযাত্রী সাধারণত বাংলাদেশ থেকে গমন করে সরাসরি জেদ্দা হজ্জ টার্মিনালে অবতরণ করে থাকেন। ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় বাংলাদেশী হজ্জযাত্রীদের সুবিধার্থে ২০১১ সাল হতে জেদ্দা হজ্জ টার্মিনালে একটি প্লাজা ভাড়া করেছে। এ ব্যবস্থার ফলে হজ্জযাত্রীরা প্রয়োজনীয় বিশ্রাম ও চিকিৎসা সেবা গ্রহণ করে স্বাচ্ছন্দে মক্কা-মদিনার উদ্দেশ্যে গমন করেন। উলেস্নখ্য, জেদ্দা বিমানবন্দরে হজ্জ প্রশাসনিক দলের সদস্য, হজ্জ চিকিৎসা দলের সদস্য এবং আইটি দলের সদস্যগণ হজ্জযাত্রীদের প্রয়োজনীয় সেবা প্রদানের উপকরণসহ দায়িত্ব পালন করে থাকেন। জেদ্দা হজ্জ টার্মিনালে সেবা প্রদানের মান গত পাঁচ বছরে বহু গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

১.৫ হজ্জ অফিস, ঢাকাঃ

বাংলাদেশের অধিকাংশ হজ্জযাত্রী সাধারণত ঢাকা শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর দিয়েই সৌদি আরবে গমন করে থাকেন। হজ্জযাত্রীদের বিমানবন্দর সংলগ্ন আশকোনা হজ্জ ক্যাম্পে রিপোর্ট এবং প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করতে হয়। তাঁদেরকে প্রয়োজনের নিরিখে কোন কোন সময় এমনকি ৪/৫ দিন আশকোনাস্থ হজ্জ ক্যাম্পের ডরমিটরীতে অবস্থান করতে হয়। এ পরিপ্রেক্ষিতে হজ্জ ক্যাম্পের হাজীদের সুবিধার্থে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা২০০৯ সনের হজ্জ কার্য ক্রম উদ্বোধনকালে ডরমিটরীতে পর্যাপ্ত সংখ্যক লিফট্ স্থাপনের প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রম্নতি মোতাবেক ২০১০ সনে হজ্জযাত্রীদের সুবিধার্থে হজ্জ ক্যাম্পের ডরমিটরীতে প্রায় পৌনে দুই কোটি টাকা ব্যয়ে ৪ (চার) টি লিফট্ স্থাপন করা হয়েছে। একই বছরে হজ্জ ক্যাম্পে স্থাপিত হজ্জযাত্রীদের বিমান, কাস্টমস, ইমিগ্রেশন অফিসসমূহে সেন্ট্রাল এসি স্থাপন করা হয়েছে। এ ছাড়া হজ্জ যাত্রীদের আবাসন ব্যবস্থা বৃদ্ধির জন্য ডরমেটরীর উর্ধব মুখী সম্প্রসারণের নিমিত্ত একটি কর্ম সূচি হাতে নেয়া হয়েছে।

১.৬ বেসরকারী হজ্জ ও ওমরাহ এজেন্সীঃ

বেসরকারি এজেন্সিগুলো জাতীয় হজ্জনীতি ও সরকার ঘোষিত হজ্জ প্যাকেজ অনুসরণ করে হজ্জযাত্রী সংগ্রহ করে মক্কা-মদিনায় বাড়ি ভাড়া করে হজ্জযাত্রীদের আবাসন ব্যবস্থা নিশ্চিত করে থাকে। বেসরকারি হজ্জ এজেন্সিগুলোর সংগঠন 'হজ্জ এজেন্সিস এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ' তথা HAAB এসব এজেন্সির নেতৃত্ব দিয়ে থাকে। যেসব এজেন্সি শুধু ব্যবসায়িক কারণে হাজীদের মক্কা-মদিনায় পাঠিয়ে প্রাপ্য সেবা প্রদান থেকে বঞ্চিত করে সেসব এজেন্সিকে তদারকী করার জন্য বিগত পাঁচ বছরে হজ্জ প্রশাসনিক দল পাঠিয়ে হাজীদের সেবা ও সুযোগ-সুবিধার বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে।

অভিযুক্ত ও দায়ী এজেন্সিগুলোর বিরুদ্ধে বিভিন্ন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা, যেমন লাইসেন্স বাতিল, আর্থিক জরিমানা ও মামলার ব্যবস্থা গ্রহণ করে হজ্জ ব্যবস্থাপনায় শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। একইসাথে HAAB এর সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি করে হজ্জযাত্রীদের প্রদেয় সেবার মান বৃদ্ধি করার জন্য মক্কা হজ্জ অফিসে HAAB এর জন্য আলাদা অফিস ও হেল্পডেস্ক রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এর মাধ্যমে গত পাঁচ বছরে সরকারি ও বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় গমনকারী সকল হজ্জযাত্রীর সেবা

প্রাপ্তির বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে। উলেস্নখ্য যে, হজ্জযাত্রী ও ওমরাহযাত্রীর সংখ্যা ক্রমবর্ধ মান হারে বৃদ্ধি পাওয়ায় বর্তমান সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর হজ্জ কার্য ক্রম সহজ করা ও বর্ধি ত হজ্জযাত্রীদের জন্য সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় এ পর্যন্ত ২৪০ টি ওমরাহ্ এবং ১১৭৬ টি হজ্জ লাইসেন্স প্রদান করেছে।

১.৭ হজ্জ আবাসনঃ

হজ্জ ব্যবস্থাপনায় উন্নতির অন্যতম প্রধান শর্ত হ'ল হজ্জযাত্রীদের জন্য উন্নত মানের আবাসনের ব্যবস্থা করা। এ লক্ষ্যে মক্কা ও মদিনায় হজ্জযাত্রীদের জন্য ভাড়া করা বাড়িগুলোর বিষয়ে বিশেষ নজর দেয়া হয়। বাড়ী ভাড়ার ক্ষেত্রে অতীতের কোটারী ভিত্তিক ফায়দা ভোগের অনিয়মকে দূর করে বাড়ী ভাড়ায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা হয়। দূরবর্তী, পুরাতন ও পাহাড়ের উপর বাড়ি ভাড়া করার পরিবর্তে নিকটবর্তী সমতল ভূমিতে অপেক্ষাকৃত নতুন বাড়ি ভাড়া করা হয়েছে। এছাড়া অধিক সংখ্যক বাড়ির পরিবর্তে অল্প সংখ্যক উন্নত মানের নতুন বড় বাড়ি/হোটেল ভাড়া করে হাজীদের সেবার মান বৃদ্ধি করা হয়েছে।

১.৮ আন্ত:মন্ত্রণালয় সমন্বয়ঃ

হজ্জ ব্যবস্থাপনার সাথে পররাষ্ট্র, স্বরাষ্ট্র, বেসামরিক বিমান পরিবহণ ও পর্য টন, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়সহ অনেকগুলো মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থা জড়িত। ২০০৯ সাল থেকে মাননীয় ধর্ম প্রতিমন্ত্রীর সুযোগ্য নেতৃত্বে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয় এবং বিভাগের মধ্যে নিবিড় সমন্বয় রক্ষা করতে সক্ষম হয়েছে। এ সমন্বয়ের কারণে হজ্জযাত্রী পরিবহণ, গমনাগমন, হজ্জযাত্রীদের স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের ক্ষেত্রে গুণগত মান বৃদ্ধি পেয়েছে। সার্বি ক হজ্জ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে শৃঙ্খলা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ফলে গত পাঁচ বছরে হজ্জযাত্রীদের সংখ্যা পূর্বে র বছরগুলোর তুলনায় উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে।

১.৯ রেকর্ড সংখ্যক হজ্জযাত্রীঃ

বিগত সরকারগুলোর সময় হজ্জযাত্রীদের পরিবহন ও বাড়িভাড়াসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে অনিয়ম ও বিশৃংখলা পরিলক্ষিত হত। এর ফলে হজ্জযাত্রীর সংখ্যা একটি নির্দি ষ্ট সংখ্যার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল।২০০৯ সাল থেকে হজ্জ ব্যবস্থাপনায় সেবার মান বৃদ্ধি ও শৃংখলা ফিরে আসায় হজ্জযাত্রীর সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০০৯ সাল থেকে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক হজ্জ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে উন্নত সেবা প্রদান ও শৃংখলা প্রতিষ্ঠিত হয়। হজ্জযাত্রী পরিবহনে বিমান সংস্থাগুলো যথেষ্ট সচেষ্ট হয়। ২০১১ সালে উন্মুক্ত পদ্ধতিতে হাজী পরিবহণে সুবিধা নিশ্চিতকরণ, বাড়ি ভাড়ায় শৃংখলা আনয়ন, স্বাস্থ্যসেবা, হাজীদেরকে জেদ্দা, মক্কা, মীনা, আরাফাত ও মুজদালিফায় প্রয়োজনীয় সেবা পাওয়ার ক্ষেত্রে তদারকি করা এবং দেশে ফিরিয়ে আনার ক্ষেত্রে সহযোগিতা করাসহ সার্বি ক বিষয়ে সেবার মান বৃদ্ধি পেয়েছে। এর ফলেদেশে বিদেশে প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়াসহ সর্ব মহল কর্তৃক হজ্জ ব্যবস্থাপনার বিষয়টি প্রশংসিত হয়েছে। মহামান্য রাষ্ট্রপতি সংসদে প্রদত্ত তাঁর ভাষণে উন্নত হজ্জ ব্যবস্থাপনার বিষয়ে উচ্ছাসিত প্রশংসা করেছেন। নিমেণ গত ৫ বছরের হজ্জযাত্রীদের একটি তুলনামূলক চিত্র তুলে ধরা হলঃ

হজ্জযাত্রীর সংখ্যা (২০০৯-২০১৩ খ্রিঃ)

২০০৯	২০১০	২০১১	২০১২	২০১৩
৫৮,২২০	৯১,০২২	১,০৫,৬১৭	১,০৯,৯৫২	৮৭,১৫৬

১.১০ হজ্জ ও ওমরাহ ব্যবস্থাপনা আইনঃ

হজ্জ ব্যবস্থাপনাকে আরও উন্নত, সুষ্ঠু ও সুশৃংঙ্খল করার লক্ষ্যে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। যাবতীয় অনিয়ম ও বিশৃংঙ্খলা দূর করতে এবং হজ্জ ব্যবস্থাপনাকে একটি আইনী কাঠামোর উপর দাঁড় করানোর লক্ষ্যে হজ্জ আইন প্রণয়ণের কাজ প্রায় শেষ পর্য ায়ে। ইতোমধ্যে খসড়া হজ্জ আইন প্রণয়নের কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। চুড়ান্ত হজ্জ আইন করার লক্ষ্যে যাবতীয় প্রক্রিয়া এগিয়ে চলছে।

১.১১ হজ্জযাত্রীদের আন্তর্জাতিক পাসপোর্ট ঃ

২০০৮ সন পর্যন্ত পিলগ্রিম পাসপোর্টে র মাধ্যমে হজ্জ যাত্রীরা হজ্জব্রত পালন করবেন। কিন্তু সৌদি রাজকীয় সরকার২০০৯ সাল থেকে আবশ্যকীয়ভাবে হজ্জযাত্রীদের জন্য ইন্টারন্যাশনাল পাসপোর্টে র মাধ্যমে হজ্জ ভিসা ইস্যুর বিধানপ্রচলন করে। বর্তমান সরকার দায়িত্বভার গ্রহণের পর স্বল্প সময়ের মধ্যে সকল হজ্জযাত্রীর জন্য ইন্টারন্যাশনাল পাসপোর্টে র ব্যবস্থা করে। উপরন্তু হাজী সংখ্যা পূর্বে র বছরগুলোর চেয়ে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে। তা সত্ত্বেও অল্প সময়ের মধ্যে হজ্জযাত্রীদের জন্য ইন্টারন্যাশনাল পাসপোর্ট গ্রহণের যাবতীয় কার্য ক্রম যথাযথ সমন্বয়ের মাধ্যমে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পন্ন করে।

১.১২ রাজকীয় সৌদি সরকারের স্বীকৃতিঃ

বিগত ৫ বছরে হজ্জ ব্যবস্থানায় যে গুনগত পরিবর্তন ও উন্নতি সাধিত হয়েছে তা সৌদি আরবের হজ্জ মন্ত্রণালয় কর্তৃক ব্যাপক প্রশংসা লাভ করেছে। সৌদি হজ্জ মন্ত্রণালয়ের অধীন দক্ষিণ এশীয় হাজী সেবা সংস্থা তথা মুয়াস্সাসা অফিস ২০১০ ও ২০১১ সনে হজ্জ ব্যবস্থাপনায় উলেস্নখ্যযোগ্য উন্নতি সাধিত হওয়ায় বাংলাদেশকে দক্ষিণ এশীয় দেশগুলোর মধ্যে শীর্ষ স্থানীয় বলে স্বীকৃতি দেয়।

হজ্জ ব্যবস্থাপনার উন্নতি সাধন একটি চলমান প্রক্রিয়া। ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় হজ্জ ব্যবস্থাপনার উন্নতিকল্পে বিগত৫ বছরে অবকাঠামোগত উন্নয়ন, জনবল বৃদ্ধি, আন্তঃমন্ত্রণালয় সম্পর্ক বৃদ্ধি, সৌদি সরকারের সাথে হজ্জ সংক্রান্ত বিষয়ে সম্পর্ক উন্নয়ন ও হাজীদের সেবা প্রাপ্তি নিশ্চিত করেছে। ফলে বিগত ৫ বছরে হজ্জ ব্যবস্থাপনায় শৃংখলা ফিরে এসেছে। হজ্জযাত্রীদের সংখ্যা বহু গুনে বৃদ্ধি পেয়েছে। হজ্জ ব্যবস্থাপনায় সেবার মান উন্নত হয়েছে। হজ্জ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের এ সফলতা সরকার ঘোষিত রূপকল্প-২০২১ বাস্তবায়নেরপথে এক বিশাল অর্জন। ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের হজ্জ ব্যবস্থাপনায় সফলতার এ ধারা আগামী দিনগুলোতেও অব্যাহত থাকবে।

২। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের অবকাঠামোগত উন্নয়ন ও দুঃস্থ পুনর্ব াসন:

ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় হতে প্রতি বছর দেশব্যাপী বিভিন্ন মসজিদ্ মন্দির, ইসলাম ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ঈদগাহ ও কবরস্থান সংস্কার/মেরামত, হিন্দু ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান (শ্মশান) সংস্কার/মেরামত, বৌদ্ধ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান সংস্কার/মেরামত, খ্রিস্টান ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান (প্যাগোডা) সংস্কার/মেরামত, খ্রিস্টান ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান (সেমিট্রি) সংস্কার/মেরামত এবং দুস্থ মুসলিম ও দুঃস্থ হিন্দু পুনর্ব াসন এরজন্য অর্থ বরাদ্দ করা হয়ে থাকে।

বিগত ০৫ (পাঁচ) বছরের সার্বি ক সাফল্যঃ

বর্তমান সরকারের বিগত ৫ বছরে (২০০৯-২০১৩) ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় হতে মাননীয় সংসদ সদস্য ও জনপ্রতিনিধিদের সুপারিশ-এর ভিত্তিতে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ৩১ কোটি ৮৩ লক্ষ টাকায় প্রায় ৩১,১০০টি মসজিদ, ৬ কোটি ৭২ লক্ষ টাকায় প্রায় ৪,৯০০টি ইসলাম ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ৬ কোটি ৫০ লক্ষ টাকায় প্রায় ৬,২০০টি মন্দির, ৮১ লক্ষ টাকায় প্রায় ৩০০টি হিন্দু ধর্মীয় শশ্মান, ১ কোটি ৪ লক্ষ টাকায় ৬৫০টি বৌদ্ধ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান (প্যাগোডা), ৫ লক্ষ টাকায় প্রায় ১৩টি বৌদ্ধ ধর্মীয় শ্মশান, ২২ লক্ষ ৭৩ হাজার টাকায় প্রায় ১০০টি খ্রিস্টান ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান (গীর্জা), ২ লক্ষ ৮৪ হাজার টাকায় ৬টি খ্রিস্টান ধর্মীয় সেমিট্রি এর অবকাঠামো উন্নয়ন তথা সংস্কার/মেরামত করা হয়েছে। এ ছাড়া ৬ কোটি ৪০ লক্ষ টাকায় ৭,২৫০ জন দুঃস্থ মুসলিম এবং ৯৩ লক্ষ ৬০ হাজার টাকায় প্রায় ৭৫০ জন দুঃস্থ হিন্দুকে অনুদান প্রদানের মাধ্যমে পুনর্ব াসন করা হয়েছে। বিগত ৫ বছরে উল্লেখিত খাতসমূহে মোট বিতরণকৃত অর্থে র পরিমাণ ৬০,১৫,৫৫,০০০ (ষাট কোটি পনের লক্ষ পঞ্চান্ন হাজার) টাকা।

৩। আইন

ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন প্রয়োগযোগ্য ১১টি আইন/অধ্যাদেশ আছে। এসব আইন/অধ্যাদেশ ইতোমধ্যে সংশোধন ও পরিমার্জন করে আপডেট করা হয়েছে। এগুলো নিম্নরূপঃ

1. The Mussalman Wakf Validating Act, 1913 (Act No. VI of 1913);
2. Wakf Validating Act, 1930 (Act. No. xxxii of 1930);
3. The Waqfs Ordinance, 1962;
4. The Islamic Foundation Act. 1975;
5. The Zakat Fund Ordinence, 1982;
6. The Hindu Religious Welfare Trust Ordinance, 1983;
7. The Buddhist Religious Welfare Trust Ordinance, 1983;
8. The Christian Religious Welfare trust Ordinance, 1993;
9. The Chittagong Shahi Jame Masjid Ordinance, 1986
10. ইমাম ও মুয়াজ্জিন কল্যাণ ট্রাস্ট আইন, ২০০১ (২০১৩ সনের ৫৬নং আইন);
11. ওয়াকফ (সম্পত্তি হস্তান্তর ও উন্নয়ন) বিশেষ বিধান আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৫নং আইন)।

উপর্যু ক্ত আইনগুলো ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ওয়েব সাইটেwww.mora.gov.bd আপলোড করা হয়েছে এবং উক্ত ওয়েব সাইট হতে যে কেউ ডাউন লোড করতে পারবে।

3.1 The Waqfs (Transfer and Development of Property) Special Provisions Act. 2013.

ওয়াকফ সম্পত্তি হস্তান্তর ও উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণকল্পে বিশেষ বিধান করার লক্ষ্যে একটি আইন প্রণয়ন করা হয়। বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে গৃহীত হওয়ার পর আইনটি গত ২৪ ফ্রব্রুয়ারি ২০১৩ খ্রি. তারিখে মহামান্য রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করে। আইনটি ২০১৩ সালের ৫ নং আইন।

৩.২ Islamic Foundation (Amendment) Act 2013.

চট্টগ্রাম জমিয়তুল ফালাহ জামে মসজিদ কমপ্লেক্স এর ব্যবস্থাপনা, রক্ষণাবেক্ষণ ইসলামিক ফাউন্ডেশনের উপর ন্যস্ত করার লক্ষ্যে আইনটি প্রণয়ন করা হয়। বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে গৃহীত হওয়ার পর আইনটি গত ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ খ্রি. তারিখে মহামান্য রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করে। আইনটি ২০১৩ সনের ১০ নং আইন।

৪। বাংলাদেশ ও রাজকীয় সৌদি সরকারের মধ্যে সমঝোতা স্মারক:

বাংলাদেশের পররাষ্ট্র নীতির মূল লক্ষ্য হলো ''Friendship to all and malice to none" এ মূল লক্ষ্যের উপর ভিত্তি করে বর্তমান সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পরপরই অতীতের নতজানু পররাষ্ট্র নীতির পরিবর্তে পারস্পরিক সমঝোতা ও সমতার ভিত্তিতে বিভিন্ন দেশের সাথে সম্পর্ক উন্নয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করে। বাংলাদেশ একটি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ। এ দেশের শতকরা ৯০ ভাগ লোক মুসলিম। এ সংখ্যাগরিষ্ট জনগণের ধর্মীয় অনুভূতির প্রতি শ্রদ্ধার নিদর্শনস্বরূপ বর্তমান সরকার বিশ্বের মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের সাথে সম্পর্ক উন্নয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করে। তারই অংশ হিসেবে সৌদি সরকার ও বাংলাদেশ সরকারের মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। এ সমঝোতা স্মারকের উল্লেখযোগ্য দিকগুলো নিম্নরূপঃ

1. মহান আলস্নাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে ইসলামের মহান আদর্শ তথা Views, ক্ষমা, সমসাময়িক ধর্মীয় বিষয়ে অতি মাত্রায় বাড়াবাড়ির বিপরীতে ইসলামের ভূমিকা। এ বিষয়ে মিশনারী প্রস্তুতে সহযোগিতা প্রদান।
2. পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এগুলোর মুদ্রণ, প্রচার ও অনুবাদে সহযোগিতা এবং এক্ষেত্রে অর্জিত অভিজ্ঞতা বিনিময়।
3. দুদেশের মধ্যে হেফজ প্রতিযোগিতা ও ক্বেরাত প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানে সহযোগিতা, পবিত্র কুরআন হেফজ করা ও তিলাওয়াত এর ক্ষেত্রে অর্জিত পদ্ধতি ও অভিজ্ঞতা বিনিময়।
4. মসজিদ প্রতিষ্ঠায় অভিজ্ঞতা বিনিময়, ধর্মীয় অনুশাসন অনুসারে ইমাম/ধর্মীয় গুরম্নর দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে অবহিত করা।
5. মসজিদ নির্মাণ ও সংস্কারের ক্ষেত্রে কারিগরি ও স্থাপত্যের বিষয়ে অভিজ্ঞতা বিনিময়।
6. ওয়াক্ফ সম্পত্তির সীমাবদ্ধতা, প্রকৃত ওয়াক্ফ সম্পত্তি নির্ণয় ওয়াক্ফ সম্পত্তির রেজিস্ট্রেশন, উন্নয়ন ও বিনিয়োগের ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা বিনিময়।
7. দুদেশের মধ্যে ইসলামিক স্থাপত্য কলা গবেষণা, ইসলাম বিষয়ে অধ্যয়ন, প্রকাশনা ও অনুবাদের ক্ষেত্রে সহযোগিতা বিনিময়, পান্ডুলিপি সংগ্রহ, সূচিপত্র প্রণয়ন, সংরক্ষণ, পরিমাণ এর ছবিও সূচিপত্র বিনিময়।
8. গবেষণা ও সুপারিশ বিনিময়ের লক্ষ্যে সম্মেলন ও সেমিনারে অংশগ্রহনের মাধ্যমে অভিজ্ঞতা বিনিময়ের জন্য ইসলামিক বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তি ও বিজ্ঞানীদের দুদেশ সফরে উৎসাহিত করা।

৫। আল-কুরআন ডিজিটালঃ

ইসলাম ধর্মের সকল রীতিনীতি, বিধি-বিধানের মূল উৎস হল মহাগ্রন্থ আল-কুরআন। বিশ্বব্যাপী আল-কুরআনের সুমহান বাণী বিশেষ করে বাংলা ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীর মধ্যে প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে আল-কুরআনের ডিজিটাল ওয়েব সাইট প্রস্তুত করার জন্য গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সদয় অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন এবং পবিত্র কুরআন ডিজিটাইজেশন এর কার্য ক্রম সম্পাদনের বিষয়ে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়কে সদয় নির্দেশনা প্রদান করেন। তৎপ্রেক্ষিতে ভিশন-২০২১ বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ২০১১-২০১২ অর্থ বছরে''ডিজিটালাইজেশনের মাধ্যমে পবিত্র কুরআন প্রচার ও প্রকাশনা'' শীর্ষক কর্ম সূচি গ্রহণ করা হয়। কর্ম সূচীর বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আইটি বিশেষজ্ঞ, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ, ঢাকা মাদ্রাসা-ই-আলীয়ার শিক্ষক, বাংলা একাডেমী, ইসলামিক ফাউন্ডেশনের বিশেষজ্ঞ ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের অভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে পবিত্র কুরআনের বাংলা ও ইংরেজী প্রতিবর্ণায়ন এবং অনুবাদের সম্পাদনার কাজ সম্পন্ন করা হয়।

পবিত্র কাবা শরীফের শ্রদ্ধাভাজন ইমাম কারী শেখ মোহাম্মদ আস-সুরাঈম এর কণ্ঠে উচ্চারিত পবিত্র কুরআনের আরবী তিলাওয়াত নির্বাচন করে এবং বাংলা ও ইংরেজী অনুবাদের কণ্ঠ রেকর্ডিং কাজ সম্পন্ন হওয়ার পর(ডিভিডি, ই-বুক, আইপ্যাড সুবিধাদি অন্তর্ভুক্ত করে) ডিজিটাল ভার্শনসহ আল কুরআনের পৃথক ওয়েবসাইট প্রস্তুত করা হয়। ওয়াবসাইটটিতে ব্রাউজিং সুবিধাসহ আল কুরআন ডাউনলোড করার সুবিধাদি রয়েছে। একই সুবিধাদি সম্পন্ন অফ-লাইন ভার্সন প্রস্তুত করা হয়।

এ মহতী উদ্যোগ পরিসমাপ্ত হওয়ার পর গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিগত ১০ আগষ্ট, (২৬ শ্রাবণ, ২১ রমজান, রোজ শুক্রবার) ২০১২ খ্রি. তারিখে আল কুরআনের ডিজিটাল ওয়েবসাইট www.quran.gov.bd আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করেন। বর্তমানে ওয়েবসাইটটি জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত রয়েছে। এ ওয়েব সাইটে গিয়ে পৃথিবীর যে কোন প্রান্ত থেকে যে কান ব্যক্তি পবিত্র কুরআনের বাংলা, ইংরেজী ও আরবীতে প্রতিবর্ণায়ন অনুবাদ দেখতে, শুনতে ও পড়তে পারেন এ ছাড়া আল-কুরআনের আরবী-বাংলা ও আরবী- ইংরেজী অনুবাদের কণ্ঠ শুনার উপযোগী করে ডিভিডি প্রস্তুত করা হয়েছে।

৬। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি কার্য ক্রমঃ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত ভিশন-২০২১ এর লক্ষ্য অর্জন সর্বে াপরি দাপ্তরিক কাজে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকল্পে মন্ত্রণালয় কর্তৃক তথ্য প্রযুক্তির সম্প্রসারণে এ যাবত গৃহীত কার্য ক্রমঃ

(1) মন্ত্রণালয়ে ডেডিকেটেড ব্রডব্যন্ড ইন্টারনেট সংযোগ গ্রহণ করা হয়েছে;

(2) মন্ত্রণালয়ের তথ্যবহুল নিজস্ব ওয়েবসাইট (www.mora.gov.bd) প্রকাশ করা হয়েছে। যেখানে-

- সর্ব সাধারণের জ্ঞাতার্থে প্রকাশের উপযোগী সভার কার্য প্রক্রার্য বিবরণী, দাপ্তরিক পত্র, প্রজ্ঞাপন ইত্যাদি প্রকাশ করা হচ্ছে।
- এ যাবত মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী ও সচিবদের তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে;
- বদলীকৃত কর্ম কর্তাদের স্থলেনতুন পদায়নকৃত কর্ম কর্তাদের তথ্যাদি হালনাগাদ করা হয়েছে
- চলমান প্রকল্প ও কর্ম সূচির তালিকা প্রকাশ;
- ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত আইন, নীতিমালা ও সিটিজেন চার্ট ার প্রকাশ করা হয়েছে
- অধীনস্থ দপ্তর/সংস্থার ওয়েবসাইট লিঙ্ক দেয়া হয়েছে।

(3) অন-লাইন হজ্জ ম্যানেজম্যান্ট সিস্টেম (www.hajj.gov.bd) চালু করা হয়েছে;

(4) পবিত্র গ্রন্থ আল-কুরআনের ডিজিটাল ভার্শ ন(www.quran.gov.bd) প্রকাশ করা হয়েছে;

(5) মন্ত্রণালয়ের সাধারণ ই-মেইল ঠিকানার moragovbd@gmail.com) মাধ্যমে দাপ্তরিক যোগাযোগ করা হচ্ছে এবং নিয়মিত মেইল চেক করে গৃহীত ও প্রেরিত মেইলের রেকর্ড সংরক্ষণ পূর্ব ক কার্য ক্রম গৃহীত হচ্ছে

(6) কর্ম কর্তা ও কর্ম চারীদের জন্য তথ্য ও প্রযুক্তি বিষয়ক দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কোর্সে র আয়োজন করা হচ্ছে

(7) দাপ্তরিক কাজে কর্ম কর্তা/কর্ম চারীদের কম্পিউটারের ব্যবহার বৃদ্ধি এবং সভা/সেমিনারে মাল্টিমিডিয়া ব্যবহার করা হচ্ছে;

(8) মাসিক সভায় ই-সেবা, ওয়েবসাইটে তথ্য সমৃদ্ধিসহ ব্যবহারকারী বান্ধবকরণ এবং ই-যোগাযোগের বিষয় আলোচ্যসূচিতে অন্তর্ভু ক্ত করা হয়েছে।

ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সংস্থাসমূহ

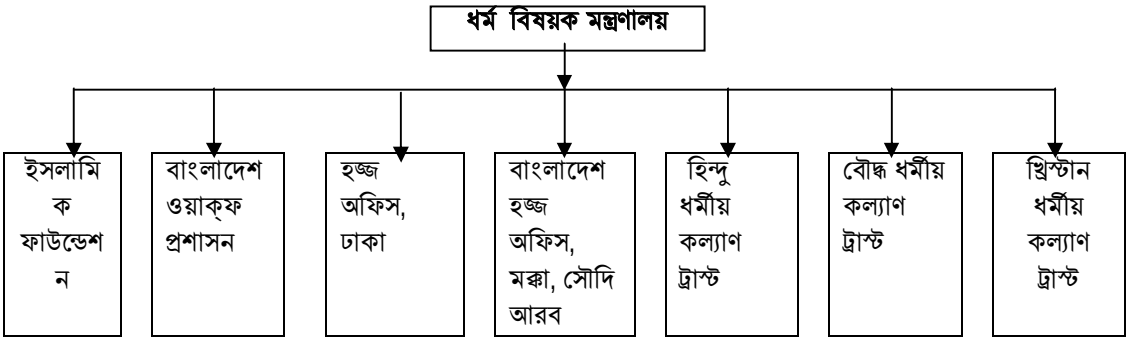

<u>ইসলামিক ফাউন্ডেশন</u>

<u>পরিচিতিঃ</u>

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনে ইসলামিক ফাউন্ডেশন একটি বিধিবদ্ধ স্বায়ত্বশাসিত সংস্থা। ইসলামের প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে বাংলাদেশের মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৫ সালের ২২ মার্চ এক অধ্যাদেশবলে ইসলামের মহান আদর্শ এবং মূল্যবোধের প্রচার ও প্রসার কার্যক্রমকে বেগবান করার লক্ষ্যে 'ইসলামিক ফাউন্ডেশন' প্রতিষ্ঠা করেন। ২৮ মার্চ ১৯৭৫ সালে 'ইসলামিক ফাউন্ডেশন এ্যাক্ট' প্রণীত হয়।

বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ মুসলমান এবং প্রাচীন কাল থেকে এ দেশে ইসলামী আদর্শ ও মূল্যবোধের লালন এবং চর্চা হয়ে আসছে।এ লক্ষ্যে ইসলামিক ফাউন্ডেশন তার উপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করে যাচ্ছে। ইসলামিক ফাউন্ডেশন-এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অনুযায়ী বিভিন্ন কার্যক্রম প্রধান কার্যালয়সহ ৪টি বিভাগ, ৬৪টি বিভাগ ও জেলা কার্যালয়, ৭টি ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমী এবং ৩৩টি ইসলামিক মিশন কেন্দ্রের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হচ্ছে।

<u>লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ</u>

(ক) মসজিদ ও ইসলামী কেন্দ্র, একাডেমী ও ইন্স্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করা ও রক্ষণাবেক্ষণ করা;
(খ) মসজিদ ও ইসলামী কেন্দ্র, একাডেমী ও ইন্স্টিটিউট এবং সমাজসেবায় নিবেদিত সংগঠনসমূহকে আর্থিক সহায়তা দেয়া;
(গ) সংস্কৃতি, চিন্তা, বিজ্ঞান ও সভ্যতার ক্ষেত্রে ইসলামের অবদানের উপর গবেষণা পরিচালনা;
(ঘ) ইসলামের মৌলিক আদর্শ বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধ, পরমতসহিষ্ণুতা, ন্যায়বিচার প্রভৃতি প্রচার করা ও প্রচারের কাজে সহায়তা করা এবং সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনে ইসলামী মূল্যবোধ ও নীতিমালা বাস্তবায়নের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়নসহ বিভিন্ন পদক্ষেপের সুপারিশ করা;
(ঙ) ইসলামী মূল্যবোধ ও নীতিমালা জনপ্রিয় করে তোলার লক্ষ্যে ইসলামের ইতিহাস, দর্শন, সংস্কৃতি, আইন ও বিচার ব্যবস্থা সম্পর্কিত গবেষণার আয়োজন করা ও তার প্রসার ঘটানো এবং জনপ্রিয় ইসলামী সাহিত্য প্রকাশ করা এবং বিলি-বণ্টনকে উৎসাহিত করা;
(চ) ইসলাম ও ইসলামের বিষয় সম্পর্কিত বই-পুস্তক, সাময়িকী ও প্রচার পুস্তিকা অনুবাদ, সংকলন ও প্রকাশ করা;
(ছ) ইসলামের ইতিহাস, দর্শন, সংস্কৃতি, আইন ও বিচার ব্যবস্থা সম্পর্কিত বিষয়াদির উপর সম্মেলন, বক্তৃতামালা, বিতর্ক ও সিম্পোজিয়ামের আয়োজন করা;
(জ) ইসলাম বিষয়ক গবেষণার ক্ষেত্রে অসামান্য অবদানের জন্য পুরস্কার ও পদক প্রবর্তন করা;
(ঝ) ইসলাম সম্পর্কিত প্রকল্প গ্রহণ ও তাতে সহায়তা করা;
(ঞ) ইসলাম বিষয়ক গবেষণার জন্য বৃত্তি প্রদান ;
(ট) বায়তুল মুকাররম মসজিদের ব্যবস্থাপনা ও উন্নতি বিধান এবং
(ঠ) উপরোক্ত কার্যাবলির যেকোনটির ক্ষেত্রে আনুষঙ্গিক অন্যান্য কাজ সম্পাদন।

বোর্ড অব গভর্নরসঃ

ইসলামিক ফাউন্ডেশন ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন একটি বিধিবদ্ধ সংস্থা। ফাউন্ডেশনের সার্বিক নীতি নির্ধারণ নির্দেশনা প্রদান কার্যক্রম গ্রহণ তত্ত্বাবধান ও পর্যবেক্ষণের জন্য মাননীয় সংসদ সদস্য শিক্ষাবিদ, ইসলামী চিন্তাবিদ ও সর্বোচ্চ প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে একটি বোর্ড অব গভর্নরস রয়েছে। ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী উক্ত বোর্ডের চেয়ারম্যান।

সাংগঠনিক কাঠামোঃ

ইসলামিক ফাউন্ডেশন-এর প্রধান নির্বাহী হলেন মহাপরিচালক। তিনি সরকার কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত হন। বোর্ড অব গভর্নরসের সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের দায়িত্ব তাঁর উপর ন্যস্ত থাকে। কার্য সম্পাদনে তাঁকে সহযোগিতা প্রদানের জন্য১ জন সচিব, ১৪ জন পরিচালক, ৭ জন প্রকল্প পরিচালক এবং ১ জন প্রকল্প ব্যবস্থাপক (প্রেস) রয়েছেন। তাঁরা প্রত্যেকে এক-একটি বিভাগের প্রধান।

জনবলঃ

বর্তমানে ইসলামিক ফাউন্ডেশন-এর জনবল রয়েছে রাজস্ব খাতে ১,৪৬৫জন এবং উন্নয়ন খাতে ৬৮১ জন, সর্বমোট২,১৪৬ জন। এ ছাড়া এ সংস্থার বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পে সম্মানীর ভিত্তিতে প্রায় ৪০ হাজার জনবল কর্মরত আছে।

তহবিলঃ

ইসলামিক ফাউন্ডেশন-এর তহবিল হচ্ছে বাংলাদেশ সরকারের কাছ থেকে প্রাপ্ত অনুদান, নিজস্ব সম্পদ ও অন্যান্য সূত্র হতে প্রাপ্ত আয়।

কার্যক্রমঃ

ইসলামিক ফাউন্ডেশনের রাজস্ব ও উন্নয়ন-উভয় খাতের কর্মসূচি বিভিন্ন বিভাগের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়। এগুলোর সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নরূপ :

প্রশাসন বিভাগঃ

ইসলামিক ফাউন্ডেশনের যাবতীয় প্রশাসনিক ও সংস্থাপন সংক্রান্ত কাজ, জনবল নিয়োগ, বায়তুল মুকাররম মসজিদ ও মার্কেটের পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা, বোর্ড অব গভর্নরসের সভা আহবান, গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন, প্রধান কার্যালয়সহ মাঠপর্যায়ের অফিসে আর্থিক ও প্রশাসনিক যাবতীয় কার্যক্রম প্রশাসন বিভাগের মাধ্যমে সম্পাদিত হয়। প্রশাসন বিভাগের সম্পাদিত কার্যক্রম নিমণরূপ:

ক্রঃ নং	কর্মকান্ডের বিষয়	পাঁচ বছরের অর্জন			সাফল্যের হার
		পরিমাণগত	গুনগত	কাঠামোগত	
	২০০৯-২০১৩ ইং (ডিসেম্বর ২০১৩ পর্যন্ত) জনবল স্থানান্তর/রাজস্বখাতে পদ সৃজন সংক্রান্ত তথ্যঃ				
	(ক) কর্মকর্তা নিয়োগ	৬৩ জন	ইসলাম প্রচারও প্রসারে সহায়ক	--	১০০%
	(খ) কর্মচারী নিয়োগ	৫৩ জন	''	--	১০০%
	(গ) আউট সোর্সিং কর্মচারী নিয়োগ	১০ জন	''	--	১০০%
	(ঘ) পদোন্নতি (র) (কর্মকর্তা) (পরিচালক, উপ-পরিচালক, সম্পাদক, সহকারী পরিচালক, হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা গবেষণা কর্মকর্তা একান্ত সচিব) (রর) পদোন্নতি কর্মচারী	৭১ জন ৪৭ জন	''	--	১০০%
	(ঙ) মসজিদ পাঠাগারের সমাপ্ত প্রকল্পের পদ ও জনবল রাজস্বখাতে স্থানান্তর	৫ জন	''	--	১০০%
	(চ) ইসলামিক মিশন বিভাগের জন্য রাজস্বখাতে	৪০ টি	''	--	১০০%

	পদ সৃজন				
	(ছ) মসজিদ পাঠাগার বিভাগের জন্য রাজস্বখাতে পদ সৃজন	২টি	''	--	১০০%
	(জ) নতুন পদ সৃজন (প্রশাসন, প্রকাশনা এবং দ্বীনি দাওয়াত ও সংস্কৃতি)	৭টি	''		১০০%

সমন্বয় বিভাগঃ

সমন্বয় বিভাগ ইসলামিক ফাউন্ডেশন-এর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ। সমন্ব বিভাগের মাধ্যমে ফাউন্ডেশনের প্রধান কার্য ালয়সহ মাঠ পর্য ায়েরবিশেষ করে বিভাগীয় ও জেলা কার্য ালয়সমূহের সকল কার্য ক্রম বাস্তবায়নতত্ত্বাবধান, সমন্বয় সাধন ও পর্য ালোচনা করা হয়। গত৫ বছরে সমন্বয় বিভাগের সম্পদিত কার্য ক্রম নিমেণ দেয়া হলো :

ক্রঃ নং	কর্ম কান্ডের বিষয়	পাঁচ বছরের অর্জন			সাফল্যের হার
		পরিমাণগত	গুনগত	কাঠামোগত	
১।	জাতীয় ও ইসলামী গুরুত্বপূর্ণ দিবস উদযাপন অনুষ্ঠান	৩৬৮৭ টি	ইসলাম প্রচার ও প্রসারসহ সরকারের নীতি ও সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন	--	১০০%
২।	মহিলা অনুষ্ঠান	৮০০ টি	ইসলামে নারী অধিকার ও সরকারী নারী নীতি বাসত্মবায়নে সহায়ক	--	১০০%
৩।	রমজানের তফসিল মাহফিল	৪৮৪১ টি	রমজানের গুরম্নত্ব ও তাৎপর্য তুলে ধরতে সহায়ক	--	১০০%
৪।	শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক অনুষ্ঠান	৩৬৯০ টি	ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে ইসলামিক আদর্শ তুলে ধরতে সহায়ক	--	১০০%
৫।	জাতীয় শিশু কিশোর প্রতিযোগিতা (উপজেলা, জেলা ও বিভাগ পর্য ায়)	২,৭৯৭ টি	শিশু-কিশোরদের ইসলামিক জ্ঞান	--	১০০%
৬।	জাতীয় পর্য ায়ে শিশু কিশোর পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান	৪ টি	অর্জনে সহায়ক	--	১০০%
৭।	জাতির পিতার জন্ম ও সাহাদাত বার্ষি কী উদযাপন	৬৩৮৫ টি	জাতির জনকের নীতি ও আদর্শ বাসত্মবায়নে অনুপ্রাণিত করা	--	১০০%
৮।	যৌতুকের বিরুদ্ধে সামাজিক আন্দোলন	২৮৮ টি	যৌতুকের অভিশাপ থেকে জাতিকে মুক্ত করতে সহায়ক	--	১০০%
৯।	সন্ত্রাস ও জঙ্গীবাদ প্রতিরোধ ও প্রতিকারে সভা সমাবেশ ও মসজিদে প্রাক খুতবা আলোচনা	১১৭৭৬টি	দেশ থেকে সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ নির্মূ ল করতে সহায়ক	--	১০০%
১০।	সন্ত্রাস ও জঙ্গীবাদ প্রতিরোধ ও প্রতিকারে জনমত সৃষ্টির লক্ষ্যে বিভিন্ন পর্য ায়ে লিফলেট বিতরণ	৪২,০০,০০০			
১১।	নারীর অধিকার ও মর্য াদা রক্ষায় আলোচনা সভ	৬৬৫৬ টি	নারী অধিকার বাসত্মবায়নে সহায়ক	--	১০০%

			ভূমিকা পালন		
১২।	নারীর অধিকার ও মর্য াদা রক্ষায় মসজিদ মাদ্রাসায় ও সর্বস্তরের মুসল্লিদের মধ্যে লিফলেট বিতরণ	২৫,০০,০০০	নারী অধিকার বাসত্মবায়নে সহায়ক ভূমিকা পালনসহ নারী নীতিমালার স্বপক্ষে জনমত গঠনে সহায়ক		
১৩।	মানব সম্পদ উন্নয়নে ধমীয় নেতাদের সম্পৃক্তকরণ	৮৬৪ টি		--	১০০%
১৪।	১৭ মার্চ জাতীয় শিশু দিবস	৪৯০ টি		--	১০০%
১৫।	ঈদ উত্তর শিশু অনুষ্ঠান	৬৪ টি		--	১০০%
১৬।	২২ মার্চ ইসলামিক ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠা বার্ষি কী উদযাপন	৬৫ টি	ইসলামিক ফাউন্ডেশনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাসত্মবায়নে সহায়ক	--	১০০%
১৭।	জেলা/বিভাগীয় পর্য ায়ে চাঁদ দেখা কমিটির মিটিং	৩,৭০৮ টি	আরবী মাসের দিন ও তারিখ নির্ধ ারণে সহায়ক	--	১০০%
১৮।	জেলা কার্য ালয়ে ভবন নির্ম াণের জন্য জমি প্রাপ্তি: জেলার সংখ্যা	১২ টি	নিজস্ব ভবন নির্ম াণের মাধ্যমে দাপ্তরিক কার্য ক্রম পরিচালনা	--	--
১৯।	মাঠ পর্য ায়ের আলেম-ওলেমাদের সাথে জাতীয় ও সামাজিক সমস্যা সমাধানে গণসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে মত বিনিময় সভা	২৪,১৯২টি	মাঠ পর্য ায়ে সমস্যা সমাধানে গণসচেতনতা সৃষ্টিতে সহায়ক		

অর্থ ও হিসাব বিভাগঃ

ইসলামিক ফাউন্ডেশনের অর্থ ও হিসাব সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ সম্পাদন, এতদ্সংক্রান্ত রেকর্ড পত্র সংরক্ষণ, বাজেট প্রণয়ন, ইসলামিক ফাউন্ডেশনের সকল বিভাগ ও মাঠ পর্য ায়ের সকল অফিসের নিরীক্ষা পরিচালনা ও প্রতিবেদন প্রণয়ন, অর্থ ও হিসাব সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, ব্যয় নিয়ন্ত্রণ, অডিট আপত্তির নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ ইত্যাদি যাবতীয় কাজ অর্থ ও হিসাব বিভাগের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়ে থাকে।

পরিকল্পনা বিভাগঃ

ইসলামিক ফাউন্ডেশনের সকল উন্নয়ন ও রাজস্ব খাতের প্রকল্প প্রণয়ন, মূল্যায়ন, প্রক্রিয়াকরণ, পরিবীক্ষণ, প্রকল্পসমূহের অগ্রগতি পর্য ালোচনা করা এবং প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রকল্প কার্য ালয়কে সহযোগিতা প্রদান করা এ বিভাগের কাজের অন্তর্ভু ক্ত। পরিকল্পনা বিভাগের মাধ্যমে উন্নয়ন প্রকল্পের অর্থ অবমুক্তি, মনিটরিং, সুপারভিশন, এডিপি ও আরএডিপি, প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন প্রণয়ন, পরিসংখ্যানগত তথ্যাদি প্রণয়ন, মাসিক, ত্রৈমাসিক, ষান্মাসিক ও বার্ষি ক প্রতিবেদনসহ বিভিন্ন ধরনের রিপোর্ট তৈরি করে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়,পরিকল্পনা কমিশন, আইএমইডি ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করাসহ উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের নির্ধ ারিত আর্থি ক ও বাস্তব অগ্রগতির লক্ষ্যে যাবতীয় কার্য ক্রম অত্র বিভাগ কর্তৃক পরিচালিত হয়ে থাকে।

ইসলামিক মিশনঃ

সেবামূলক কার্য ক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে ইসলামী মূল্যবোধের প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে ইসলামিক মিশন কার্য ক্রম শুরু হয়। দুঃস্থ দরিদ্র পীড়িত জনগণকে বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদান, দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের দরিদ্র জনগণকে হালাল

জীবিকা অর্জনে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে গরীব ও সহায় সম্বলহীন জনগোষ্ঠীকে স্বাবলম্বী করে তোলার জন্য সুদমুক্ত ঋণদান ও সেলাই প্রশিক্ষণ প্রদান, এবতেদায়ী মাদ্রাসা ও মসজিদভিত্তিক মক্তব ও নৈশ মক্তব প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে নিরক্ষরতা দূরীকরণ, নূরানী পদ্ধতিতে পবিত্র কুরআন শিক্ষা ও নামায শিক্ষা প্রদান, তাফসীর অনুষ্ঠান ও উদ্বুদ্ধকরণ। মাহফিলের মাধ্যমে দ্বীনী দাওয়াতী কর্ম সূচি বাস্তবায়ন; মুবাল্লিগ, নওমুসলিম ও মক্তব শিক্ষক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে জনগণের ইসলামী মূল্যবোধ উজ্জীবিত করণ, ইসলামী জীবনাদর্শের ভিত্তিতে জীবন-যাপন প্রণালী প্রবর্তনে জনগণকে সহায়তা প্রদান এবং বৃক্ষ রোপণের মাধ্যমে দেশকে প্রাকৃতিক দুর্যোগের হাত থেকে রক্ষা প্রভৃতি কার্যক্রম ইসলামিক মিশনের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়ে আসছে। বর্তমানে দেশের ৩০টি জেলায় ৩৩টি ইসলামিক মিশনের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।১৯৮৩ সাল থেকে জুন ২০১১ সাল পর্যন্ত ইসলামিক মিশনের মাধ্যমে সারা দেশে২,০৯,১৪,৪৭৩ জন রোগীকে চিকিৎসা সেবা দেয়া হয়েছে। চক্ষু শিবির প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এ যাবৎ ১৮,৩৬৪ জনকে চক্ষু চিকিৎসা ও সুন্নতে খাতনা ক্যাম্পের মাধ্যমে ১,৫৬৮ জনকে সুন্নতে খাতনা সেবা প্রদান করা হয়েছে। তাছাড়া এ বিভাগের আওতায় ইসলামিক মিশনের প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণে বায়তুল মুকাররমে একটি ডায়াগনোস্টিক সেন্টার পরিচালিত হয়ে আসছে। এখানে বিশেষ হ্রাসকৃত মূল্যে (৪০% রেয়াত) বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শ মোতাবেক সকল প্রকার রোগ নিরূপণী পরীক্ষা-নিরীক্ষাসহ চিকিৎসার ব্যবস্থা রয়েছে। ইসলামিক মিশনের গত ৫ বছরের কর্ম কান্ড নিম্নরূপ:

ক্রঃ নং	কর্ম কান্ডের বিষয়	পাঁচ বছরের অর্জন			সাফল্যের হার
		পরিমাণগত	গুনগত	কাঠামোগত	
১।	চিকিৎসা কার্যক্রম(এ্যালোপ্যাথিক)	৩০৭২৯০৫ জন	ইসলামের সুমহান বাণী প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে দুঃস্থ ও দারিদ্রপীড়িত জনসাধারণকে বিনামূল্যে এলোপ্যাথিক ও হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা সেবা প্রদান।	--	৮৯%
২।	হোমিওপ্যাথিক	১৫৩৯৭৭১ জন		--	৭৬%
৩।	ডায়াগনোস্টিক সেন্টারে সেবা প্রদান	৩৪৪৪১ জন		--	৮০%
৪।	চক্ষুশিবির কর্তৃক সেবা প্রাপ্ত রোগীর সংখ্যা	৪,৯৮৬ জন		--	৭৮%
৫।	টঙ্গী শিশু হাসপাতালের চিকিৎসা সেবা (এ্যালোপ্যাথিক)	১০৫৪৭৯ জন	যাকাত বোর্ডের অর্থায়নে টংগী শিশু হাসপাতালে দুঃস্থ ও গরীব রোগীদের চিকিৎসা সেবা প্রদান	--	১১৩%
৬।	টঙ্গী শিশু হাসপাতালের চিকিৎসা সেবা (হোমিওপ্যাথিক)	৬৫৬৫৯ জন		--	১১৬%
৭।	মক্তব/নৈশ মক্তবের সংখ্যা	৩৫০ টি	নিরক্ষরতা দূরীকরণের লক্ষ্যে মসজিদ ভিত্তিক মক্তবের মাধ্যমে (সহীহ শুদ্ধভাবে কুরআন শিক্ষাসহ) প্রাক প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান।	--	১০০%
৮।	মক্তব/নৈশ মক্তবের ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা	১৯৬০৭ জন		--	১৯৯%
৯।	মক্তব//নৈশ মক্তবের শিক্ষক সমন্বয় সভার সংখ্যা	১১৬৫৬ টি		--	৯২%
১০।	এবতেদায়ী মাদ্রাসার ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা	৭০২৫ জন	এবতেদায়ী মাদ্রাসার মাধ্যমে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে প্রাথমিক,	--	৯০%

			নৈতিক ও ধর্মীয় শিক্ষা কার্য ক্রম পরিচালনা।		
১১।	জাতীয় ধর্মীয় দিবস উদযাপন	৫৮৮২ টি	ইসলামের প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে বিভিন্ন ধর্মীয় ও জাতীয় দিবস পালনসহ সন্ত্রাস ও জঙ্গীবাদ প্রতিরোধ এবং সামাজিক সমস্যা সমাধানে সচেতনতা বৃদ্ধি ও উদ্বুদ্ধকরণ কর্ম সূচি বাস্তবায়ন।	--	১১৬%
১২।	উদ্বুদ্ধকরণ মাহফিলের সংখ্যা	৯৯৯ টি		--	৯৩%
১৩।	উদ্বুদ্ধকরণ মাহফিলের উপস্থিতির সংখ্যা	৩৫১২২ জন		--	৪৫৪%
১৪।	সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ প্রতিরোধ অনুষ্ঠান	১৮৫ টি		--	১০০%
১৫।	মিশন কেন্দ্রে রোপিত গাছের সংখ্যা	৭৫৪৫ টি	নবী করীম (সা:) বৃক্ষরোপনকে সদকায়ে জারিয়া হিসাবে উল্লেখ করেছেন। পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার্থে বৃক্ষরোপন একান্ত আবশ্যকীয় বিধায় ইসলামিক মিশন কেন্দ্রসমূহে ফাঁকা জায়গায় বৃক্ষ রোপন করা হয়েছে।	--	৯৪%
১৬।	নতুন মিশন কেন্দ্র স্থাপনঃ	৩ টি	বর্তমান সরকারের আমলে উল্লেখিত স্থানসমূহে ৩টি ইসলামিক মিশন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সুবিধাবঞ্চিত দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে শিক্ষা ও চিকিৎসা সেবা প্রদান।	তিন কক্ষ বিশিষ্ট আধা পাকা অস্থায়ী ভবন নির্মাণ করা হয়েছে	-
	১) ইসলামিক মিশন বিজয় নগর, বি.বাড়িয়া	০১ টি			
	২) ইসলামিক মিশন ইটনা, কিশোরগঞ্জ	০১ টি		তিন কক্ষ বিশিষ্ট আধা পাকা ভবন নির্মাণাধীন	-
	৩) ইসলামিক মিশন কালকিনি, মাদারীপুর	০১টি		জমিক্রয় প্রক্রিয়াধীন	-
১৭।	মোবাল্লিগ প্রশিক্ষণ	৪৪৫ জন	মোবাল্লিগ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মক্তব শিক্ষকদের বিভিন্ন বিষয়ে অভিজ্ঞতা অর্জন ও সামাজিক সমস্যা সমাধানে	--	৭৪%

		সচেতনতা সৃষ্টি।		

দীনী দাওয়াত ও সংস্কৃতি বিভাগঃ

ইসলামের শিক্ষা, আদর্শ ও মূল্যবোধের প্রচার ও প্রসার, ধর্মীয় ও জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ দিবসসমূহ উদযাপন, সাহাবায়ে কিরাম (রা), মুসলিম মনীষী ও জাতীয় নেতৃবৃন্দের স্মরণসভা এবং ইসলামের মৌলিক ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা সভা, সেমিনার-সিম্পোজিয়াম, তাফসীর, দরসে হাদীস, বিষয়ভিত্তিক ওয়াজ-মাহফিল, ঈদ, ঈদে মিলাদুন্নবী (সা) প্রভৃতি উপলক্ষে বিভিন্ন কর্ম সূচি গ্রহণ ও পরিচালনা, স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অনুষ্ঠিতব্য কিরাআত ও হিফয প্রতিযোগিতার প্রতিযোগী বাছাইসহ ইসলামের শিক্ষা ও আদর্শ প্রচারের লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্ম সূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা দীনী দাওয়াত ও সংস্কৃতি বিভাগের অন্যতম কাজ। এ বিভাগের অনুবাদ শাখা থেকে বিদেশগামীদের বিভিন্ন সনদ, ডকুমেন্টস ও চিঠিপত্র আরবি-ইংরেজি-বাংলায় অনুবাদ করা হয়। এ বিভাগের অধীনে পরিচালিত আধুনিক আরবী ভাষা শিক্ষা কেন্দ্রকে পূর্ণাঙ্গ ভাষা ইনস্টিটিউটে উন্নীত করা হয়েছে।

১৯৯৪ সাল হতে ২০১১ সাল পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী দীনী দাওয়াত ও সংস্কৃতি বিভাগের অধীনে নির্বাচিত ১১০জন প্রতিযোগী সৌদী আরব, দুবাই, লিবিয়া, মালয়েশিয়া, ইরান, মিসর, জর্দান, তুরস্ক, আলজেরিয়া, ভারত ও পাকিস্তানসহ ১২/১৩টি দেশে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক হিফজ, কিরআত ও তাফসীর প্রতিযোগিতায় ১ম, ২য়, ৩য় স্থানসহ বিভিন্ন স্তরে পুরস্কার পেয়েছেন। তাদের প্রাপ্ত পুরস্কারের পরিমাণ বাংলাদেশী মুদ্রায় প্রায় ৪০ (চল্লিশ) কোটি টাকা এবং স্বর্ণ মুদ্রার পরিমাণ সর্ব মোট৩৫০ ভরি। গত ৫ বছরের কর্ম কান্ড নিম্নরূপ:

ক্রঃ নং	কর্ম কান্ডের বিষয়ঃ	পাঁচ বছরের অর্জন			সাফল্যের হার
		পরিমাণগত	গুনগত	কাঠামোগত	
১।	ধর্মীয় ও জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ দিবস উদযাপন	৮০ টি	ইসলাম প্রচারের সহায়ক	--	১০০%
২।	মনীষীদের জীবনী আলোচনা	১৬০ টি	ইসলামের শিক্ষা, আদর্শ ও মূল্যবোধের প্রচার ও প্রসার, ধর্মীয় ও জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ দিবসসমূহ উদযাপন, সাহাবায়ে কিরাম(রা), মুসলিম মনীষী ও জাতীয় নেতৃবৃন্দের স্মরণ সভা এবং ইসলামের মৌলিক ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা সভা, সেমিনার-সিম্পোজিয়াম, তাফসীর, দরসে হাদীস, বিষয়ভিত্তিক ওয়াজ-মাহফিল, ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী (সা) প্রভৃতি উপলক্ষে বিভিন্ন কর্ম সূচি গ্রহণ ও পরিচালনা, স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অনুষ্ঠিতব্য কিরআত ও হিফয প্রতিযোগিতায়	--	১০০%
৩।	আন্তর্জাতিক ক্বিরাত, হিফ্জ ও তাফসীর প্রতিযোগিতার প্রার্থী প্রেরণ	৩২ টি		--	১০০%
৪।	তাফসীর মাহফিল, দরসে হাদীস ও ফাযায়ালে মাসায়েল আলোচনা	৯৬০ টি		--	১০০%
৫।	চাঁদ দেখা কমিটির সভা বাস্তবায়ন	৪৮ টি		--	১০০%
৬।	বিষয় ভিত্তিক আলোচনা সভা	১২০০		--	১০০%
৭।	সেমিনার ও বিশেষ ওয়াজ মাহফিল	৬০ টি		--	১০০%
৮।	পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.) উদযাপন	১১০ টি		--	১০০%

			প্রতিযোগী বাছাইসহ ইসলামের শিক্ষা ও আদর্শ প্রচারের লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্ম সূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে ইসলামের প্রচার ও প্রসারের সহায়তা প্রদান করা হয়ে থাকে।		
৯।	হালাল সনদ কার্য ক্র:	১২ টি	চূড়ান্ত পর্য ায়	--	৯৫%
১০।	দুর্নীতি সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ প্রতিরোধ কার্য ক্রমে ভূমিকা	৭০ টি	দুর্নীতি সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ প্রতিরোধে জনসচেতনতা বৃদ্ধিতে সহায়ক	--	১০০%
১১।	বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তর থেকে প্রেরিত বিষয় সম্পর্কে মতামত প্রদান	৪৫ টি	--	--	১০০%
১২।	বিশেষ মিলাদ ও দোয়ার অনুষ্ঠান	১০০ টি	ইসলামের প্রচার ও প্রসারে সহায়ক	--	১০০%
১৩।	বিদেশী মেহমানদের অভ্যর্থ না জ্ঞাপন এবং তেলাওয়াতের জন্য আয়াত ও কারী নির্ব াচ:	৯৭ টি	--	--	১০০%
১৪।	মাহে রমযানে তাফসীর মাহফিল	১২০ টি	রমজানের গুরম্নত্ব ও	--	১০০%
১৫।	তারাবীহ পূর্ব সংক্ষিপ্ত সারমর্ম আলোচ:	১১৬ টি	তাৎপর্য তুলে ধরতে সহায়ক	--	১০০%
১৬।	জুমু'আ পূর্ব আলোচন	২০৮ টি	ইসলাম প্রচার, প্রসার ও সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ প্রতিরোধে সহায়ক	--	১০০%
১৭।	ইসলামিক ফাউন্ডেশন ভাষা ইনস্টিটিউট	৩২০ টি	--	--	১০০%
১৮।	ও আই সি ফিকাহ একাডেমী ও আল আযহারের সাথে যোগাযোগ	১৮টি	বিভিন্ন সংস্থার সাথে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনে সহায়ক	--	১০০%
১৯।	হজ্জযাত্রী সংগ্রহ ও তাদের প্রশিক্ষণ	৬৫৬ টি	সরকারী হজ্জনীতি বাস্তবায়ন	--	৮০%
২০।	অনুবাদ সেল	২৯৯৫ টি	--	--	৯৯%
২১।	ঈদের জামাআতের ব্যবস্থাপনাঃ জাতীয় ঈদগাহ সহ	৪৮ টি	--	--	১০০%
২২।	অন্যান্য সংস্থায় ওলামা ও বিচারক প্রেরণ	৩৫	ইসলামের প্রচার ও	--	১০০%
২৩।	আন্তর্জাতিক সম্মেলন ও কর্ম শালায় প্রতিনিধি প্রেরণ	২৫	প্রসারে বিভিন্ন দেশ ও সংস্থার সাথে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনে সহায়ক	--	১০০%
২৪।	মহিলা শাখার কার্য ক্র:	২৪০ টি	মহিলাদের মধ্যে ইসলাম প্রচার ও প্রসার	--	১০০%

<u>প্রকাশনা বিভাগঃ</u>

ইসলামের মৌলিক বিষয়াবলি, কুরআন ও কুরআন সম্পর্কিত, মহানবী (সা)-এর সীরাত ও হাদীস সম্পর্কিত, ইসলামের ইতিহাস ও ঐতিহ্য, ইসলামের আইন, তাফসীর, কুরআন, হাদীস, দর্শন মুসলিম মনীষীদের জীবনী, ইসলামী অর্থ নীতি নারী, যৌতুক, মানবাধিকার ও শিশু-কিশোর উপযোগী চরিত্র গঠনমূলক সাহিত্য ইত্যাদি বিষয়ে পুস্তক প্রকাশের মাধ্যমে ইসলামী আদর্শ, মূল্যবোধ ও শিক্ষার প্রচার ও প্রসার এ বিভাগের প্রধান কাজ। এ উদ্দেশ্যে প্রকাশনা বিভাগ এ পর্যন্ত ৩,৩০০ শিরোনামের পুস্তক প্রকাশ করেছে। সেই সঙ্গে এ বিভাগ থেকে 'অগ্রপথিক' ও 'সবুজ পাতা' নামে দু'টি মাসিক পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশ হয়ে আসছে। ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে প্রকাশিত পুস্তকের চাহিদা বৃদ্ধির সাথে সাথে পুনর্মুদ্রণের হারও বৃদ্ধি পাচ্ছে। ইতোমধ্যে কুরআনুল করীমের বাংলা অনুবাদের ৪৮তম সংস্করণ মুদ্রিত হয়েছে। তাফসীর, সীরাত, জীবনীগ্রন্থ, ইসলামের ইতিহাস-ঐতিহ্য ও শিশুতোষ গ্রন্থগুলো ২ থেকে ২০ বার পর্যন্ত এই বিভাগ থেকে পুনর্মুদ্রণ হয়েছে। প্রকাশিত যাবতীয় পুস্তক ও পত্রিকা বিক্রয় করাও এ বিভাগের দায়িত্ব। ২০১০-২০১১ অর্থ বছরে নীট ৪.৮০ কোটি টাকার বই বিক্রি করা হয়েছে। প্রকাশিত পুস্তকের স্টোর ব্যবস্থাপনার কাজও এ বিভাগ করে থাকে।

গত ৫ বছরে প্রকাশনা বিভাগের কর্ম কান্ড নিম্নরূপ:

ক্রঃ নং	কর্ম কান্ডের বিষয়	পাঁচ বছরের অর্জন			সাফল্যের হার
		পরিমাণগত	গুনগত	কাঠামোগত	
(ক)	নতুন পুস্তক প্রকাশ	২৩৫ টি	ইসলামের প্রচার ও প্রসারে সহায়ক বিভিন্ন গ্রন্থ ও পত্র পত্রিকা প্রকাশ করা	--	১০০%
(খ)	পুনর্মুদ্রণ	২৭৪ টি		--	১০০%
(গ)	মাসিক অগ্রপথিক পত্রিকা	৬০ টি		--	১০০%
(ঘ)	মাসিক সবুজপাতা পত্রিকা (শিশু কিশোরদের জন্য)	৬০ টি		--	১০০%
(ঙ)	পুস্তক প্রদর্শনী ও বই মেলা	১০ টি		--	১০০%

গবেষণা বিভাগঃ

ইসলামের মৌলিক ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং কুরআন ও হাদীস সম্পর্কে গবেষণাকর্ম পরিচালনা ও প্রকাশনাগবেষণালব্ধ বিষয়াবলি পুস্তকাকারে প্রকাশ এবং গবেষণামূলক বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন এ বিভাগের অন্যতম প্রধান কাজ। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের ইসলামের প্রচার ও প্রসারের ইতিহাস, দেশবরেণ্য সাহিত্যিক ও ইসলামী চিন্তাবিদগণের জীবন ও কর্ম, আল-কুরআনে অর্থ নীতি Scientific Indications in the Holy Quran, Muslim Contribution to Science Technologyসহ উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মূল্যবান গ্রন্থ গবেষণা বিভাগের মাধ্যমে ইতোমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে। দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম, ছোটদের বিশ্বকোষ, বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন, অল-কুরআনের বিষয়ভিত্তিক আয়াত, জরুরী ফাতাওয়া ও মাসাইল শীর্ষক গ্রন্থ এর মধ্যে অন্যতম। এ ছাড়া হাদীস ও সামাজিক বিজ্ঞান, হাদীসের আলোকে হানাফী মাযহাবের তত্ত্ব ও দর্শন সম্পর্কিত মাসাইলে আহনাফ, আরবী-বাংলা ও বাংলা-আরবী অভিধান, আইন ও সামাজিক বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে গ্রন্থাদি প্রণয়নসহ বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়েছে। গবেষণা বিভাগ থেকে বিভিন্ন বিষয়ে এ পর্যন্ত ১২৬টি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। বর্তমানে দেশের বিদগ্ধ গবেষকদের সাথে যোগাযোগ স্থাপন, তাদের গবেষণা কর্ম মূল্যায়ন ও গবেষক সৃষ্টির জন্য সহায়ক পরিবেশ উন্নয়ন এবং নতুন নতুন গবেষণা-ক্ষেত্র যেমন ইসলামী ব্যাংকিং, জাতীয় পাঠ্যক্রম, ইসলামী দাওয়াত ও সংস্কৃতির মূলধারা ইত্যাদি বিষয়ে গবেষণার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। 'ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা' শীর্ষক একটি গবেষণামূলক ত্রৈমাসিক পত্রিকাও এ বিভাগের তত্ত্বাবধানে বিগত ৫০ বছর যাবত নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে। গবেষণা বিভাগের গত ৫ বছরের কর্ম কান্ড নিম্নরূপ :

ক্রঃ নং	কর্ম কান্ডের বিষয়	পাঁচ বছরের অর্জন			সাফল্যের হার
		পরিমাণগত	গুনগত	কাঠামোগত	
১	পান্ডুলিপি রিভিউ	২৫ টি	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	৯৮%
২	পান্ডুলিপি সম্পাদনা	১৫ টি	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	
৩	পুস্তক মুদ্রণ	৪৫টি (১৫০০ ফর্মা মুদ্রণ সম্পন্ন)	ইসলামী মৌলিক প্রকাশনা		৯৬%
৪	সেমিনার	৬ টি	ইসলামের মৌলিক বিষয়ে গ্রন্থ রচনার যোগ্যতা নিরূপণ;	প্রযোজ্য নয়	১০০%

			সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ দমনে আলেম ওলামা, পীর মাশায়েখ ও ইমামদের ভূমিকা, ইসলামী গবেষণায় নারীদের সম্পৃক্তকরণ ও সমাজকল্যাণমূলক কাজে তাদের অবদান শীর্ষ ক সেমিনার		
৫	ওয়ার্কশপ	২ টি বাস্তবায়ন	১০০ জন গবেষকের অংশগ্রহণে ওয়ার্কশপ বাস্তবায়ন	প্রযোজ্য নয়	১০০%
৬	ইসলমিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা প্রকাশ	১৫ টি সংখ্যা (২৫*১৫=৪২৫ ফর্মা)	গবেষণাসমৃদ্ধ ১৭০ টি প্রবন্ধ প্রকাশ	প্রযোজ্য নয়	১০০%
৭	রেফারেন্স গ্রন্থ ও তথ্য সংগ্রহ	৭০ টি	অখ্যাত প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান ও সাধারণ ব্যক্তির রচিত গ্রন্থ সংগ্রহ	প্রযোজ্য নয়	১০০%

অনুবাদ ও সংকলন বিভাগঃ

কুরআনুল করীমের অনুবাদ, তাফসীর, হাদীসগ্রন্থ ও ইসলামের বিভিন্ন মৌলিক বিষয়ে বিভিন্ন ভাষায় লিখিত প্রসিদ্ধ, ক্লাসিক্যাল এবং আধুনিক গ্রন্থাদি অনুবাদ ও সংকলন করা এ বিভাগের কাজ। অনুবাদ ও সংকলন বিভাগের মাধ্যমে সিহাহ্ সিত্তাহ্ পূর্ণাঙ্গ সেট্ যেমন বুখারী শরীফ, মুসলিম শরীফ, তিরমিযী শরীফ, নাসাঈ শরীফসহ মুয়াত্তা ইমাম মালিক ও মুয়াত্তা ইমাম মুহাম্মদ, তাজরীদুস সিহাহ্ (পুনরাবৃত্তিমুক্ত সহীহ্ হাদীস) ইত্যাদি হাদীসগ্রন্থের অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। তাছাড়া অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ থেকে তাফসীরে মা'আরেফুল কোরআন, তাফসীরে জালালাইন, তাফসীরে ইবনে কাছীর, তাফসীরে তাবারী, তাফসীরে মাজেদী, তাফসীরে মাযহারী, তাফসীরে উসমানী, তাফসীরে ইবনে আববাস, ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী, আল-হিদায়া এবং আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া (ইসলামের ইতিহাস : আদি-অন্ত), সীরাতে ইবনে ইসহাক, সীরাতে ইবনে হিশাম এবং আসাহহুস্ সিয়ার, সীরাতুল মুস্তফা-এর বাংলা অনুবাদসহ সীরাত বিষয়ক ১২টি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। এ পর্যন্ত এ বিভাগ থেকে মোট৩৬১টি পুস্তক প্রকাশিত হয়েছে। তাফসীরে কাবীর ও তাফসীরে রুহুল মা'আনী ও সাফাওয়াতুত তাফসীর-এর অনুবাদ চলছে। তাফসীরে কাবীর-এর প্রথম খন্ডটি ইতোমধ্যে প্রকাশ করা হয়েছে। এ বিভাগের ৫ বছরের অগ্রগতি চিত্র নিমণরূপ:

ক্রঃ নং	কর্ম কান্ডের বিষয়ঃ	পাঁচ বছরের অর্জন			সাফল্যের হার
		পরিমাণগত	গুনগত	কাঠামোগত	
(ক)	নতুন পুস্তক মুদ্রণ	২৫ টি	ইসলামের প্রচার ও প্রসারের সহায়ক বিদেশী ভাষার পুসত্মকাদি বাংলা ভাষায় রূপান্তর করে তা প্রকাশ করা	--	১০০%
(খ)	পুনর্মু দ্রণ	৩৩ টি		--	১০০%

ইসলামী বিশ্বকোষ বিভাগঃ

দেশের প্রখ্যাত ও প্রথিতযশা ইসলামী চিন্তাবিদ, আলিম, বিজ্ঞানী, গবেষক, শিক্ষক ও দেশবরেণ্য বুদ্ধিজীবীগণ কর্তৃক মৌলিকভাবে লিখিত, অন্য ভাষা থেকে অনূদিত ও সম্পাদিত ইসলাম সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয় বিষয়াবলি সম্বলিত বাংলায় ইসলামী বিশ্বকোষ প্রকাশের লক্ষ্যে 'ইসলামী বিশ্বকোষ প্রকল্প' গ্রহণ করা হয়। বাংলায় ২ খন্ডে সমাপ্ত সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষসহ ২৮ খন্ডে সমাপ্ত বৃহত্তর ইসলামী বিশ্বকোষ ইতোমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে। ইসলামী বিশ্বকোষ দ্বিতীয় সংস্করণের কাজ চলছে। ইতোমধ্যে এর ৭টি খন্ড প্রকাশিত হয়েছে। 'সীরাত বিশ্বকোষ' নামে ২২ খন্ডে সমাপ্য আরেকটি প্রকল্পের কাজ চলছে। এতে আম্বিয়ায়ে কিরাম (আ), রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও সাহাবায়ে কিরাম (রা)-এর জীবনী স্থান

পাবে। ইতিমধ্যে এ কার্য ক্রমের আওতায়১৪টি খন্ড প্রকাশিত হয়েছে এবং অন্যান্য খন্ড শীঘ্রই প্রকাশিত হবে। 'আল-কুরআন বিশ্বকোষ' শিরোনামে মোট দশ খন্ডে সমাপ্য আরো একটি বিশ্বকোষ প্রণয়নের কাজ চলছে। এছাড়া ৬টি নতুন মুদ্রণ ও ১১টি পুর্ন মুদ্রণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে।

ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমীঃ

ইসলামিক ফাউন্ডেশনের অন্যতম একটি বিভাগ হচ্ছে ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমী। ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল, দিনাজপুর ও সিলেট এই ৭টি কেন্দ্রের মাধ্যমে মসজিদের ইমাম ও মুয়াজ্জিনগণকে ইসলামের মৌলিক বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান দানের পাশাপাশি গণশিক্ষা, পরিবার কল্যাণ, কৃষি ও বনায়ন, পশু-পাখী পালন ও মৎস্য চাষ, প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা ও প্রাথমিক চিকিৎসা, বৃক্ষ রোপণ ও গবাদি পশু চিকিৎসা ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করে তাদেরকে উপার্জনক্ষম এবং দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অবদান রাখার মত উপযুক্ত করে গড়ে তোলাই ইমাম প্রশিক্ষণের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। সারা দেশে ১৯৫ জন জনবলের মাধ্যমে উক্ত কার্য ক্রম পরিচালিত হয়। শুরু থেকে৭টি কেন্দ্রের মাধ্যমে মোট ৭০,২০২ জন ইমামকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। গত ৫ বছরের অগ্রগতির চিত্র নিম্নরূপঃ-

ক্রঃ নং	কর্ম কান্ডের বিষয়ঃ	পাঁচ বছরের অর্জন			সাফল্যের হার
		পরিমাণগত	গুনগত	কাঠামোগত	
১	ইমামদের নিয়মিত প্রশিক্ষণ (৪৫ দিন)	১৭,২৬৪ জন	আর্থ সামজিক উন্নয়নে অবদান	--	১০০%
২	ইমামদের রিফ্রেসার্স কোর্স(৫ দিন)	৭,৫৫৪ জন		--	১০০%
৩	কর্ম কর্তা প্রশিক্ষণ	৩২৩ জন	কর্ম কর্তা ও কর্ম চারীদের দক্ষতা বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা	--	১০০%
৪	কর্ম চারী প্রশিক্ষণ	৮৭৯ জন		--	১০০%
৫	কম্পিউটার প্রশিক্ষণ (কর্ম কর্ত)	২০৬ জন		--	১০০%
৬	কম্পিউটার প্রশিক্ষণ (কর্ম চারী)	৬৪৩ জন		--	১০০%
৭	কম্পিউটার প্রশিক্ষণ (ইমাম)	৭,৫২১ জন		--	১০০%
৮	মানব সম্পদ উন্নয়ন	৭,২৮৪ জন	--	--	১০০%
৯	জেলা পর্য ায়ে শ্রেষ্ঠ ইমামদের পুরস্কার প্রদান	৯৬০ জন	ইমামদের মধ্যে প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব গড়ে তুলতে সহায়ক	--	১০০%
১০	বিভাগীয় পর্য ায়ে শ্রেষ্ঠ ইমামদের পুরস্কার প্রদান	১০৫ জন		--	১০০%
১১	জাতীয় পর্য ায়ে শ্রেষ্ঠ ইমামদের পুরস্কার প্রদান	১৫ জন		--	১০০%
১২	শ্রেষ্ঠ খামারীদের পুরস্কার প্রদান	৩২০ জন	ইমামদের সাবলম্বী করে গড়ে তুলতে উৎসাহ প্রদান	--	১০০%
১৩	এল.ও.আই. প্রশিক্ষণ প্রদান (ইমাম)	১০,১৮৫ জন	--	--	১০০%
১৪	ইমাম সম্মেলন (উপজেলা পর্য ায়ে)	১,৯৪৮ টি	ইসলামের প্রচার, প্রসার ও সরকারের পক্ষে জনমত সৃষ্টিতে সহায়ক	--	১০০%
১৫	ইমাম সম্মেলন (জেলা পর্য ায়ে)	৩২০ টি		--	১০০%
১৬	ইমাম সম্মেলন (বিভাগীয় পর্য ায়ে)	৩৫ টি		--	১০০%
১৭	ইমাম সম্মেলন (জাতীয় পর্য ায়ে)	৫টি		--	১০০%
১৮	মানব সম্পদ উন্নয়ন ইমামদের বিভাগীয় সম্মেলন	৭ টি	নৈতিক মান উন্নয়ন ও জনসংখ্যাকে জনশক্তিতে রূপান্তরে সহায়ক	--	১০০%
১৯	মানব সম্পদ উন্নয়ন সম্মেলনে বিভাগীয় পর্য ায়ে পুরস্কার প্রদান	১৪৭ জন		--	১০০%
২০	মানব সম্পদ উন্নয়ন সম্মেলন (জাতীয় পর্য ায়ে)	১টি		--	১০০%
২১	মানব সম্পদ উন্নয়ন সম্মেলনে জাতীয় পর্য ায়ে পর্য ায়ে পুরস্কার প্রদান	৮ টি		--	১০০%

ইমাম মুয়াজ্জিন কল্যাণ ট্রাস্ট : ইমাম ও মুয়াজ্জিনগণকে আর্থি কভাবে স্বাবলম্বী করে তোলার লক্ষ্যে সংসদে১ জুলাই ২০০১ সালে এ্যাক্ট পাসের মাধ্যমে 'ইমাম ও মুয়াজ্জিন কল্যাণ ট্রাস্ট' গঠিত হয়। ১ জন চেয়ারম্যান, ১ জন সদস্য-সচিব ও ৭ জন

সদস্য সমন্বয়ে একটি ট্রাস্ট বোর্ডের মাধ্যমে ইমাম ও মুয়াজ্জিন কল্যাণ ট্রাস্ট পরিচালিত হয়ে আসছে। ইমাম ও মুয়াজ্জিনদের কল্যাণার্থে সরকার একটি ট্রাস্ট ফান্ড গঠন করেছে। দেশের যে কোন মসজিদের ইমাম ও মুয়াজ্জিন মাসিক ১০/- (দশ) টাকা হারে চাঁদা দিয়ে এ ট্রাস্টের সদস্য হতে পারেন। ট্রাস্ট ফান্ডের লভ্যাংশ থেকে এ যাবত সুদমুক্ত ঋণ হিসেবে ৩৫,১৭,৫০০/- টাকা এবং এককালীন সাহায্য হিসেবে ৩৪,৫৮,০০০/- টাকা বিতরণ করা হয়েছে। ট্রাস্ট-এর আওতায় সুবিধাভোগী ইমাম/মুয়াজ্জিন এর সংখ্যা নিম্নরূপঃ

ক্রঃ নং	কর্ম কান্ডের বিষয়ঃ	পাঁচ বছরের অর্জন			সাফল্যের হার
		পরিমাণগত	গুনগত	কাঠামোগত	
(১)	ঋণ বিতরণ (৬৪ বিভাগ/জেলায়)	২,১৭০ জন	অসহায় দুঃস্থ দরিদ্র ইমামদের সাবলম্বী করে গড়ে তুলতে সহায়তা প্রদান	--	১০০%^
(২)	আর্থি ক সাহায্য প্রদান(৬৪ বিভাগ/জেলায়)	২,১৩০ জন		--	১০০%^

ইসলামিক ফাউন্ডেশন লাইব্রেরীঃ

ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ের উপর গবেষণাসহ সর্ব স্তরের জনগণের মধ্যে ইসলামী জ্ঞান বিকাশের সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টির লক্ষ্যে ইসলামিক ফাউন্ডেশন কেন্দ্রীয় লাইব্রেরীর কার্য ক্রম শুরু হয়। বর্তমানে ইসলামিক ফাউন্ডেশন কেন্দ্রীয় লাইব্রেরীতে হযরত উসমান (রা)-এর সময়ের পবিত্র কুরআন শরীফ মাসহাফে উসমানী, রাজশাহী জেলার বাসিন্দা স্কুল শিক্ষক মোহাম্মদ হামিদুজ্জামানের হস্তলিখিত ৬১ কেজি ওজনের ১১০০ পৃষ্ঠার সর্ব বৃহৎ কুরআন, অন্ধদের জন্য ব্রেইল কুরআন শরীফ, পৃথিবীর সবচেয়ে ছোট কুরআন শরীফ, বার্মি জ, তাজিকি এবং ইন্দোনেশিয়ান ভাষা-ভাষীদের জন্য পবিত্র কুরআন শরীফের অনুবাদ গ্রন্থসহ বিভিন্ন ছাপায় পবিত্র কুরআন শরীফ,

তাফসীর গ্রন্থ, হাদীসগ্রন্থ, ইসলামী সাহিত্য, চিকিৎসা বিজ্ঞান, ইসলাম ও বিজ্ঞান, ইসলামী অর্থ নীতি, ইসলামী দর্শন, ইসলামের ইতিহাস, ইসলামী আইন, বিভিন্ন ভাষায় অভিধান ও বিশ্বকোষ এবং শিশু সাহিত্যসহ বিভিন্ন বিষয়ের উপর প্রায় এক লক্ষ বার হাজার পুস্তক রয়েছে। এ লাইব্রেরীটি বর্তমানে বাংলাদেশের সর্ব বৃহৎ ইসলামিক লাইব্রেরী হিসাবে পরিচিতি লাভ করেছে। এ ছাড়া সাপ্তাহিক ও সাময়িকী মিলিয়ে প্রায় ৪০টি পত্রিকা রাখা হয়। এ লাইব্রেরী ভবনের নীচতলায় বাংলাদেশের কৃষ্টি কালচার ও ইসলামী কৃষ্টি কালচারের সমন্বয়ে সৌন্দর্য্যমন্ডিত একটি প্রদর্শ নী হল রয়েছে। সকল পাঠক ও গবেষকগণের উক্ত প্রদর্শ নী হল পরিদর্শ ন করার সুযোগ রয়েছে। লাইব্রেরীর জন্য ওয়েবসাইট চালু করে লাইব্রেরীকে দেশ বিদেশের পাঠকদের নাগালে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। ফলে বিশ্বের যে-কোন স্থান থেকে যে-কোন পাঠক ইন্টারনেট-এর মাধ্যমে লাইব্রেরী সেবা গ্রহণ করতে পারবেন। গত ৫ বছরের অর্জন নিমণরূপ :

ক্রঃ নং	কর্ম কান্ডের বিষয়ঃ	পাঁচ বছরের অর্জন			সাফল্যের হার
		পরিমাণগত	গুনগত	কাঠামোগত	
১।	দেশী/বিদেশী পুস্তক সংগ্রহ	৫,৩৫৩ টি	ইসলামের প্রচার ও প্রসার, ইসলামী বই পাঠ্যভ্যাস সৃষ্টি	--	১০০%
২।	প্যাম্পলেট সংগ্রহ	৬৬৪ টি	''	--	১০০%
৩।	পাঠক সেবা	৫,৮৭,৭০০ জন	''	--	১০০%
৪।	গবেষক সেবা	৪২২ জন	''	--	১০০%
৫।	লিফট সংগ্রহ	০১ টি	''	--	১০০%
৬।	জেনারেটর সংগ্রহ	০১ টি	''	--	১০০%
৭।	সিসি টিভি(ক্যামেরা)	০৮ টি	''	--	১০০%
৮।	লাইব্রেরীর স্বতন্ত্র ভবন নির্মাণ	১টি	আধুনিক সুযোগ সুবিধা সম্বলিত ৪ তলা বিশিষ্ট ভবন নির্মাণের মাধ্যমে সেবা প্রদান করা	২১,০০০ বর্গ ফুটের৪ তলা বিশিষ্ট একটি স্বতন্ত্র ভবন (২য় হতে ৫ম তলা)	১০০%

৯।	আসবাবপত্র সংগ্রহ	৪৮ টি	''	--	১০০%
১০।	অন লাইনে ইউপিএস সংগ্রহ	০২ টি	''	--	১০০%
১১।	প্রিন্টার সংগ্রহ	০২ টি	''	--	১০০%
১২।	কার্পেট সংগ্রহ	১৬,০০০ বর্গ ফুট	''	--	১০০%
১৩।	বাংলা ভাষায় লিখিত পুস্তক সংগ্রহ	২,২৪৬ টি	''	--	১০০%
১৪।	ইংরেজী ভাষায় লিখিত পুস্তক সংগ্রহ	১,৪৮৭ টি	''	--	১০০%
১৫।	আরবী ভাষায় লিখিত পুস্তক সংগ্রহ	১,৬৩০ টি	''	--	১০০%

ইসলামিক ফাউন্ডেশন ছাপাখানাঃ

ইসলামী গ্রন্থাবলি ও পত্র-পত্রিকা প্রকাশনার ব্যাপক কার্য ক্রম পরিচালনার সুবিধার্থে ইসলামিক ফাউন্ডেশনএর নিজস্ব একটি ছাপাখানা রয়েছে। ২০০১-২০০৫ মেয়াদে ৯.৯৯ কোটি টাকা ব্যয়ে একটি প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে বিদ্যমান ছাপাখানাকে আধুনিকীকরণ করা হয়। এই প্রকল্পের আওতায় প্রেসের জন্য পৃথক দ্বিতল একটি ভবন তৈরী করা হয়। পরবর্তীতে ২০০৮-২০০৯ অর্থ বছরে 'ইসলামিক ফাউন্ডেশনের বিদ্যমান ছাপাখানার উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ' শীর্ষ ক প্রকল্পের আওতায় ১,৪৮৪.৫০ লক্ষ টাকার অত্যাধুনিক চারটি হাইডেলবার্গ, ১টি সিটিপি, ১টি কাটিং ও ১টি অটোমেটিক ফোল্ডিং মেশিন আমদানী করা হয়। ২০০৯-২০১০ অর্থ বছরে সংশোধিত(রিভাইজড) প্রকল্পের মাধ্যমে প্রেসে সংস্থাপন করা হয় ১টি ও.এম.আর. মিনি অফসেট মেশিন, ফয়েল প্রিন্টিং মেশিন, স্টিচিং মেশিন, ফ্লাড বেড স্ক্যানার, কম্পিউটার। এছাড়াও ডিজিটাল সিকিউরিটি সংক্রান্ত আর্চ ওয়ে মেটাল ডিটেক্টর ভিডিও রেকর্ডিংসহ সিসি ক্যামেরা এক্সেস কন্ট্রোল মেশিন সংযুক্ত করা হয়। ডিজিটাল সিকিউরিটিসহ অত্যাধুনিক প্রিন্টিং মেশিন সংস্থাপন হওয়াতে প্রেসটি একটি অত্যাধুনিক ছাপাখানায় পরিণত হয়েছে। ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রেস-এর জন্য একটি অটোনাম্বারিং, অটোফারপোরেটিংমেশিন ক্রয়ের কাজ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। অর্গানোগ্রাম অনুযায়ী ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রেসে১০৩টি পদ রয়েছে। তন্মধ্যে ৫ (পাঁচ) জন কর্ম কর্তা ও৭৭জন কর্ম চারী রয়েছে। বিগত৫ বছরের অগ্রগতি নিম্নের সারণীতে দেয়া হ'ল।

ক্রঃ নং	কর্ম কান্ডের বিষয়ঃ	পাঁচ বছরের অর্জন			সাফল্যের হার
		পরিমাণগত	গুনগত	কাঠামোগত	
	বিদ্যমান ছাপাখানাকে আধুনিকীকরণ প্রকল্পের আওতায় নিম্নোক্ত কাজসমূহ সম্পাদিত হয়ঃ				
১।	দুই রং অফসেট মেশিন:১/১ পারফেকটিং সিস্টেম	০১ টি	ইসলামী পুস্তক ও পত্রপত্রিকা প্রকাশের মাধ্যমে ইসলাম প্রচারে সহায়ক ভূমিক রাখা হয়। উল্লেখিত প্রকল্প বাস্তবায়নেরফলে প্রেসের কাজের পরিবেশ উন্নত হয়েছে, কর্ম দক্ষতা বেড়েছে। মেশিন, কম্পিউটার, ক্যামেরা, পেস্নট ও প্রসেস বিভাগে প্রয়োজনীয় শীতাতাপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়েছে। কর্ম চারী/শ্রমিকদের	--	১০০%
২।	কম্পিউটার টু পেট (সিটিপি) সিস্টেম ফর ভায়লেট-সেনসেটিভ মেশিন	০১ টি		--	১০০%
৩।	কম্পিউটার কন্ট্রোল্ড পেপার কাটিং মেশিন	০১ টি		--	১০০%
৪।	হাই-স্পীড ফ্লাটেবল নেটওয়ার্ক এন্ড এডিএফ স্ক্যানার	০২ টি		--	১০০%
৫।	ফোল্ডিং মেশিন	০১ টি		--	১০০%
৬।	এইচ পি প্রিন্টার	০২ টি		--	১০০%
৭।	স্টিচিং মেশিন	০১ টি		--	১০০%
৮।	কম্পিউটার	০৬ টি		--	১০০%
৯।	ফয়েল প্রিন্টিং মেশিন	০১ টি		--	১০০%
১০।	মেটাল ডিটেক্টর মেশিন	০২ টি		--	১০০%
১১।	সিসি ক্যামেরা	০৮ টি		--	১০০%
১২।	এয়ার কন্ডিশনার	০৫ টি		--	১০০%
১৩।	পিকআপ ভ্যান	০১ টি		--	১০০%
১৪।	ডিজিটাল ক্যামেরা	০২ টি		--	১০০%
১৫।	বই ছাপানো	৪৬১ টি		--	১০০%

			কাজের উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রেস একটি লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিনত হয়েছে।		
১৬।	আধাপাকা টিন সেড ভবন নির্মাণ (বাঁধাই কাজের জন্য)	০১টি	প্রেসের বাইন্ডিং-এর কাজ করা সহজ হয়েছে।	২৮০ বর্গ মিটার	১০০%
	পূর্ব বর্তী বছরের তুলনায়২০০৯-২০১৩ পর্যন্ত প্রেসের আয়, উৎপাদন ক্ষমতা এবং সামগ্রিক ব্যবস্থাপনার প্রভূত উন্নয়ন সাধিত হয়েছে।				

যাকাত বোর্ড ঃ

১৯৮২ সালের ৫ জুন যাকাত বোর্ড গঠন করা হয়। যাকাত বোর্ড পরিচালনার জন্য দেশের খ্যাতনামা মনীষীদের সমন্বয়ে গঠিত ১৩ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি রয়েছে। সরকার কর্তৃক গঠিত যাকাত ফান্ডে প্রাপ্ত অর্থ দিয়ে সমাজের অসহায় ও দুঃস্থদের স্বাবলম্বী করার লক্ষ্যে বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। প্রধানত দুঃস্থ অসহায়দের পুনর্বাসনে সহায়তা দেওয়াই গৃহীত কর্মসূচির মুখ্য উদ্দেশ্য। কর্মসূচিসমূহ নিম্নরূপঃ

(ক) টঙ্গী শিশু হাসপাতাল পরিচালনা, (খ) সেলাই প্রশিক্ষণ প্রকল্প, (গ) দরিদ্র শিক্ষার্থীদের মাঝে শিক্ষা উপকরণ বিতরণ, (ঘ) মেধাবী ও দরিদ্র ছাত্রছাত্রীদের বৃত্তি প্রদান, (ঙ) রিক্সা/ভ্যান ও সেলাই মেশিন প্রদান, (চ) বিধবা পুনর্বাসনের লক্ষ্যেহাঁস-মুরগী/গরু-ছাগল প্রদান, (ছ) নদী ভাঙ্গন এলাকায় গৃহহীনদের গৃহনির্মাণ (জ) মোটর ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ প্রদান, (ঝ) ক্ষুদ্র ব্যবসায়ে পুঁজি প্রদান ইত্যাদি।

গত ৫ বছরের অগ্রগতির চিত্র :

ক্রঃ নং	কর্ম কান্ডের বিষয়	পাঁচ বছরের অর্জন			সাফল্যের হার
		পরিমাণগত	গুনগত	কাঠামোগত	
১।	যাকাত বোর্ড শিশু হাসপাতাল-১টির মাধ্যমে চিকিৎসা সেবা	৯৮,১১০ জন	সমাজের অসহায় দুঃস্থ, দরিদ্র শিশুদের বিনামূলে চিকিৎসা প্রদান, দরিদ্র জনগোষ্ঠিকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলা, দুঃস্থ ছাত্র-ছাত্রীদের আর্থিক সহায়তা প্রদান, প্রতিবন্ধীদের পূনর্বসনে সহায়তা প্রদান,	--	১০০%^
২।	সেলাই প্রশিক্ষণ কার্যক্রম- ২৩টি কেন্দ্র	৫,০৬০ জন		--	১০০%^
৩।	প্রতিবন্ধী পুনর্বসন অর্থ বিতরণ	১৮০ জন		--	১০০%^
৪।	সেলাই প্রশিক্ষণ সমাপ্তকারী দুঃস্থদের মধ্যে সেলাই মেশিন প্রদান	৫৫২ জন		--	১০০%^
৫।	দুঃস্থদের কর্মসংস্থান কার্যক্রম(পুরুষ)	৪৭০ জন		--	১০০%^
৬।	নওমুসলিম স্বাবলম্বীকরণ কার্যক্রম(পুরুষ ও মহিলা)	১৬০ জন		--	১০০%^
৭।	যাকাত ভাতা প্রদান (পুরুষ ও মহিলা)	৬০০ জন		--	১০০%^
৮।	শিক্ষার্থীদের বৃত্তি প্রদান	৮০০ জন		--	১০০%^
৯।	দুঃস্থ ও গরীব রোগীদের চিকিৎসা সহায়তা কার্যক্রম	৫৫৫ জন		--	১০০%^
১০।	প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্থদের ত্রাণ ও পুনর্বাসন (গভীর নলকুপ ও স্যানিটেশন)	৩৫৬ জন		--	১০০%^
১১।	বৃক্ষরোপন কার্যক্রম	১২৮০ জন		--	১০০%^
১২।	৩টি পার্বত্য জেলার জন্য বিভিন্ন খাতে থোক বরাদ্দ	২৪০ জন		--	১০০%^
১৩।	বিভাগ/জেলার আদায়কৃত অর্থ বিতরণ	৩,৭৫৬ জন		--	১০০%^

			নওমুসলিমদের স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলা, বৃক্ষ রোপন ও হাস-মুরগী পালনে উদ্বুদ্ধকরণ কর্ম সূচি পালনের মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্টিকে সহায়তা করা।		

বায়তুল মুকাররম মসজিদ কমপ্লেক্সঃ

রাজধানী ঢাকায় একটি বৃহৎ মসজিদ নির্মাণ এবং এর মাধ্যমে ইসলামী শিক্ষার প্রচার ও প্রসার, ইসলামী পুস্তক ও সাময়িকী প্রকাশ, মুসলিম বেকারদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা, দারুল উলূম ও দারুল ইফতা প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি ব্যাপক কর্ম সূচিকে সামনে রেখে আলহাজ্জ আবদুল লতিফ ইবরাহীম বাওয়ানী প্রমুখ শিল্পপতির উদ্যোগে ১৯৫৯ সালে 'বায়তুল মুকাররম সোসাইটি' নামক একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়। মসজিদ নির্মাণ ও উল্লিখিত কর্ম সমূহের ব্যয়ভার নির্বাহের জন্য মসজিদ সংলগ্ন একটি মার্কেটও প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। ১৯৬০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে এ মসজিদের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়। বায়তুল মুকাররম কমপ্লেক্স-এর নকশা প্রণয়ন করেন প্রখ্যাত স্থপতি জনাব আবুল হোসেন খারিয়ানী। সরকারি উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় এবং সৌদি সরকারের অর্থায়নে ৮.৩০ একর জমির উপর প্রতিষ্ঠিত সাত তলাবিশিষ্ট এ মসজিদের শোভা বর্ধন এবং উন্নয়নের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। বর্তমানে মূল মসজিদ এবংউত্তর, দক্ষিণ ও পূর্ব সাহান মিলিয়ে সর্ব মোট পঁয়ত্রিশ সহস্রাধিক মুসল্লী একত্রে নামায আদায় করতে পারেন। মসজিদের অভ্যন্তরে ওযুর ব্যবস্থাসহ মহিলাদের জন্য পৃথক নামায কক্ষ ও পাঠাগার রয়েছে। মসজিদের নিচতলায় রয়েছে একটি বৃহত্তর মার্কেট কমপ্লেক্স। বিগত ৫ বছরে নিমণবর্ণিত কার্যাদি সম্পন্ন করা হয়েছে:

১। সরকারি উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় এবং সৌদি সরকারের অর্থায়নে৮.৩০ একর জমির উপর প্রতিষ্ঠিত সাত তলাবিশিষ্ট এ মসজিদের শোভা বর্ধন এবং উন্নয়নের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। বর্তমানে মূল মসজিদ এবং উত্তর দক্ষিণ ও পূর্ব সাহান মিলিয়ে সর্ব মোট পঁয়ত্রিশ সহস্রাধিক মুসলম্নী একত্রে নামায আদায় করতে পারেন।

২। বিগত ২৯/০১/২০০৯ তারিখে বায়তুল মোকাররম মসজিদের দক্ষিণ দিকের সাহান, সুদর্শন মিনার, নিচতলাস্থ মহিলাদের জন্য নামাযের জায়গা, বেইজমেন্ট ফ্লোর ইত্যাদি স্থাপনা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধান মন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক শুভ উদ্বোধন করা হয় এবং মুসলম্নীদের ব্যবহারের জন্য তা উন্মুক্ত করে দেয়া হয়।

৩। বিগত ২০০৯ থেকে বায়তুল মোকাররম মসজিদে আন্তর্জাতিক কেরাত মাহফিল আয়োজন করা হচ্ছে। পূর্বে বায়তুল মোকাররম মসজিদে তা করা হয়নি। প্রতি বছর রমজানে শবে কদর উপলক্ষে বিশেষ কিরাত মাহফিলের আয়োজন করা হয়। যা বাংলাদেশ টেলিভিশন রাত ১০.৩০ থেকে ১১.৩০ পর্যন্ত সরাসরি (লাইভ) সম্প্রচার করে।

৪। পবিত্র রমযানের ২০ তারিখ থেকে ২৭ তারিখ পর্যন্ত রাত ১২.৩০ মিনিট থেকে ৩.৩০ মিনিট পর্যন্ত বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদের কিয়ামুল লাইল সালাত অনুষ্ঠিত হয়। এ নামাযে তিনজন অস্থায়ী ভিত্তিতে নিয়োজিত হাফেজ ৭ দিনে পবিত্র কুরআনের এক খতম সম্পন্ন করেন। বিগত ২০১০ খ্রিস্টাব্দ হতে খতমে কুরআনের মাধ্যমে কিয়ামুল লাইল সালাত চালু করা হয়েছে।

৫। পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.) উদযাপনঃ

পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.) উদযাপন উপলক্ষ্যে ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রতি বছরে বায়তুল মোকাররম চত্বরে পক্ষকালব্যাপী ঈদে মিলাদুন্নবী মাহফিলের আয়োজন করা হয়।

আইসিটি সেলঃ

(ক) 'ইসলামিক ফাউন্ডেশনের কার্য ক্রম ডিজিটালে রূপান্তর ও ডিজিটাল আর্কাইভ স্থাপন' শীর্ষ ক প্রকল্প৩০ জুন ২০১৩ তারিখে সমাপ্ত হয়। উক্ত সমাপ্ত প্রকল্পের অর্জিত সাফল্য ও কার্য ক্রম চলমান রাখারলক্ষ্যে দক্ষ জনবল দ্বারা একটি আইসিটি সেল স্থাপন করা হয়েছে। কর্ম কর্তা/কর্ম চারীদের এবং ধর্মীয় নেতৃবৃন্দকে কম্পিউটার প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য ৩টি কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে। ৩টি ল্যাবে মোট ১০০টি কম্পিউটার সংযোজন করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় প্রতিষ্ঠিত ডিজিটাল আর্কাইভস কার্য ক্রম চলমান রাখার জন্য ডিজিটাল আর্কাইভস স্টুডিও প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

(খ) ইসলামী দাওয়াতী কার্য ক্রমকে বেগবান করারলক্ষ্যে আলেম-ওলামাসহ সাধারণ জনগোষ্ঠীকে সম্পৃক্ত করার জন্য ইসলামিক ফাউন্ডেশনের প্রধান কার্য ালয়সহ৭টি বিভাগীয় কার্য ালয়ে ভিডিও কনফারেন্স সিস্টেম চালু করা হয়েছে। বাংলাদেশের মসজিদ, মাজার, খানকা, হাফেজ ও ইমামদের তথ্য সমৃদ্ধ ডাটাবেইজ সফটওয়্যার তৈরী করা হয়েছে।

(গ) কম্পিউটার সফটওয়্যারের মাধ্যমে তথ্য ব্যবস্থাপনার জন্য এবং মসজিদের তথ্য ব্যবস্থাপনা সফটওয়্যার তৈরী করা হয়েছে। উক্ত সফটওয়্যারের মাধ্যমে তাৎক্ষণিকভাবে হালনাগাদ তথ্য পাওয়ার পথ সুগম হয়েছে।

এক নজরে ২০০৯-২০১৩ মেয়াদে বিভিন্ন কার্য ক্রমের সাফল্য চিত্রঃ

1. ইসলামী মূল্যবোধের প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে প্রকাশনা বিভাগের ৪টি উইং এর মাধ্যমে ৫৪০টি টাইটেলের পুস্তক প্রকাশ,
2. সন্ত্রাস ও জঙ্গীবাদ প্রতিরোধের লক্ষ্যে গনসচেতনতা সৃষ্টির জন্য রাজধানী থেকে শুরু করে প্রত্যন্ত গ্রামঞ্চল পর্যন্ত ১,০১৩টি অনুষ্ঠান, ৯৯২টি সেমিনার ও ২টি পুসত্মকের ২,২০,০০০ কপি মুদ্রণ ও বিতরণ করা হয়েছে;
3. সুমহান ধর্ম ইসলামের মর্ম বাণী জনসাধারনের নাগালে পৌঁছে দেয়ার লক্ষে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের কার্য ক্রম ডিজিটাইজেশন করা হয়েছে এবং আইসিটি সেল ও ডিজিটাল ষ্টুডিও প্রতিষ্ঠা করা হয় ;
4. গবেষণা ফতোয়া ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে গবেষণা কার্য ক্রমবাস্তবায়নেরমাধ্যমে জনসচেতনতা সৃষ্টি;
5. দুঃস্থ দরিদ্র পীড়িত ৪৬,১২,৬৭৬ জন রোগীকে ঔষধসহ চিকিৎসা সেবা প্রদান, ৬টি নতুন ইসলামিক মিশন কেন্দ্র এবং পার্ব ত্য চট্টগ্রাম৫টি উপকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা;
6. ৩৫,০০০ মুসুলম্নীর নামাজ পড়ার উপযোগী সাহান মহিলা নামাজ কক্ষ, মিনার ইত্যাদি নির্ম াণের মাধ্যমে বায়তুল মুকাররম জাতীয় মসজিদের সৌন্দর্য্য বর্ধ ন করা হয়েছে
7. জামিয়াতুল ফালাহ কমপ্লেক্স উন্নয়নের লক্ষ্যে তা ইসলামিক ফাউন্ডেশনের অধিভূক্ত হয়েছে ;
8. ইসলামিক ফাউন্ডেশন বিভাগীয় ও জেলা কার্য ালয়ে১৩,১৬২.৬৭ বর্গ মিটার এবং৫টি ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমীতে ১১,৯৮৮.৯২ বর্গ মিটার ভবন নির্ম াণ করা হয়েছে
9. ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমীর মাধ্যমে ১৭,২৬৪ জন ইমামকে নিয়মিত প্রশিক্ষণ, ৭৫৫৪ জন ইমামকে রিফ্রেসার্স প্রশিক্ষণ ও ৭,৫২১ জন ইমামকে আইসিটি বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;
10. যাকাত বোর্ডে র অর্থ ানুকূল্যে ৯৮,১১০ জনকে চিকিৎসা সেবা প্রদান, ৫,০৬০ জনকে সেলাই প্রশিক্ষণ প্রদান ৫৫২ জনকে সেলাই মেশিন প্রদান এবং ৭১৭ জন দুঃস্থ ব্যক্তিকে আর্থি ক সাহায্য প্রদান করা হয়েছে
11. অন্যান্য ধর্ম ালম্বীদের সাথে সৌহার্দ্য বজায় রাখারলক্ষ্যে দেশে বিদেশে ২৪টি আন্তঃধর্মীয় সংলাপ অনুষ্ঠিত হয়েছে;
12. মুসলিম জনগোষ্ঠীকে ইসলাম ধর্মীয় জ্ঞান চর্চ ার সুযোগ দানের লক্ষে ২,৫০০টি মসজিদ পাঠাগার প্রতিষ্ঠা ও ৫,০০০টি বিদ্যমান পাঠাগারে পুস্তক সংযোজন করা হয়েছে;
13. ইমাম মুয়াজ্জিন কল্যাণ ট্রাস্টের আওতায় ২,১৭০ জন ইমামকে ঋণ বিতরণ এবং ২,১৩০ জনকে আর্থি ক সাহায্য প্রদান করা হয়েছে;
14. ৩২টি দেশে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক ক্বিরাত ও হিফজ প্রতিযোগীতায় বাংলাদেশী প্রতিযোগী প্রেরণ এবং পুরস্কার অর্জন;

15. বাংলাদেশী পণ্যের অবাধে বিশ্ব বাজারে রফতানী নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ১০টি প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে সাময়িক হালাল সনদ প্রদান করা হয়েছে। হালাল সনদ সম্পর্কিত আইন প্রণয়নের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

১৬. ইসলামিক ফাউন্ডেশনের ৩৯ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষি কী উদযাপনঃ

ইসলামিক ফাউন্ডেশনের ৩৯ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষি কী অনুষ্ঠান বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয়। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী জনাব নুরুল ইসলাম নাহিদ, এম.পি বিশেষ অতিথি এবং মাননীয় ধর্ম মন্ত্রী অধ্যক্ষ মোঃ মতিউর রহমান উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন।

বাংলাদেশ হজ্জ অফিস, মক্কা

হজ্জ ব্যবস্থাপনার মূল কাজটি সম্পাদিত হয় সৌদি আরবের মক্কা আল-মোকাররমায়। সৌদি আরবের সার্বিক হজ্জ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম সম্পাদনের দায়িত্ব কাউন্সেলর(হজ্জ)-এর উপর ন্যস্ত। হজ্জ সংশ্লিষ্ট মুয়াসসাসা অফিস, মোয়াল্লেম অফিস, সৌদি হজ্জ মন্ত্রণালয়, বাড়ী ও বাড়ীর মালিক, ইউটিলিটি সার্ভিস অফিসসমূহ মক্কায় অবস্থিত। কাউন্সেলর(হজ্জ) এর কার্যালয়(হজ্জ অফিস) জেদ্দায় কনসুলেট জেনারেল অব বাংলাদেশ ভবনে থাকার ফলে কাউন্সেলর(হজ্জ)-কে প্রতিনিয়ত জেদ্দা-মক্কা-জেদ্দা যাতায়াত করে হজ্জের কার্যক্রম সম্পাদন কতে হতো। এতে অহেতুক সময়ের ও সরকারি অর্থের অপচয় হতো। এ বিষয়টির গুরুত্ব সহকারে বিবেচনায় নিয়ে সুষ্ঠু হজ্জ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে হজ্জ অফিস জেদ্দা হতে মক্কায় স্থানান্তরিত হয়। হজ্জ মিশন মক্কায় স্থাপনের ফলে একদিকে যেমন হাজীরা তাঁদের প্রাপ্য সেবা দ্রুততম সময়ে পাচ্ছেন অন্যদিকে তেমনি বাংলাদেশ হজ্জ অফিসেরও হজ্জ ব্যবস্থাপনা সরাসরি তত্ত্বাবধান সহজতর হয়েছে।

হজ্জ অফিস, ঢাকা

পরিচিতিঃ

অবিভক্ত ভারতে কলকাতায় পোর্ট হজ্জ কমিটির মাধ্যমে হজ্জ কার্যক্রম পরিচালিত হতো। ভারতবর্ষ বিভক্তির পর পাকিস্তান সরকার ১৯৪৮ সনে চট্টগ্রাম বন্দরে পোর্ট হজ্জ অফিস স্থাপনকরে । পোর্ট হজ্জ অফিস১৯৪৮ সনে পররাষ্ট্র বিষয়ক ও কমনওয়েলথ রিলেশানস মন্ত্রণালয়ে ন্যাস্ত ছিল। ১৯৬৫ সনে যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের(ডাইরেক্টরেট জেনারেল পোর্টস অ্যান্ড শিপিং) অধীনে ন্যস্ত হয়। স্বাধীনতার পর হতে ১৯৮০ সন পর্যন্ত পোর্ট হজ্জ অফিস জলযানও বিমান মন্ত্রণালয় এবং পরবর্তীতে বন্দর, জাহাজ চলাচল ও অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহণ মন্ত্রণালয়ের (ডিপার্টমেন্ট অব শিপিং) অধীনে ন্যস্ত ছিল। ১৯৮০ সনে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় একটি পৃথক মন্ত্রণালয় হিসেবে যাত্রা শুরু করলে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনে ন্যস্ত হয়।

স্বাধীনতার পর চট্টগ্রাম হতে সমুদ্রপথে হজ্জযাত্রী প্রেরণের পাশাপাশি ঢাকায় অস্থায়ী হজ্জক্যাম্প স্থাপন করে বিমানযোগেও হজ্জযাত্রী প্রেরণ করা হয়েছে। ১৯৮৫ সন হতে সামুদ্রিক জাহাজ না থাকায় সমুদ্রপথে হজ্জযাত্রী প্রেরণ বন্ধ রয়েছে। সমুদ্রপথে হজ্জযাত্রী পরিবহন বন্ধ থাকায় হজ্জ অফিসকে চট্টগ্রাম হতে ঢাকায় স্থানান্তর করা হয়। বর্তমানে হজ্জ অফিস ঢাকা-এর মাধ্যমে হজ্জযাত্রী প্রেরণ করা হচ্ছে।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ

- তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে হজ্জযাত্রীদের জন্য সুষ্ঠু ও গতিশীল হজ্জ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণ।
- সরকারি ও বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় গমনেচ্ছু হজ্জযাত্রী ও ওমরাহ যাত্রীকে সৌদি আরবে প্রেরণে সহযোগিতা প্রদান।

সাংগঠনিক কাঠামোঃ

হজ্জ অফিসের প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বর্তমানে১ জন পরিচালক, ১ জন সহকারী হজ্জ অফিসার, ৩য় শ্রেণীর ১১ জন এবং চতুর্থ শ্রেণীর৭ জন কর্মচারী কর্মরত আছেন। এছাড়া প্রতি বছর হজ্জ মৌসুমে৩য় শ্রেণীর ১৬ জন এবং ৪র্থ শ্রেণীর ৫ জন কর্মচারী অস্থায়ী ভিত্তিতে নিয়োগ দেয়া হয়। স্থায়ী ও অস্থায়ী কর্মকর্তা এবং কর্মচারী মিলিয়ে হজ্জ অফিসের মোট অনুমোদিত জনবল ৪১ জন। হজ্জ অফিসের প্রশাসনিক ভবন আশকোনা, উত্তরা, ঢাকায় অবস্থিত।

কার্যাবলীঃ

(১) হজ্জ অফিসের বাজেট প্রণয়ন, বাজেট পেশ ও বাজেট সমর্পন।

(২) হজ্জ অফিসের ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী নিয়োগ,পদোন্নতি প্রদান, টাইম স্কেল ও সিলেকশন গ্রেড প্রদান, শৃঙ্খলা মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ, ছুটি, অবসর প্রদান, বিদেশ ভ্রমণ ইত্যাদি বিষয়ক ব্যবস্থা গ্রহণ।

(৩) প্রশাসনিক ব্যবস্থাদি যথাযথভাবে নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করা।

(৪) হজ্জযাত্রীদের বিমানযোগে সৌদি আরব প্রেরণ।

(৫) হজ্জক্যাম্প তত্ত্বাবধান, হজ্জ মৌসুমে ক্যাম্প প্রসত্মতকরণ এবং ক্যাম্পে অবস্থানরত হজ্জযাত্রীদের সার্বিক তত্ত্বাবধান।

(৬) সৌদি আরব যাত্রার প্রাক্কালে হজ্জক্যাম্পে হজ্জযাত্রীদের আবাসনের ব্যবস্থা গ্রহণ ও হজ্জক্যাম্পে প্রয়োজনীয় অন্যান্য সেবা প্রদান।

(৭) হজ্জ গাইড, নির্দে শিকা চুক্তিপত্র, আবেদনপত্র, পরিচয়পত্র, কব্জিবেল্ট, কিটব্যাগ এবং অন্যান্য সামগ্রী মন্ত্রণালয় থেকে সংগ্রহ ও বিতরণ।

(৮) আন্তর্জাতিক পাসপোর্ট ও ব্যাংক ড্রাফটসহ আবেদন গ্রহণ।

(৯) ভিসা সংগ্রহের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ।

(১০) হজ্জযাত্রীদের আবেদনপত্র, পুলিশ ছাড়পত্র ও স্বাস্থ্যসনদ সংগ্রহ।

(১১) হজ্জযাত্রীদের প্রশিক্ষণ প্রদান ও প্রয়োজনে বেসরকারি এজেন্সির নিজস্ব উদ্যোগে প্রশিক্ষণে সহায়তা প্রদান।

(১২) হজ্জ সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থার সাথে সমন্বয় ও হজ্জক্যাম্পে সেবাদানকারী অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের তত্ত্বাবধান।

(১৩) সরকারি ব্যবস্থাপনায় হাজীদের জন্য ঘোষিত প্যাকেজ অনুযায়ী সৌদি আরবে আবাসনবণ্টন এবং আবাসন বরাদ্দবণ্টন ওয়েবসাইটে প্রকাশ।

(১৪) তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে হজ্জ সংক্রান্ত তথ্য সংরক্ষণ, সরবরাহ এবং ওয়েবসাইট হালনাগাদের ব্যবস্থা গ্রহণ। আবেদনপত্র, চুক্তিপত্র, ডিজিটাল ফরম, গাইড বই, নির্দে শিকা নির্ব াচিত হজ্জযাত্রীদের তালিকা তাঁদের ব্যক্তিগত তথ্য, হজ্জনীতি, হজ্জ প্যাকেজ ও বিমান সিডিউল সংগ্রহ; এ ছাড়াও হজ্জ এজেন্সির নিকট থেকে প্রাপ্ত হজ্জ বিষয়ক সফট্ কপিসহ হজ্জ সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য ওয়েবসাইটএ প্রকাশ। ওয়েবসাইটে হজ্জকালীন নিয়মিত বুলেটিন প্রকাশ ও আপডেট-এর ব্যবস্থা গ্রহণ। হজ্জ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত ওয়েবসাইট/ইন্টারনেটে প্রাপ্ত বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব প্রদান।

(১৫) হজ্জযাত্রীদের টিকা প্রদানসহ হজ্জক্যাম্পে চিকিৎসার জন্য হেলথসেন্টার স্থাপন, সৌদি আরবে হজ্জযাত্রীদের করণীয়, বিমান ভ্রমণ সম্পর্কে আরোহনকালীন হজ্জযাত্রীদের কর্তব্য, বিমানের টার্মি নালে আগমন-বহির্গ মনকালীন ধৈর্য্যসহিষ্ণুতা সম্পর্কিত সুস্পষ্ট ধারণা প্রদানের জন্য হজ্জক্যাম্পে সিটিজেন চার্ট ার স্থাপন প্রয়োজনে প্রজেক্টরের মাধ্যমে হজ্জযাত্রীদের অবহিত করণের ব্যবস্থা গ্রহণ ।

(১৬) সরকারি ব্যবস্থাপনার হজ্জ যাত্রীদের ফ্লাইট সিডিউল নির্ধ ারণ টিকেট সংগ্রহ এবং বিতরণ ও এতদসংক্রান্ত কাজের সমন্বয়।

(১৭) হজ্জ এজেন্সি ও হজ্জযাত্রীদের মধ্যে উদ্ভূত সমস্যা নিরসনে পদক্ষেপ গ্রহণ।

(১৮) হজ্জযাত্রীরে কাস্টমস, অন্যান্য কার্য ক্রম হজ্জক্যাম্প হতে সম্পাদনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ এবং এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষসহ সিভিল এভিয়েশন কর্তৃপক্ষের সাথে সমন্বয়।

(১৯) ইমিগ্রেশন কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে হজ্জযাত্রীদের গমন ও প্রত্যাগমনের সংখ্যা অবহিত হয়ে উক্ত তথ্য মক্কাস্থ হজ্জ অফিসে প্রেরণ।

(২০) হজ্জ ব্যবস্থাপনার নিমিত্ত সরকার কর্তৃক অর্পি ত যে কোন দায়িত্ব পালন।

(২১) সরকারি ব্যবস্থাপনায় প্রতি ৪৫জন হজ্জযাত্রীর জন নিয়োজিত একজন গাইডের ভিসা/টিকেট এবং আবাসন এর ব্যবস্থা গ্রহণ। স্ব স্ব দলের সাথে গাইডের অবস্থান নিশ্চিতকরণ।

(২২) হজ্জ অফিস মক্কা/মদিনা কর্তৃক নিয়োগকৃত আইটি ফার্মে র মাধ্যমে হজ্জকর্মীদের নাম/ঠিকানা ও দায়িত্ববণ্টন আদেশ সংগ্রহ করে তা সংশ্লিষ্ট হজ্জ গাইডদের প্রদান করা এবং হজ্জ গাইডদের দায়িত্ববণ্টন আদেশ মক্কা/মদিনা মিশনে জানানো যাতে হজ্জকর্মীগণের সাথে গাইডদের কাজের সমন্বয় থাকে।

(২৩) সৌদি আরবে মৃত্যুবরণকারী হাজীর অব্যবহৃত বিমান টিকেটের মূল্য বিমান কর্তৃপক্ষের নিকট হতে সংগ্রহ করে মৃতের নমিনীকে প্রদান।

(২৪) সৌদি আরবে দূর্ঘ টনাজনিত কারণে মৃত্যুবরণকারী হজ্জীর জীবন ক্ষতিপূরণ আদায় পূর্ব ক নমিনীকে ফেরত প্রদান।

(২৫) হাজীদের মৃত্যু সংবাদ মৃতের নমিনীকে অবহিতকরণ।

(২৬) ওমরাহ ব্যবস্থাপনায় ওমরাহ যাত্রীদের সৌদি ভিসা প্রক্রিয়াকরণ।

(২৭) ওমরাহ লাইসেন্স ও অন্যান্য ডকুমেন্ট সত্যয়ন।

(২৮) ওমরাহ বিষয়ে সৌদি দূতাবাস, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ দূতাবাস, সৌদি আরব এবং কনসল জেনারেল জেদ্দা এর সাথে যোগাযোগ।

(২৯) চট্টগ্রাম হাজীক্যাম্প এর ৯.৩৫ একর জমি ও সম্পত্তির তত্ত্বাবধান।

(৩০) চট্টগ্রাম হাজীক্যাম্পের দালান কোঠা বিভিন্ন সরকারী দপ্তর/সংস্থার নিকট ভাড়া প্রদান এবং ভাড়া আদায়।

বাংলাদেশ ওয়াক্ফ প্রশাসন

পরিচিতিঃ

বাংলাদেশ ওয়াক্ফ প্রশাসন একটি ধর্মীয়, সামাজিক ও সেবামূলক স্ব-শাসিত সংসহা। ১৯৩৪ সালের বেঙ্গল ওয়াক্ফ এ্যাক্ট এর মাধ্যমে ওয়াকফ্ প্রশাসনের সৃষ্টি হয় এবং উক্ত আইনবলে ওয়াক্ফ কমিশনারের কলিতাকাস্থ কার্য ালয়ে ওয়াক্ফ এস্টেটসমূহ তালিকাভূক্তির কার্য ক্রম শুরু হয়। অতঃপর ওয়াক্ফ এস্টেটসমূহের প্রশাসন, নিয়ন্ত্রণ ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য ওয়াক্ফ অধ্যাদেশ-১৯৬২ জারী করা হয়। বর্তমানে ১৯৬২ সনের ওয়াক্ফ অধ্যাদেশ অনুযায়ী বাংলাদেশ ওয়াকফ প্রশাসন পরিচালিত হয়।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ

ওয়াকিফের উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন সহ ওয়াক্ফ এষ্টেট সমূহের তদারকি, নিয়ন্ত্রন ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করাই এ সংসহার মূল লক্ষ্য।

সাংগঠনিক কাঠামোঃ

বাংলাদেশ ওয়াক্ফ প্রশাসন ৪ নিউ ইস্কাটন রোড, ঢাকায় নিজস্ব ভবনে অবস্থিত। অর্গ ানোগ্রাম অনুযায়ী প্রধান কার্য ালয়ের অনুমোদিত পদ ৪৮টিঃ ১ (এক) জন ওয়াক্ফ প্রশাসক, ২(দুই) জন উপ ওয়াক্ফ প্রশাসক, ৭(সাত) জন সহকারী ওয়াক্ফ প্রশাসক এবং অন্যান্য ৩৮ জন সাপোর্টি ং স্টাফ। এছাড়া২১টি জেলা কার্য ালয় রয়েছে । প্রতিটি জেলা কার্য ালয়ে১ জন পরিদর্শ ক, ১ জন নিরীক্ষক, ১ জন এম.এল.এস.এস রয়েছে। জেলা কার্য ালয়সমূহে মোট অনুমোদিত জনবল ৬৩ জন।

তহবিলঃ ওয়াকফ্ প্রশাসনের বর্তমানের তালিকাভূক্ত ওয়াকফ্ এস্টেটের সংখ্যা ২০,৪৩৯টি ওয়াকফ্ প্রশাসনের আয়ের প্রধান উৎস তালিকাভুক্ত ওয়াকফ্ এস্টেটগুলোর বার্ষি ক নীট আয়ের৫% হারে আদায়কৃত ওয়াকফ চাঁদা । ২০১২-১৩ অর্থ বছরে ৫ কোটি ৪১ লক্ষ ২১ হাজার টাকা চাঁদা আদায় হয়েছে।

কার্য াবলীঃ

১৯৬২ সালে ওয়াকফ্ অধ্যাদেশ অনুযায়ী বর্তমানে ওয়াক্ফ প্রশাসনের আওতায় নিম্নবর্ণি ত কার্য াবলী সম্পাদিত হয়ে থাকে।

(ক) ওয়াক্ফ এস্টেটসমূহের অন্তর্ভূ ক্ত সম্পত্তির জরিপ কার্য ক্রম গ্রহণ করেওয়াক্ফ সম্পত্তি চিহ্নিত করণ।

(খ) ওয়াক্ফ এস্টেটসমূহের ব্যবস্থাপনা এবং ইহার তহবিল পরিচালনার জন্য প্রযোজ্য ক্ষেত্রে কমিটি গঠনের ব্যবস্থা গ্রহণ।

(গ) বিশ্বাস ভঙ্গ, মন্দ ব্যবস্থাপনা, অবৈধ কার্য, তহবিল তছরূপ ইত্যাদি কারণে মোতাওয়াল্লীকে অপসারণ এবং কোন এস্টেটের মোতোওয়াল্লী শূন্য থাকলে উক্ত এস্টেটে মোতোওয়াল্লী নিয়োগের ব্যবস্থা গ্রহণ।

(ঘ) ওয়াক্ফ সম্পত্তি সরকারের অনুমতিক্রমে এবং ওয়াক্ফের উন্নতিকল্পে ও হিতার্থে এর যে কোন অংশ হসত্মান্তরের অনুমতি প্রদান। বর্তমানে এ সংক্রান্ত একটি বিধিমালা প্রণয়নের কাজ চলছে।

(ঙ) বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে কোন মাজার, ঈদগাহ বা অন্য কোন ওয়াক্ফ সম্পত্তির প্রশাসন, নিয়ন্ত্রণ, ব্যবস্থাপনা ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণ।

(চ) ওয়াক্ফ প্রশাসকের আদেশের বিরুদ্ধে জেলা জজ আদালতে কিংবা মহামান্য সুপ্রিম কোর্টে র হাইকোর্ট বিভাগ/মাননীয় আপীল বিভাগে দায়েরকৃত মামলা-মোকদ্দমা সরকারের পক্ষে পরিচালনা।

(ছ) ওয়াক্ফ অধ্যাদেশ-১৯৬২ এর ৩৬ ধারা মোতাবেক জেলা প্রশাসক অথবা অন্য কোন প্রতিনিধির মাধ্যমে প্রশাসকের ক্ষমতা প্রয়োগ।

(জ) অ-তালিকাভুক্ত ওয়াক্ফ এস্টেট তালিকাভুক্তির ব্যবস্থা গ্রহণ।

(ঝ) ওয়াক্ফ অধ্যাদেশ-১৯৬২ অনুসারে কোন সম্পত্তি ওয়াক্ফ কিনা এতদসম্পর্কে সিদ্ধান্ত প্রদান।

(ঞ) মোতাওয়াল্লী কর্তৃক দাখিলকৃত ওয়াক্ফ এস্টেটের আয়-ব্যয়ের হিসাব নিরীক্ষা করা ও অডিট প্রতিবেদনের উপর প্রয়োজনীয় আদেশ প্রদান।

(ট) জেলা প্রশাসকের প্রশাসকের মাধ্যমে ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি হতে অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের উচ্ছেদের কার্য ক্রম গ্রহণ এবং ওয়াক্‌ফ এস্টেট সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার ক্ষেত্রে বিঘ্ন সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ।

(ঠ) ওয়াক্‌ফ এস্টেটের মোতাওয়াল্লী/কমিটির নিকট হতে প্রতি বছর সংশ্লিষ্ট ওয়াকফের নীট আয়ের ৫% হারে ওয়াক্‌ফ চাঁদা আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণ।

(ড) ওয়াক্‌ফ অধ্যাদেশ-১৯৬২ এর ৭৩ ও ৭৪ ধারা অনুযায়ী ওয়াক্‌ফ তহবিল-এর বিনিয়োগ ও যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ।

(ঢ) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির স্বার্থ রক্ষার্থে মামলা দায়ের।

(ণ) সরকার কর্তৃক ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি হুকুম দখল/অধিগ্রহণের অর্থ জেলা প্রশাসকের নিকট হতে গ্রহণ করত যথাযথভাবে বিনিয়োগ। উক্ত অর্থ দ্বারা এস্টেটের নামে সম্পত্তি ক্রয়ের ব্যবস্থা গ্রহণ।

(ত) ওয়াক্ষের যথাযথ নিয়ন্ত্রণ, রক্ষণাবেক্ষণ ও প্রশাসনের জন্য প্রয়োজনীয় যাবতীয় কার্য সম্পাদন।

(থ) ওয়াক্‌ফ এস্টেটসমূহের প্রশাসন, ব্যবস্থাপনা যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে এবং সহজ উপায়ে সেবা প্রদান নিশ্চিত করার নিমিত্ত ''ওয়াক্‌ফ এস্টেটসমূহের ডাটাবেইজ প্রস্তুতকরণ, আধুনিকীকরণ ও কম্পিউটারায়ন''শীর্ষ ক কর্ম সূচি গ্রহণ।

(দ) তথ্য প্রযুক্তির সম্প্রসারণ তথা ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে নিজেস্ব ওয়েব সাইট (www.waqf.gov.bd) চালূ করা হয়েছে।

উন্নয়ন পরিকল্পনাঃ

(ক) ওয়াকফ্ এস্টেট তালিকাভুক্তকরণ : সারা বাংলাদেশে দেড় লাখের উপর ওয়াক্‌ফ এষ্টেট আছে। এর মধ্যে ২০,২১৬ টি ওয়াক্‌ফ এষ্টেট তালিকাভূক্ত আছে। লোকবলের অভাবে সমস্ত এষ্টেটগুলি এ প্রশাসনে তালিকাভূক্তি করা যায়নি। ওয়াক্‌ফ প্রশাসনের কার্য ক্রম আরও গতিশীল করার লক্ষ্যে এর জনবল বৃদ্ধির প্রয়োজনে সাংগঠনিক কাঠামো পরিবর্তনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত সাংগঠনিক কাঠামো বর্তমানে অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে। বিগত বছরগুলিতে গড়ে প্রতি বছরে ১১০ টি এস্টেট তালিকাভুক্তি হয়েছে। বর্তমান সরকারের বিগত ৫ (পাঁচ) বছরে এ প্রশাসনে ওয়াক্‌ফ এস্টেট তালিকাভুক্তির সংখ্যা ৭০৩টি। এছাড়াও পূর্বে র তালিকাভুক্তওয়াক্‌ফ এষ্টেটের মোতাওয়াল্লী মৃত্যুবরণ করায় বিগত ৫ (পাঁচ) বছরে ৭০৫টি এষ্টেটের মোতাওয়াল্লী নিয়োগ করা হয়েছে। নতুন এস্টেট তালিকাভূক্তির ফলে আগামী অর্থ বছরেওয়াক্‌ফ চাঁদার পরিমাণ আরও বৃদ্ধি পাবে। এ কার্য ক্রম চলমানরয়েছে।

(খ) ওয়াকফ্ এস্টেটের উন্নয়ন : ওয়াক্‌ফ প্রশাসনের সকল কর্ম কান্ড ডিজিটাল প্রক্রিয়ার মধ্যে আনয়নের লক্ষ্যে ওয়াক্‌ফ এষ্টেট সমূহের ডাটাবেইজ প্রস্তুতকরণ, আধুনিকীকরণ ও কম্পিউটারায়ন শীর্ষ ক কর্ম সূচি গ্রহন করা হয়েছে। এই কর্ম সূচিটি বাস্তবায়ন হলে সকল ওয়াক্‌ফ এস্টেট কম্পিউটার নেটওয়ার্কের আওতাভূক্ত হবে । যার ফলে ওয়াক্‌ফ প্রশাসনের কর্ম কান্ড পরিচালনা সহজতর হবে এবং জনগণকে সেবা প্রদান নিশ্চিত হবে। এ কর্ম সূচিটির আওতায়৭০টি কম্পিউটার, ২টি সার্ভার, প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র সংগ্রহ সহ একটি কম্পিউটার সেল গঠন করা হয়েছে। উক্ত কর্মসূচীর আওতায় বাংলাদেশের ৪৮৭টি উপজেলা মাঠ পর্যায়েরওয়াক্‌ফ এষ্টেটসমূহের তথ্য সংগ্রহের জন্য কাজ ইতোমধ্যে শেষ হয়েছে। সারা বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ ওয়াক্‌ফ এষ্টেটের উন্নয়নের জন্য ইতোমধ্যে তথ্যাবলী সংগ্রহ করে সন্নিবেশিত করা হয়েছে। প্রথম পর্যায়ে ঢাকা, চট্টগ্রাম, সিলেট, কুমিল্লা, ময়মনসিংহ ও কক্সবাজারের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক এষ্টেট উন্নয়নের জন্য উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। এ সকল এষ্টেটের জমিতে পরিকল্পিত উপায়ে বহুতল বিশিষ্ট বাণিজ্যিক ভবন নির্মাণ করা গেলে এষ্টেটের তথা ওয়াক্‌ফ প্রশাসনের আয় বহুগুণে বৃদ্ধি পাবে এবং এ আয় ওয়াক্ষের উদ্দেশ্য সাধন এবং দেশের দরিদ্র জনগনের কল্যাণে ব্যয় করা সম্ভব হবে। এতদুদ্দেশ্যে ''ওয়াক্‌ফ (সম্পত্তি হস্তান্তর ও উন্নয়ন) বিশেষ বিধান আইন ২০১৩'' ও Waqfs (Amendment) Act, 2013 মহান জাতীয় সংসদে পাস হয়েছে।

(M) ওয়াকফ্ এস্টেটের সম্পত্তি উদ্ধার : ওয়াক্‌ফ এষ্টেটের অনেক সম্পত্তি অবৈধভাবে হস্তান্তর করা হয়েছে এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে হাল জরিপকালে মোতাওয়াল্লীগণের ওয়ারিশ এবং অন্য কোন ব্যক্তি প্রতিষ্ঠানের নামে রেকর্ড করা হয়েছে। এ সকল সম্পত্তি উদ্ধারকল্পে সঠিক পরিসংখ্যান জানার জন্য ব্যাপক ভিত্তিক জরিপ/শুমারীর কার্য ক্রম হাতে নেয়া হয়েছে। অবৈধভাবেহস্তান্তরিত এবং বেহাত হওয়া সম্পত্তি উদ্ধারের জন্য আইনানুগ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে। জেলা প্রশাসকের সভাপতিত্বে গঠিত জেলা ওয়াক্‌ফ উন্নয়ন কমিটির সভায় এ সকল বেহাত হওয়া ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি চিহ্নিত করে তা উদ্ধারের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

বিগত ৫ বছরের অর্জনঃ

(ক) ওয়াকফ্ প্রশাসনের নিউ ইস্কাটনস্থ নিজস্ব জমিতে ২০ তলা ভিত সম্বলিত ৫ তলা ওয়াকফ্ প্রশাসন ভবন নির্মি ত হয়েছে।

(খ) ওয়াকফ্ এস্টেটসমূহের উন্নয়নের লক্ষ্য ওয়াকফ্ সম্পত্তির উন্নয়ন সাধন ও হস্তান্তর নিয়ন্ত্রণকাজে
'' ওয়াকফ্(সম্পত্তি হস্তান্তর ও উন্নয়ন) বিশেষ বিধান আইন ২০১৩'' কার্য কর হয়েছে।

(গ)ওয়াকফ্ এস্টেট সমূহের ডাটাবেজ প্রস্তুতকরণ, আধুনিকীকরন ও কম্পিউটারায়ন শীর্ষ ক৩ বছর মেয়াদী (২০১০-১৪ সন) একটি কর্ম সুচী বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

(ঘ) ওয়াকফ্ প্রশাসনের অধীন ৩৭, নবাব কাটারা নিমতলী, ৮(আট) কাঠা জায়গার উপর ওয়াকফ্ প্রশাসনের কর্ম চারীদের আবাসনের জন্য বহুতল বিশিষ্ট ভবন নির্ম াণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

(ঙ) চট্টগ্রাম জেলার ২১ নুর আহম্মদ সড়ক সংলগ্ন হাফেজ মোহাম্মদ সাদেক ওয়াকফ্ এস্টেটের উন্নয়নের জন্য বহুতল বিশিষ্ট ভবন নির্ম াণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট

পরিচিতিঃ

বাংলাদেশের হিন্দু ধর্মীয় জনগোষ্ঠির ধর্মীয় কল্যাণ সাধনের লক্ষ্যে ১৯৮৩ সালে ৬৮নং অধ্যাদেশবলে 'হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট' গঠিত হয়। এটি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের একটি সংবিধিবদ্ধসংস্থা।

কার্য াবলীঃ

(ক) হিন্দু সম্প্রদায়ের ধর্মীয় কল্যাণ প্রতিবিধান করা;

(খ) হিন্দু ধর্মীয় উপাসনালয়ের রক্ষণাবেক্ষন ও প্রশাসনের জন্য আর্থি ক সহায়তা প্রদান;

(গ) হিন্দু ধর্মীয় উপাসনালয়ের পবিত্রতা রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ এবং

(ঘ) অত্র অধ্যাদেশের উদ্দেশ্য সাধনে অন্যান্য কার্য াবলি সম্পাদন। সরকার প্রদত্তস্থায়ী আমানতের সুদ, দান ও অনুদান এবং ট্রাস্টি বোর্ড অনুমোদিত অন্যান্য উৎস হতে প্রাপ্ত অর্থ সমন্বয়ে ট্রাস্টের নিজস্ব তহবিল পরিচালনা।

র্বে াড অব ট্রাস্টিঃ

ট্রাস্ট অধ্যাদেশ অনুসারে ট্রাস্টের পরিচালনা ও প্রশাসনের দায়িত্বভার সরকার কর্তৃক নিযুক্ত একটি ট্রাস্টি বোর্ডের উপর ন্যস্ত। ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী পদাধিকার বলে বোর্ডের চেয়ারম্যান এবং দেশের হিন্দু সম্প্রদায়ের ১জন বিশিষ্ট ব্যক্তি ভাইস-চেয়ারম্যান ও সরকার কর্তৃক মনোনীত ২০জন বিশিষ্ট ব্যক্তি এ ট্রাস্টের সদস্য। মোট ২২জন সদস্য নিয়ে বোর্ড অব ট্রাস্টি গঠিত।

প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনাঃ

ট্রাস্টের স্থায়ী আমানত তহবিল হতে প্রাপ্ত সুদ দিয়ে ট্রাস্টের প্রশাসনিক ব্যয় ও মন্দির সংস্কার ও মেরামত এবং দুঃস্থদের বার্ষি ক অনুদান প্রদান করা হয়।

ট্রাস্টের প্রশাসনিক অফিস ১/আই, পরিবাগ, শাহবাগ, ঢাকায় অবস্থিত। অফিস প্রশাসন ও কার্য পরিচালনার জন্য বর্তমানে ১জন সচিব, ১জন ফিল্ড অফিসার, ১জন পি,এ, ১জন হিসাব রক্ষক, ১জন সহকারী হিসাব রক্ষক কাম ক্যাশিয়ার, ১জন অফিস সহকারী, ১জন গাড়ী চালক এবং ২জন অফিস সহায়ক, ১জন নাইট গার্ড ও১জন ক্লিনার কর্ম রত রয়েছে।

তহবিলঃ ট্রাস্টের স্থায়ী আমানতের পরিমাণ ২১ কোটি টাকা । স্থায়ী আমানতের লভ্যাংশের অর্থ হিন্দু ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও দুঃস্থ ব্যক্তিকে অনুদান হিসাবে প্রদান করা হয়ে থাকে।

বিগত ৫ বছরে উলেখ্যযোগ্য কার্য ক্রমঃ

হিন্দু ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও দুঃস্থদের মধ্যে অনুদান বিতরণ: সরকার প্রদত্ত স্থায়ী আমানতের বার্ষি ক লভ্যাংশের(সুদ) অর্থ দ্বারা ২০০৯ হতে ডিসেম্বর ২০১৩ পর্যন্ত ৬,৩১৮টি হিন্দু ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে ৫,২৩,৮০,৬০০ টাকা বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়া **অত্র ট্রাস্ট হতে হিন্দু ধর্ম াবলম্বী ২,২৪০ জন দুঃস্থ ব্যক্তির মধ্যে অনুদান হিসেবে** ৮৪,২৩,৫০০ **টাকা বিতরণ** করা হয়েছে।

শারদীয় দুর্গ াপূজা উপলক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আর্থি ক সহায়তা বিতরণমাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ ও কল্যাণ তহবিল হতে হিন্দুদের বৃহত্তম ধর্মীয় উৎসব শারদীয়া দুর্গ াপূজায় বিতরণের জন্য ২০১২-১৩ অর্থ বছরে১,৫০,০০,০০০ (এক কোটি পঞ্চাশ লক্ষ) টাকা প্রদান করা হয়। ২০০৯ সাল হতে ২০১৩ পর্যন্ত মোট ৭ কোটি টাকা দেশের বিভিন্ন পূজা মন্ডপে বিতরণ করা হয়েছে।

হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের নিয়মিত কার্য ক্রমঃপ্রতি বছরে পর্ব ভিত্তিক আলোচনা সভার আয়োজনের সূত্রপাত ঘটে। 'রথযাত্রা' পর্বে এবং'মহালয়া' পর্বে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে হিন্দু ধর্মীয় পর্ব ভিত্তিক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সর্ব শেষ১৪ই অক্টোবর ২০১৩ তারিখে 'মহালায়া' উপলক্ষে স্থানীয় হামদর্দ মিলনায়তনে দ্বিতীয় পর্ব ভিত্তিক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় ।

জাতীয় এবং ধর্মীয় দিবসসমূহ উদযাপন : প্রধান কার্য ালয়সহ ঢাকা শহরের উল্লেখযোগ্য মন্দিরসমূহে এবং দেশের প্রায় পাঁচ হাজার প্রাক-প্রাথমিক শিশু ও গণশিক্ষা কেন্দ্রে মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস, মহান বিজয় দিবস, জাতীয় শোকদিবস ও বঙ্গবন্ধুর জন্মদিনে বিশেষ প্রার্থ নার আয়োজন করা হয়েছে। প্রয়াত মহামান্য রাষ্ট্রপতি জনাব মোঃ জিলস্নুর রহমানের আকস্মিক মৃত্যুতে ট্রাস্টে বিশেষ শোক সভার আয়োজন করা হয়।

জেলা পর্য ায়ে জাতীয় শোক দিবস উদযাপন:

প্রথমবারের মত ২০১২-১৩ অর্থ বছরের সরকারি রাজস্ব বরাদ্দে জেলা পর্য ায়ে হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টর ব্যানারে জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শাহাদাৎ বার্ষি কীতে জাতীয় শোকদিবস পালন করা হয়েছে।

জেলা পর্য ায়ে শুভ জন্মাষ্টমী উদযাপন: প্রথমবারের মত ২০১২-১৩ অর্থ বছরের সরকারি রাজস্ব বরাদ্দে জেলা পর্য ায়ে হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের ব্যানারে জেলা প্রশাসকের সভাপতিত্বে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

অন্যান্য কর্ম কান্ড:

ওয়েবসাইট : তথ্যপ্রযুক্তির সুফল পাওয়ার লক্ষ্যে এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে ২০১২-১৩ অর্থ বছরে নিজস্ব ডায়নামিক ওয়েবসাইট চালু করা হয়েছে। এ ওয়েবসাইট দেশের হিন্দু সম্প্রদায়ের ধর্মীয় কর্ম কান্ডে সরকারী উদ্যোগ ব্যাপক ভাবে প্রচারের ব্যবস্থা করেছে।

হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের প্রকাশনা: ২০১২ সালের জুন মাসে প্রকাশিত ট্রাস্টের আইন ও বিধি নিয়ে ইংরেজীতে সংকলিত 'বুকলেট' ট্রাস্ট সম্পর্কে ব্যাপক প্রচারের সুযোগ সৃষ্টি করেছে। একই সময়ে প্রকাশিত ট্রাস্টের ব্রশিওর সারাদেশে বিতরণ করা হয়েছে।

ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের তালিকাভুক্তি ও সনদপত্র প্রদানঃ দেশের হিন্দু ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা নিরূপণ ও তালিকাভুক্তির কাজ চলছে। তালিকাভুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলোকে একটি করে সনদপত্র প্রদান করা হয়েছে।

গীতা পাঠক মনোনয়নঃ সরকারী বিভিন্ন অনুষ্ঠানে পবিত্র গীতা থেকে পাঠ করার জন্য হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট গীতাপাঠক মনোনয়ন প্রদান করেছে।

হিন্দু ধর্মীয় নেতাদের প্রশিক্ষণ : বৈদেশিক দাতা সংস্থার (টঘঋচঅ) আর্থি ক সহায়তায় ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রালয়ের ''মানব সম্পদ উন্নয়ন'' কার্য ক্রমের আওতায়২,৬০০ ধর্মীয় নেতাকে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন মুলক বিষয়ে এবং ''নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে ধর্মীয় নেতাদের সম্পৃক্তকরণ'' শীর্ষ ক প্রকল্পের আওতায় অত্র ট্রাস্টের ব্যবস্থাপনায় ৩৬০জন হিন্দু ধর্মীয় নেতাকে প্রশিক্ষন প্রদান করা হয়েছে।

দেবোত্তর সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা আইনের খসড়া উপস্থাপন : হিন্দু সম্প্রদায়ের দীর্ঘ দিনের দাবী ও চাহিদার প্রতি সমর্থ ন জানিয়ে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের নির্দে শে অত্র ট্রাস্ট দেবোত্তর সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা আইন এর খসড়া তৈরী করে। একটি বিশেষজ্ঞ কমিটির মাধ্যমে ২০১৩ সালের হিন্দু ধর্মীয় সরকারী ছুটি সম্ভাব্য তারিখ নির্ধ ারণ করা হয়। প্রতিবছর শুভ জন্মাষ্টমী ও শারদীয় দুর্গ াপূজা উপলক্ষে**মহামান্য রাষ্ট্রপতি** কর্তৃক হিন্দু ধর্মীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় অনুষ্ঠান আয়োজনে অত্র ট্রাস্ট নির্দে শানুযায়ীপ্রয়োজনীয় সহায়তা করে আসছে। এছাড়া দেবোত্তর সম্পত্তি উদ্ধার, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা, হিন্দুদের সামাজিক সমস্যা সমাধানে এবং হিন্দু সম্প্রদায়ের কল্যাণার্থে বিভিন্ন কার্য ক্রমে সম্মানিত ট্রাস্টিগণ নিজ নিজ এলাকায় স্থানীয় প্রশাসনকে সহযোগিতা করে আসছেন।

বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট

পরিচিতিঃ

দেশের বৌদ্ধ জনগোষ্ঠীর কল্যাণ সাধনের লক্ষ্যে ১৯৮৩ সনের ৬৯ নম্বর রাষ্ট্রপতির অধ্যাদেশ-এর ৩ ধারার বিধান অনুসারে ১৬ জানুয়ারী, ১৯৮৪ সনে বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট প্রতিষ্ঠিত হয়।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ

(১) বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের ধর্মীয় কল্যাণ সাধন।

(২) বৌদ্ধ ধর্মীয় উপাসনালয়ের রক্ষণাবেক্ষণ এবং প্রশাসনের জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান।

(৩) বৌদ্ধ ধর্মীয় উপাসনালয়ের পবিত্রতা রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ।

(৪) প্রয়োজনীয় বিবেচনায় অন্যান্য কার্য বা বিষয়াদি সম্পাদন।

বোর্ড অব ট্রাস্টি

ট্রাস্ট অধ্যাদেশ- এর ৪ ও ৫ ধারার বিধান অনুসারে ট্রাস্টের পরিচালনা ও প্রশাসনের দায়িত্বভার সরকার কর্তৃক নিযুক্ত একটি ট্রাস্টি বোর্ডের উপর ন্যস্ত। ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী পদাধিকার বলে বোর্ডের চেয়ারম্যান। দেশের বৌদ্ধ অধ্যুষিত এলাকাসমূহ হতে মনোনীত বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের ১জন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে ভাইস-চেয়ারম্যান ও সরকার কর্তৃক মনোনীত ৫ জন বিশিষ্ট ব্যক্তি এ ট্রাস্টের সদস্য। মোট ৭(সাত) সদস্য নিয়ে ট্রাস্টি বোর্ড গঠিত।

তহবিলঃ

১৯৮৪ সালে তৎকালিন সরকার এক কোটি টাকার আমানত তহবিল বরাদ্দ প্রদান করে এবং উক্ত তহবিল থেকে প্রাপ্ত লভ্যাংশ দিয়ে ট্রাস্টের কার্যক্রম শুরু হয়। পরবর্তীতে সরকার১৯৯৫ সালে ১ (এক) কোটি, ২০০১ সালে আরও ১ (এক) কোটি টাকা এবং বর্তমান মহাজোট সরকার ২০১১ সালে ১(এক) কোটি ৫০ (পঞ্চাশ) লক্ষ টাকা এবং চলতি বছরে(২০১৩ খ্রিঃ) ৫০ (পঞ্চাশ) লক্ষ টাকা বরাদ্দ প্রদান করার ফলে বর্তমান ট্রাস্ট তহবিলের পরিমান ৫.০০ (পাঁচ) কোটি টাকা।

প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনাঃ

ট্রাস্টের স্থায়ী আমানত তহবিল হতে প্রাপ্ত সুদ দিয়ে ট্রাস্টের প্রশাসনিক ব্যয় ও বৌদ্ধ বিহার, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও উপসনালয়ের সংস্কার, মেরামতের জন্য বার্ষিক অনুদানপ্রদান করা হয়।

ট্রাস্টের প্রশাসনিক অফিস ঢাকাস্থ সবুজবাগ থানাধীন ধর্মরাজিক বৌদ্ধ মহাবিহার কমপ্লেক্স এ ধর্মরাজিক স্কুল ভবনে অবস্থিত। অফিস প্রশাসন ও কার্য পরিচালনার জন্য বর্তমানে১জন সচিব, ১জন উপ-পরিচালক, ১জন হিসাব রক্ষক, ১জন আইটি সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর, ১জন অফিস সহকারী, ১জন গাড়ী চালক এবং ১জন অফিস সহায়ক কর্মরত রয়েছে।

বর্তমান সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকে সরকারে সদিচ্ছা ও সক্রিয় সহযোগিতায় ট্রাস্টের কার্যক্রম ও কর্মতৎপরতা ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। এর ফলে বৌদ্ধ ধর্মের প্রচার প্রসার বৃদ্ধি পেয়েছে। এ কার্যক্রম তৃণমূল পর্যায়ে আরও অধিকতর বিসম্মৃতি ঘটানোর লক্ষ্যে চট্টগ্রাম, রাঙ্গামাটি, বান্দরবান, খাগড়াছড়ি, কক্সবাজার, বরগুনা ও পটুয়াখালী অঞ্চলে ট্রাস্টের শাখা অফিস স্থাপনের কাজ সুসম্পন্ন হয়েছে এবং প্রত্যেক জেলা অফিসে একটি করে পাঠাগার/গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করার কাজ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। শাখা অফিস সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য প্রত্যেক শাখায় ১ জন পরিদর্শক, ১ জন অফিস সহকারী এবং একজন অফিস সহায়কসহ ৩ জন করে ৬টি শাখায় মোট ১৮ (আটার) টি নতুনপদ সৃষ্টি বোর্ড সভায় অনুমোদন করা হয়েছে। ইতোমধ্যে, প্রত্যেক জেলা শাখা অফিসের জন্য একজন করে ৬(ছয়)টি অফিসের জন্য ৬(ছয়) জন খন্ড কালিন লোক নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।

কার্যক্রমঃ

বৌদ্ধ ধর্মীয় উপসনালয়ের রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামতের জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে বৌদ্ধ ধর্ম চর্চার ক্ষেত্র তৈরী, সামগ্রিক উন্নয়ন, উপাসনালয়ের পবিত্রতা রক্ষা প্রভৃতি কার্যগুলো সুচারুরূপে সম্পাদনের লক্ষে যাবতীয় পদক্ষেপ গ্রহন করাই এই ট্রাস্টের প্রথম ও প্রধান কাজ। বর্তমান গণতান্ত্রিক মহাজোট সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর থেকে

সরকারের সদিচ্ছা ও সক্রিয় সহযোগিতায় ট্রাস্ট এর কার্য ক্রম ও কর্ম তৎপরতা ব্যাপক বিস্তৃতি লাভ করেছে এর ফলে বৌদ্ধ ধর্মের প্রচার প্রসার বৃদ্ধি পেয়েছে। বৌদ্ধ ধর্মীয় ঐতিহাসিক পটভূমি, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য বাংলাদেশের ঘরে ঘরে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। বর্তমান ট্রাস্টি বোর্ড পূর্ন গঠনের পর ট্রাস্ট কার্য ক্রমে নবজাগরণের সূচনা হয়েছে। দিন দিন বেগবান হচ্ছে। বর্তমানে বৌদ্ধ বিহার/প্যাগোডার সংখ্যা ৩,০০০ (তিন হাজার) এর অধিক। ট্রাস্টের উল্লেখযোগ্য কার্য াবলী নিম্নরূপ

উপাসনালয় সংস্কার ও মেরামতঃ

দেশের শহর, বন্দর ও গ্রামাঞ্চলের বৌদ্ধ বিহার/প্যাগোডা/ উপসনালয়ের সংস্কার ও মেরামতের জন্য বার্ষি ক অনুদান প্রদান করা হয়। চলতি ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে বৌদ্ধ বিহার/প্যাগোডা/ উপসনালয়ের সংস্কার ও মেরামতের জন্য ৩৬৩টি বৌদ্ধ বিহারে ৪৫,০০,০০০/-(পয়ঁতাল্লিশ লক্ষ) টাকা এক কালিন অনুদান প্রদান করা হয়। মহাজোট সরকার দায়িত্বভার গ্রহণের পর থেকে ট্রাস্ট অফিস সর্ব মোট ১,৭৪৯ টি বৌদ্ধ বিহারের জন্য মোট ১কোটি ৭৯ লক্ষ টাকা অনুদান বিতরণ করেছে।

বৌদ্ধ ভিক্ষু ও দুঃস্থদের আর্থি ক সহায়তাঃ

দেশের অস্বচ্ছল বৌদ্ধ বিহারের আবাসিক ভিক্ষু/শ্রমনের চিকিৎসার জন্য আর্থি ক সহায়তা প্রদানের নতুন খাত সৃজন করা হয়েছে। এখাত হতে প্রতিবছর অস্বচ্ছল বৌদ্ধ বিহারের আবাসিক ভিক্ষু/শ্রমনের চিকিৎসার জন্য আর্থি ক সাহায্য প্রদান করা হয়ে থাকে। এ যাবৎ ২(দুই) জন বৌদ্ধ ভিক্ষু ও ২(দুই)জন গৃহীকে চিকিৎসার জন্য মোট ৬০,০০০.০০ (ষাট হাজার) টাকা অনুদান প্রদান করা হয়েছে।

শুভ বুদ্ধ পূর্ণি মা ও প্রবারণা পূর্ণি মা উদ্যাপনঃ

বর্তমান সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর হতে শুভ বুদ্ধ পূর্ণি মা ও প্রবারণা পূর্ণি মা উদ্যাপন তথা দানোত্তম কঠিন চীবর দান উৎসব উদ্যাপনের জন্য প্রতিবছর মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ ও কল্যাণ তহবিল হতে বিশেষ অনুদান প্রদান করা হয়ে থাকে। শুভ বুদ্ধপূর্ণি মা ও প্রবারণা পূর্ণি মা উদ্যাপন তথা দানোত্তম কঠিন চীবর দান উৎসব উদ্যান উপলক্ষ্যে উপলক্ষ্যে ২০০৯ হতে ২০১৩ পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ ও কল্যাণ তহবিল হতে ১ কোটি ২০ লক্ষ টাকা অনুদান পাওয়া গেছে। উক্ত অনুদানের অর্থ যথাসময়ে দেশের বিভিন্ন অস্বচ্ছল বৌদ্ধ বিহারে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিতরণ করা হয়েছে।

বৌদ্ধ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও বৌদ্ধ শ্মশান এর তালিকাঃ

দেশের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত বৌদ্ধ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান তথা বৌদ্ধ বিহার/প্যাগোডা/ক্যাং/চৈত্য ও বৌদ্ধ সার্ব জননীন শ্মশানের হালনাগাদ সংখ্যা নিরূপন ও তালিকাভূক্তির কার্য ক্রম চলছে। দেশের সকল বৌদ্ধ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানকে ট্রাস্টের কার্য ক্রমেরআওতায় আনার কাজ অব্যাহত রয়েছে।

ওয়েব-সাইটঃ

তথ্য প্রযুক্তির সুফল জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছানোর লক্ষে বর্তমান সরকারের **"ভিশন-২০২১"** বাস্তবায়নেরমাধ্যমে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে অবাধ তথ্য প্রবাহ আদান প্রদানের জন্য বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের একটি নিজস্ব ওয়েব-সাইট (www.buddhistrwtbd.org) চালু করা হয়েছে। এ ওয়েব-সাইটে দেশের বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের ধর্মীয় কর্ম কান্ডের বিভিন্ন তথ্য পাওয়া যাবে।

জাতীয় দিবস ও ধর্মীয় উৎসব :

দেশের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত বৌদ্ধ বিহার, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও উপসনালয়ে জাতীয় দিবস ও বৌদ্ধ ধর্মীয় উৎসবসমূহ যথাযোগ্য মর্য াদায় উদ্যাপনের জন্য সার্বি ক সহযোগিতা প্রদান করা হয়ে থাকে। এসব জাতীয় দিবস ও ধর্মীয় দিবসে দেশের সকল বৌদ্ধ বিহার/ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান / উপসনালয়ে জাতির অগ্রগতি, সমৃদ্ধি ও সকলের সুখ-শান্তি কামনা করে বিশেষ প্রার্থ ণার আয়োজন করা হয়।

জাতীয় পর্যায়ে সরকারের সাথে বৌদ্ধ জনগণের সেতু বন্ধন হিসেবে বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। মহাজোট সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের বিভিন্ন ধর্মীয় উৎসবসমূহ যথাযথ জাতীয় মর্যাদা ও ধর্মীয় ভাবগম্ভীরভাবে উদ্যাপন করা হচ্ছে। বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের প্রধান ধর্মীয় উৎসব **''শুভ বুদ্ধ পূর্ণি মা''** উপলক্ষে বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দ ও জনগণের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন। বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট বঙ্গভবনের সার্বিক সহযোগীতায় ধারাবাহিকভাবে এ অনুষ্ঠান সুচারুভাবে সম্পাদন করে আসছে। **''শুভ বুদ্ধ পূর্ণি মা২০১৩** উপলক্ষ্যে ২৩/০৫/২০১৩ খ্রি: তারিখে বঙ্গভবনে **মহামান্য রাষ্ট্রপতি মোঃ আবাদুল হামিদ** এর সাথে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দ ও জনগণের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন। এছাড়া, **''শুভ বুদ্ধ পূর্ণি মা২০১৩** উপলক্ষ্য ২২/০৫/২০১৩ খ্রি: তারিখে গণভবনে **মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা** এর সাথে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দ ও জনগণের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন।

অন্যান্য কার্যক্রমঃ

আইন শৃংঙ্খলা রক্ষা, বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের কল্যাণার্থে বিভিন্ন কার্যক্রমে বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট স্থানীয় প্রশাসনকে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করে। মহাজোট সরকার দায়িত্বভার গ্রহণের পর থেকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা নির্দেশনায় বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের কার্যক্রম তৃণমুল পর্যায়ে বিস্তৃতি লাভ করেছে। এই ধারা ভবিষ্যতেও অব্যহত থাকবে। বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের আওতায় পালি-বাংলা অভিধান (১ম ও ২য় খন্ড) প্রকাশ করা হয়েছে। এছাড়া সপ্তপর্ণী নামে একটি গবেষণাধর্মী জার্নাল প্রকাশ করা হয়।

প্রশিক্ষণ কার্যক্রমঃধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনে ইউ এন এফ পি এ এর অর্থায়নে বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট ৯৬০ জন বৌদ্ধ ভিক্ষু, মহিলা নেতৃবৃন্দ ও স্থানীয় সামাজিক নেতৃবৃন্দকে প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে। এ ছাড়া লিডার্স অব ইনফ্লুন্সে প্রকল্পের আওতায় ৩০০ জন ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ কে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

খ্রিস্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট

পরিচিতিঃ

১৯৮৩ সালে খ্রিস্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট বিষয়ক অধ্যাদেশ জারীর ২৬ বছর পর ১৫ নভেম্বর,২০০৯ খ্রিস্টাব্দে খ্রিস্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট গঠন করা হয়।

লক্ষ্য ও কার্য াবলী

(১) খ্রিস্টান ধর্ম াবলম্বীদের ধর্মীয় কল্যাণ সাধন।
(২) খ্রিস্টান ধর্মীয় উপাসনালয়ের রক্ষণাবেক্ষণ এবং প্রশাসনের জন্য আর্থি ক সহায়তা প্রদান।
(৩) খ্রিস্টান ধর্মীয় উপাসনালয়ের পবিত্রতা রক্ষার জন্য প্রযোজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ।
(৪) প্রয়োজনীয় বিবেচনায় অন্যান্য কার্য বা বিষয়াদি সম্পাদন ।

র্বে াড অব ট্রাস্টিঃ

ট্রাস্ট অধ্যাদেশ অনুসারে ট্রাস্টের পরিচালনা ও প্রশাসনের দায়িত্বভার সরকার কর্তৃক নিযুক্ত একটি ট্রাস্টি বোর্ডে র উপর ন্যস্ত। ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী মহোদয় পদাধিকার বলে বোর্ডে র চেয়ারম্যান। দেশের খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের১জন বিশিষ্ট ব্যক্তি ভাইস-চেয়ারম্যান। দেশের খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের ৪জন বিশিষ্ট ব্যক্তি সদস্য। ট্রাস্টি বোর্ড এর মোট সদস্য সংখ্যা ৭(সাত)।

তহবিলঃ

ট্রাস্টের তহবিল মহান জাতীয় সংসদে অধ্যাদেশের সংশ্লিষ্ট ধারা সংশোধন পূর্ব ক১ কোটি টাকা থেকে ৫ কোটি টাকায় উন্নীত করে তা ছাড় পূর্ব ক১৯/০৭/২০১১ তারিখে স্থায়ী আমানত করা হয়েছে।

প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনাঃ

ট্রাস্টের স্থায়ী আমানত তহবিল হতে প্রাপ্ত সুদ দিয়ে ট্রাস্টের প্রশাসনিক ব্যয়, গীর্জা সংস্কার ও মেরামত এবং খ্রিস্টান কবরস্থান উন্নয়নের জন্য বার্ষি ক অনুদান প্রদান করা হয়। ট্রাস্টের প্রশাসনিক অফিস ৮২ নম্বর তেজকুনীপাড়া, তেজগাঁও, ঢাকায় অবস্থিত। অফিস প্রশাসন ও কার্য পরিচালনার জন্য বর্তমানে১ জন সচিব, ১জন হিসাব রক্ষক , ১জন আইটি সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর, ১জন গাড়ী চালক এবং ১জন অফিস সহায়ক ও ১জন ক্লিনার কর্ম রত রয়েছে।

কার্য ক্রমঃ

ট্রাস্ট হতে এ পর্যন্ত ৩৪টি গীর্জা মেরামত ও সংস্কার এবং ১টি গীর্জা উন্নয়নের জন্য সর্ব মোট৪৯ লক্ষ টাকা অনুদান প্রদান করা হয়েছে।

উন্নয়ন প্রকল্প ও কর্ম সূচি

ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন বাজেট নিম্নরূপঃ

অর্থ বছর	বরাদ্দের পরিমাণ	প্রকল্প সংখ্যা
২০০৮-২০০৯	১২০.৫৬	৯টি
২০০৯-২০১০	১৮২.১২	৯টি
২০১০-২০১১	১৫৭.২৮	৬টি
২০১১-২০১২	১৫১.৪৭	৫টি
২০১২-২০১৩	১৬৮.৪০	৭টি

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের উন্নয়ন বাজেটে বরাদ্দ রাখা হয়১৫৬.১৬ কোটি টাকা এবং সংশোধিত উন্নয়ন বাজেটে বরাদ্দ ১৪৯.৯২ কোটি টাকা। চলতি অর্থ বছরের বার্ষি ক উন্নয়ন কর্ম সুচিতে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়েরটি উন্নয়ন প্রকল্প অন্তর্ভু ক্ত আছে। ডিসেম্বর ২০১৩ পর্যন্ত অবমুক্তির পরিমাণ ৭৭.৮৩ কোটি টাকা । উক্ত সময় পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ৭৫.৩১ কোটি টাকা অর্থ াৎ অবমুক্তির৯৭%।

প্রকল্পসমূহের বর্ণ না এবং৫ বছরের (২০০৯-২০১৩) অগ্রগতিঃ

১. মসজিদ ভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্য ক্রম৫ম পর্য ায় প্রকল্পঃ

সরকারের সবার জন্য শিক্ষার ধারণা এবং বাধ্যতামূলক শিক্ষার কর্ম সূচি বাস্তবায়ন করতে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ইসলামিক ফাউন্ডেশন ধর্মীয় মূল্যবোধে উজ্জীবিত হয়ে বাংলাদেশ পলস্নী উন্নয়ন একাডেমীর আদলে মসজিদভিত্তিক শিক্ষা কার্য ক্রম পরিচালনা করছে। বর্তমানে দেশের জাতীয় শিক্ষা নীতির ক্ষেত্রে এ কার্য ক্রম যে অবদান রাখছে তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। এ প্রকল্পে মসজিদের ইমামগণ প্রাকপ্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীদেরকে একাডেমিক পর্য ায়ে শিক্ষার বিষয়ে আগ্রহ সৃষ্টি ও শিক্ষাভীতি দূর করাসহ বাংলা অংক, ইংরেজী, আরবী, নৈতিকতা, মূল্যবোধসহ শিক্ষা দিচ্ছেন। এটি সরকারের শিক্ষা কার্য ক্রম ভিত্তিক জাতিগঠন মূলক একটি প্রকল্প। এ প্রকল্পের সুবিধাভোগী অধিকাংশই সমাজের অবহেলিত, দরিদ্র ও নিরক্ষর জনগোষ্ঠির। প্রকল্পটি সফলভাবে তার কার্য ক্রম পরিচালনা করে আসছে। প্রকল্পের মাধ্যমে ইতোমধ্যে ৪টি পর্য ায়ে**৫৩,৫৮,৭৫০জনকে শিক্ষা প্রদান করা হয়েছে।** ১ জানুয়ারী ২০০৯ সাল থেকে প্রকল্পের ৫ম পর্য ায়ের কার্য ক্রমবাস্তবায়ন করা হচ্ছে এবং তা যথারীতি ৩১ ডিসেম্বর ২০১৪ পর্যন্ত চলবে ।

৫ম পর্য ায় প্রকল্পের প্রকল্পটি নিমণরূপ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য (Objectives of the Project) নিয়ে বাস্তবায়ন হচেছ-

(ক) সারাদেশের মসজিদগুলোকে কাজে লাগিয়ে একটি সুসংগঠিত প্রাক-প্রাথমিক শিশু শিক্ষা কার্য ক্রম প্রতিষ্ঠারলক্ষ্যে ২৪,০০০টি শিক্ষা কেন্দ্রের মাধ্যমে ৩৯,০০,০০০জন শিশু শিক্ষার্থীকে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান করা;

(খ) প্রাক-প্রাথমিক স্তরের শিশুদের জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থী ভর্তির হার বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্তকারী শিশুদের মধ্যে কমপক্ষে ৮০% শিশুকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি করা ;

(গ) বয়স্ক স্তরের নিরক্ষর জনগোষ্ঠির মধ্যে স্বাক্ষরতার হার বৃদ্ধি ও সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্য ১,১৫,২০০জন বয়স্ক এবং নিরক্ষর জনগোষ্ঠিকে (মহিলা, পুরম্নষ এবং জেল খানার কয়েদি) স্বাক্ষরতা এবং ধর্মীয় শিক্ষা প্রদান করা;

(ঘ) সারাদেশের মসজিদগুলোকে কাজে লাগিয়ে ১২,০০০ শিক্ষা কেন্দ্রের মাধ্যমে ২৫,২০,০০০জন স্কুলগামী ও ঝরে পড়া শিক্ষার্থীদেরকে সহীহ শুদ্ধভাবে পবিত্র কুরআন শরীফ শিক্ষাদানের সুযোগ সৃষ্টি করা;

(ঙ) নব্য ও স্বল্প শিক্ষাপ্রাপ্তদের জন্য ১,৫৩৬ টি রিসোর্স সেন্টার (জীবনব্যাপী শিক্ষা পাঠাগার বা স্বাক্ষরতা উত্তর কর্ম সূচী) কার্য ক্রম চলমান রাখা যাতে করে তাদের নব্য অর্জিত স্বাক্ষরতা জ্ঞান সতেজ থাকে এবং তাদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি পেতে পারে;

(চ) নতুন প্রজন্মের শিক্ষার্থীদের এবং জেলাখানার কয়েদিদের মাঝে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি, নিয়মশৃঙ্খলা, ধর্মীয় ও নৈতিক মূল্যবোধভিত্তিক অনুশাসন/নিয়মানুবর্তিতার উন্নয়ন করা।

বিগত ৫ বছরে(২০০৯-২০১৩) নিম্নোক্ত সাফল্য অর্জিত হয়েছে।

শিক্ষাবর্ষ	স্তরওয়ারী শিক্ষার্থী			মোট শিক্ষার্থী	মোট শিক্ষা কেন্দ্র	মোট রিসোর্স সেন্টার
	প্রাক-প্রাথমিক (০৪-০৫)	বয়স্ক (১৫-৩৫)	কুরআন শিক্ষা (স্কুলগামী শিক্ষার্থী ও ড্রপ-আউটদের জন্য)			
২০০৯	৫,৭০,০০০জন	১৯,২০০জন	৪,২০,০০০জন	১০,০৯,২০০জন	৩১,৭৬৮টি	১৫৩৬টি
২০১০	৬,০০,০০০জন	১৯,২০০জন	৪,২০,০০০জন	১০,৩৯,২০০জন	৩২,৭৬৮টি	১৫৩৬টি
২০১১	৬,৩০,০০০জন	১৯,২০০জন	৪,২০,০০০জন	১০,৬৯,২০০জন	৩৩,৭৬৮টি	১৫৩৬টি
২০১২	৬,৬০,০০০জন	১৯,২০০জন	৪,২০,০০০জন	১০,৯৯,২০০জন	৩৪,৭৬৮টি	১৫৩৬টি
২০১৩	৭,২০,০০০জন	১৯,২০০জন	৪,২০,০০০জন	১১,৫৯,২০০জন	৩৬,৭৬৮টি	১৫৩৬টি
মোট	৩১৮০০০০জন	৯৬০০০জন	২১,০০,০০০জন	৫৩,৭৬,০০০জন (৮২.২৬%)	৩৬,৭৬৮টি	১৫৩৬টি

♦মন্তব্যঃ প্রকল্প মেয়াদে বিগত ৫ বছরে ৩৬,৭৬৮টি কেন্দ্রের মাধ্যমে শিশু, স্কুল পড়ুয়া, ঝরেপড়া ও বয়স্ক ৫৩,৭৬,০০০জনকে শিক্ষা প্রদান করা হয়েছে যার মধ্যে প্রায় ৪৯% শিক্ষার্থী ছাত্রী। অথচ অতীতে ১৯৯৩ থেকে ২০০৮ সাল পর্যন্ত সময়ে ১৬ বছরে শিক্ষা প্রদান করা হয়েছিল ৫৩,৫৮,৭৫০জনকে।

প্রকল্প মেয়াদে মোট প্রাক্কলিত অনুমোদিত ব্যয় বরাদ্দ ধরা হয়েছে ৭৬৮.৩৩ কোটি টাকা। উক্ত প্রকল্প বরাদ্দ থেকে বিগত ৫ বছরে এডিপি/সংশোধিত এডিপিতে নিমণরূপভাবে বরাদ্দ পাওয়া গেছেঃ

১.	২০০৮-২০০৯ অর্থ বছরের বরাদ্দ	-	১৬০০.০০ লক্ষ টাকা।
২.	২০০৯-২০১০ অর্থ বছরের বরাদ্দ	-	১৩৭৩৭.০০ লক্ষ টাকা।
৩.	২০১০-২০১১ অর্থ বছরের সংশোধিত বরাদ্দ	-	১১৯০০.০০ লক্ষ টাকা।
৪.	২০১১-২০১২ অর্থ বছরের বরাদ্দ	-	১২৪২২.০০ লক্ষ টাকা।
৫.	২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের বরাদ্দ	-	১২৬৫০.০০ লক্ষ টাকা।
৬.	২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরের বরাদ্দ	-	১৪০০০.০০ লক্ষ টাকা।
	মোট প্রাপ্তি =		৬,৬৩,০৯.০০ লক্ষ টাকা।

মন্তব্যঃ **শিক্ষার্থী পিছু সামগ্রিক ব্যয়** (সংস্থাপন ব্যয়সহ) ১১৭৫/-টাকা (কার্যক্রম ও সংস্থাপনসহ সামগ্রিক ব্যয়) ।

এ প্রকল্পের শিক্ষা কেন্দ্রের মাধ্যমে সুবিধাভোগী শিক্ষার্থী ছাড়াও প্রকল্পের রিসোর্স সেন্টারগুলো থেকে নব্য সাক্ষররা স্থানীয় যুবক-যুবতী ও সাধারণ জনগণও বিভিন্ন ভাবে উপকৃত হচেছ। এছাড়া লক্ষ্যমাত্রানুযায়ী ১,০৫১টি(১০০%) সাধারণ রিসোর্স সেন্টার এবং ৪৮৫টি(১০০%) মডেল রিসোর্স সেন্টার পরিচালনা করা হচেছ। প্রকল্প মেয়াদে প্রকল্পের প্রভিশন ও লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী অবশিষ্ট শিক্ষা কার্য ক্রম পর্য ায়ক্রমেবাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

প্রকল্পে বর্তমানে ৩৬,৭৬৮ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা, ১৫৩৬ জন কেয়ারটেকার এবং বিভিন্ন ক্যাটাগরির ৭০০ জন জনবল কর্ম রত আছে। প্রকল্পটি মহিলাদেরও কর্ম সংস্থান সৃষ্টি করেছে। বর্তমানে প্রকল্পে৫,৮০০জন মহিলা শিক্ষেকা নিয়োজিত আছেন। প্রকল্পটির মাধ্যমে নিরক্ষরতা দূরীকরণ, প্রাইমারী স্কুলে ছাত্র ভর্তি বৃদ্ধি, ধর্মীয় শিক্ষা, নৈতিকতা শিক্ষা, বয়স্ক শিক্ষার্থীকে স্বাক্ষরতা ও পবিত্র কুরআন শিক্ষাদানসহ বিভিন্ন বিষয়ে সচেতনতা শিক্ষা প্রদান করা হচেছ। প্রকল্পের আওতায় এ সব কেন্দ্রে নির্ধ ারিত৩টি স্তরে (প্রাক-প্রাথমিক, বয়স্ক এবং কুরআন শিক্ষা কেন্দ্র) শিক্ষার্থীদের শিক্ষা প্রদান করা হচ্ছে।

২. ইসলামিক ফাউন্ডেশনের কার্য ক্রম ডিজিটালে রূপান্তর ও ডিজিটাল আর্কাইভ স্থাপন প্রকল্পঃ

ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ''ইসলামিক ফাউন্ডেশনের কার্য ক্রম ডিজিটালে রূপান্তর ও ডিজিটাল আর্কাইভ স্থাপন (১ম সংশোধন)''শীর্ষ ক প্রকল্পটির অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয় ১০০৭.০০ লক্ষ টাকা এবং বাস্তবায়ন মেয়াদকাল ০১/০৯/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১৩ পর্যন্ত। প্রকল্পের আওতায় এ পর্যন্ত ৪২৮ সেট কম্পিউটার, ৬৪টি মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর, ১২৪টি অফিস সরঞ্জাম, ৩৫৭টি আসবাবপত্র সংগ্রহ ও বিতরণ করা হয়েছে। তা ছাড়া ২০০০ জন সুবিধাভোগীদের কম্পিউটার প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ১টি ডিজিটাল আর্কাইভস ও ৮ মডিউল সফটওয়্যার উন্নয়ন করা হয়েছে। এছাড়া, প্রকল্পের আওতায় বাংলাদেশের সমস্ত মসজিদ, মাদ্রাসা এবং অন্যান্য ইসলাম ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের তথ্য সংগ্রহ পূর্ব ক ডাটাবেইজ তৈরী করা হয়েছে। ইতোমধ্যে প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজ সমাপ্ত হয়েছে। প্রকল্পের বরাদ্দকৃত ১০০৭.০০ লক্ষ টাকা হতে ব্যয় হয়েছে ১০০৫.৯৭ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের অগ্রগতি নিম্নের সারণীতে দেয়া হ'ল ।

ক্রঃ নং	কর্ম কান্ডের বিষয়	পাঁচ বছরের অর্জন			সাফল্যের হার
		পরিমাণগত	গুনগত	কাঠামোগত	
১।	কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি ক্রয়	৩৫১টি	দাপ্তরিক কার্য াবলী দ্রুত নির্ভু লভাবে সম্পন্নকরণ ও তথ্য সংরক্ষণ সম্ভব হচ্ছে। এর কর্ম কর্তা ও কর্ম চারীদের কাজের গুনগত মান বৃদ্ধি পেয়েছে।	ইসলামিক ফাউন্ডেশনের প্রধান কার্য ালয় বিভাগীয়, জেলা ও মাঠ পর্য ায়ের সকল কার্য ালয়ে কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক সরঞ্জমাদি প্রদান করা হয়েছে।	১০০%
২।	সফ্টওয়্যার উন্নয়ন	২ টি	জনসাধারণসহ সর্বস্তরের মানুষের ইসলামিক ফাউন্ডেশনের কার্য াবলী ও সেবা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করার সুবিধা সৃষ্টি হয়েছে। কারপার্কিং অটোমেশন করার ফলে পার্কিং ফির হিসাব সংরক্ষণ করা ও পার্কিং ব্যবস্থাপনা উন্নত হয়েছে।	১টি ডাটা ড্রাইভেন ডাইনামিক ওয়েবসাইট তৈরী করা হয়েছে। ইসলামিক ফাউন্ডেশনের যাবতীয় কার্য াবলীর হালনাগাদ তথ্য এই ওয়েবসাইটে পাওয়া যায়। বায়তুল মোকাররমস্থ ইসলামিক ফাউন্ডেশনের কারপার্কিং কম্পিউটার সফ্টওয়্যারের মাধ্যমে অটোমেশন করা হয়েছে।	১০০%
৩।	কম্পিউটার প্রশিক্ষণ	৮৪৯ জন	কর্ম কর্তা ও কর্ম চারীদেরকে সফ্টওয়ার সম্পর্কে প্রশিক্ষণ প্রদান করার ফলে তাদের দাপ্তরিক কর্ম দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং দাপ্তরিক কাজ দ্রুত ও নির্ভু লভাবে সম্পন্ন হচ্ছে।	প্রধান কার্য ালয়, বিভাগীয়, জেলা ও মাঠ পর্য ায়ের সকল দপ্তর থেকে পর্য ায়ক্রমে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।	১০০%
৪।	নেটওয়ার্ক	৬০টি সংযোগ	ই-মেইল তথ্য আদান-প্রদান, ওয়েবসাইটের মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হচ্ছে।	প্রধান কার্য ালয়ের সকল বিভাগে ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সংযোগ প্রদান করা হয়েছে।	১০০%
৫।	অফিস সরঞ্জমাদি ক্রয়	৭২ টি	দাপ্তরিক কাজ দ্রুত সম্পন্ন করা সম্ভব হচ্ছে। সার্ভার কক্ষে রক্ষিত সরঞ্জমাদি যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা যাচ্ছে।	ফটোকপিয়ার ও এসি সংস্থাপন করা হয়েছে।	১০০%
৬।	আসবাবপত্র	২৪০ টি	প্রকল্পের	কম্পিউটার স্থাপন ও প্রকল্পের	১০০%

	ক্রয়		কর্ম কর্ত/কর্ম চারীদের জন্য সুষ্ঠু কাজের পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে।	কর্ম কর্ত/কর্ম চারীদের জন্য দাপ্তরিক সুবিধা সৃষ্টি হয়েছে।	
৭।	গাড়ী ক্রয়	০১ টি	প্রকল্প কার্য ক্রম মনিটরিং সুবিধা সৃষ্টি হয়েছে।		১০০%

৩. ইসলামিক মিশন কমপেক্স নির্ম াণ(ফতুলা, নারায়ণগঞ্জ ও ঝালকাঠি) প্রকল্পঃ

ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ''ইসলামিক মিশন কমপেক্স নির্ম াণ(ফতুলা, নারায়ণগঞ্জ ও ঝালকাঠি)'' শীর্ষ ক প্রকল্পটির অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয় ১৫,০০.০০ লক্ষ টাকা এবং বাস্তবায়ন মেয়াদকাল জুলাই'২০১১ হতে ডিসেম্বর'২০১৪ পর্যন্ত । প্রকল্পের আওতায় ঝালকাঠীতে ৩০ বেডের ১টি হাসপাতাল, ১টি ডাক্তার ও নার্সে স ডরমেটরী ভবন এবং নারায়ণগঞ্জে ১টি ইসলামিক মিশন নির্ম াণ করা হচ্ছে। নির্ম াণ কাজ৮০% সমাপ্ত হয়েছে। ডিসেম্বর ২০১৩ পর্যন্ত প্রকল্পের অনুকূলে ব্যয় হয়েছে ৭৩৫.৩৬ লক্ষ টাকা।

৪. মসজিদ পাঠাগার সম্প্রসারণ ও শক্তিশালীকরণপ্রকল্পঃ

ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ''মসজিদ পাঠাগার সম্প্রসারণ ও শক্তিশালীকরণ'' শীর্ষ ক প্রকল্পটির অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয় ১,২৪৭.৮৬ লক্ষ টাকা এবং বাস্তবায়ন মেয়াদকাল জুলাই'২০১২ হতে জুন'২০১৭ পর্যন্ত । প্রকল্পের আওতায় ২,৫০০ নতুন মসজিদ পাঠাগার প্রতিষ্ঠা করা হবে। ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে প্রকল্পের আওতায় ৫০০ মসজিদ পাঠাগার প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে প্রকল্পের বরাদ্দ ২০২.০০ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয়েছে ১৪২.৯০ লক্ষ টাকা। এ অর্থ বছরে ৫৮৯টি মসজিদ পাঠাগার প্রতিষ্ঠা করা হবে। বিগত ৫ বছরের প্রকল্পের অগ্রগতি নিমণরূপ :

ক্রঃ নং	কর্মকান্ডের বিষয়	পাঁচ বছরের অর্জন			সাফল্যের হার
		পরিমাণগত	গুনগত	কাঠামোগত	
১।	নতুন মসজিদ পাঠাগার স্থাপন	২,৫০০টি	প্রত্যন্ত অঞ্চলে দারিদ্রক্লিষ্ট মানুষের মাঝে পাঠ্যভ্যাস সৃষ্টির লক্ষ্যে নতুন পাঠাগার স্থাপন করা হয়েছে।	--	১০০%
২।	বিদ্যমান মসজিদ পাঠাগারে পুস্তক সংযোজন	৫,০০০টি	প্রত্যন্ত অঞ্চলে দারিদ্রক্লিষ্ট মানুষের মাঝে পাঠাভ্যাস সৃষ্টির লক্ষ্যে বিদ্যমান পাঠাগারে জেলা মডেল পাঠাগারে ও উপজেলা মসজিদ পাঠাগারে পুস্তক সংযোজন করা হয়েছে।	--	১০০%
৩।	জেলা মডেল পাঠাগারে পুস্তক সংযোজন	৬৪টি		--	১০০%
৪।	উপজেলা মসজিদ পাঠাগারে পুস্তক সংযোজন	৪৭৭টি		--	১০০%
৫।	জাতীয় ধর্মীয় গুরুত্বপূর্ণ দিবস উদযাপন ও সামাজিক ইস্যু নির্ভর আলোচনা অনুষ্ঠান	৭,১৫৫টি	সরকারের বিভিন উন্নয়ন মুলক কার্য ক্রমের সাথে প্রত্যন্ত অঞ্চলের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি পেয়েছে।	--	১০০%
৬।	আলমারী প্রদান	২,৫০০ টি	প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে স্থাপিত পাঠাগারের পুস্তক সংরক্ষণ করা সম্ভব হয়েছে।	--	১০০%
৭।	সেরা পাঠকদের পুরস্কার প্রদান	৫৭৬ জন	পাঠকদের মাঝে উৎসাহ সৃষ্টি হয়েছে	--	১০০%

৮।	সেরা লাইব্রেরীয়ানদের পুরস্কার প্রদান	৪,৮৬৯ জন	লাইব্রেরীয়ানদের উৎসাহ সৃষ্টি হয়েছে	--	১০০%

৫. ইসলামী প্রকাশনা কার্য ক্রম প্রকল্পঃ

ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ''ইসলামী প্রকাশনা কার্য ক্রম' শীর্ষ ক প্রকল্পটির অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয় ৭,৭৫.৯০ লক্ষ টাকা (জিওবি ৫,৭৫.৯০ লক্ষ টাকা +সংস্থার নিজস্ব ২,০০.০০ লক্ষ টাকা) এবং বাস্তবায়ন মেয়াদকাল জুলাই'২০১২ হতে জুন'২০১৪ পর্যন্ত । প্রকল্পের আওতায় ৪৮২৭ ফরমেট পুস্তক প্রকাশ করা হবে। ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে ২,৬৯২ ফরমেট পুস্তক প্রকাশ করা হয়েছে। ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে প্রকল্পের বরাদ্দ ২,৮২.০০ লক্ষ টাকা (জিওবি ১,০০.০০ লক্ষ টাকা+সংস্থার নিজস্ব ১,৮২.০০ লক্ষ টাকা) এবং ব্যয় হয়েছে ২,৮২.০০ লক্ষ (জিওবি ১,০০.০০ লক্ষ টাকা+সংস্থার নিজস্ব ১,৮২.০০ লক্ষ টাকা) টাকা। গত ৫ বছরে ২০০ টাইটেল পুস্তক প্রকাশ করা হয়েছে।

৬. মন্দির ভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্য ক্রম(৩য় পর্য ায়) প্রকল্পঃ

ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট কর্তৃক ''মন্দির ভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্য ক্রম' প্রকল্পটি বাসত্মবায়িত হচ্ছে। সারাদেশে মন্দির আঙ্গিনাকে ব্যবহার করে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাকেন্দ্র এবং বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্রের মাধ্যমে শিক্ষা কার্য ক্রম পরিচালনা প্রকল্পের প্রধান কাজ।বাংলাদেশের সনাতন ধর্ম াবলম্বীদের আত্মিক, মানসিক ও নৈতিক উন্নতিতে প্রকল্পটি অবদান রাখছে। এছাড়া নিরক্ষরতা দূরীকরন, ১০০% শিশুকে বিদ্যালয়ে ভর্তি, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির হার বৃদ্ধি, ঝরে পড়া রোধ করা, ২০১৫ সালের মধ্যে সবার জন্য প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন নিশ্চিত করা ,নারীর ক্ষমতায়ন , ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষি ক পরিকল্পনা ও দারিদ্র বিমোচন কৌশলপত্র বাস্তবায়ন, সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন এবং সরকারের রূপকল্প ২০২১ অর্জনে প্রকল্পটির ভূমিকা রয়েছে।

বাংলাদেশের হিন্দু ধর্ম াবলম্বীদের একমাত্র সরকারী প্রকল্প ''মন্দির ভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্য ক্রম' শীর্ষ ক প্রকল্পটি সর্ব প্রথম অনুমোদিত হয়২০০১ সালে। প্রকল্পের ১ম পর্য ায়ে ১৭৩০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ২১টি জেলার ৮৪টি উপজেলায় ২৫২০টি শিক্ষাকেন্দ্রের মাধ্যমে শিক্ষা কার্য ক্রম পরিচালিত হয় ।১ম পর্য ায় প্রকল্পের মেয়াদ শেষে২য় পর্য ায়ে প্রকল্পটি সামান্য পরিসরে সম্প্রসারিত করে ২৪৭৯.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৩২টি জেলার ১২৮টি উপজেলায় ২৮০৪টি শিক্ষাকেন্দ্রের মাধ্যমে প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়। ১ম ও ২য় পর্য ায়ের সফল বাস্তবায়ন এবং সুবিধাভোগী জনগোষ্ঠীর উত্তরোত্তর চাহিদা বৃদ্ধির প্রেক্ষেতে মহাজোট সরকারের আমলে প্রকল্পটির ৩য় পর্য ায় অনুমোদিত হয় এবং৩য় পর্য ায়ের প্রকল্পের কার্য ক্রম দেশের সকল অঞ্চলে অর্থ াৎ৬৪টি জেলার ৪৮৭ উপজেলায় ছড়িয়ে দেয়া হয়েছে। ৩য় পর্য ায়ে প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ৭৭৬৯.৭২ লক্ষ টাকা। ৩য় পর্য ায়ে কেন্দ্র সংখ্যা প্রায় দ্বিগুন এবং বরাদ্দ তিনগুন বৃদ্ধি করাহয়েছে। প্রকল্পের ১ম ,২য় ও ৩য় পর্য ায়ের তূলনামূলক বিবরণ নিম্নরূপ

প্রকল্পের নাম	**মেয়াদ কাল**	**অর্থ বরাদ্দ**	**কার্য ক্রমের আওতাধীন**		**আঞ্চলিক অফিস**	**শিক্ষাকেন্দ্র**	**কর্ম কর্তা ও কর্ম চারী**
			জেলা	**উপজেলা**			
মন্দির ভিত্তিক পাঠাগার স্থাপন এবং শিশু ও গণশিক্ষা কার্য ক্রম -১ম পর্য ায়	জুলাই ২০০২-জুন ২০০৭	১৭৩০.০০ লক্ষ টাকা	২১টি	৮৪টি	২১টি	২,৫২০টি	৯৩ জন
মন্দির ভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্য ক্রম- ২য় পর্য ায়	জুলাই ২০০৭-জুন ২০১০	২৪৭৯.০০ লক্ষ টাকা	৩২টি	১২৮টি	৩২টি	২,৮০৪টি	১৪১ জন
মন্দির ভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্য ক্রম -৩য় পর্য ায়	জুলাই ২০১০-জুন ২০১৪	৭৭৬৯.৭২ লক্ষ টাকা	৬৪টি	৪৮৭টি	৪৮টি	৫,২৫০টি	২৪৩জন

বাংলাদেশ সরকারের জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০, জাতীয় শিশু নীতি-২০১১,শিশুর প্রারম্ভিক যত্ন ও বিকাশের সমন্বিত নীতি-২০১৩ প্রভৃতি নীতিমালা সমূহে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রালয়ের মন্দির/মসজিদ/প্যাগোডা ভিত্তিক প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাকে গুরুত্ব সহকারে সরকারের শিক্ষা কার্য ক্রমের অংশ হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। উলিস্নখিত নীতিমালাসমূহ এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার পরিচালন কাঠামো এর আলোকে ইসিসিডি (শিশুর প্রারম্ভিক যত্ন ও বিকাশ) প্রেক্ষাপটে প্রকল্পের প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার শিক্ষাক্রম প্রণয়ন করা হয়েছে। অধিকন্তু প্রকল্প বাসত্মবায়নে ধর্মীয় ও নৈতিকতা শিক্ষার সাথে আধুনিক ও বিজ্ঞানসম্মত শিক্ষাপদ্ধতি অনুসরণ করা হচ্ছে। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের সর্ব শেষ প্রাক প্রাথমিক শিক্ষা কারিকুলামের সাথে মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্য ক্রম প্রকল্পের কারিকুলাম সামঞ্জস্যপূর্ণ ।

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাকেন্দ্র সমূহে বিভিন্ন ধরনের আধুনিক শিক্ষাপোকরণ ব্যবহৃত হচ্ছে। শিক্ষার্থীদের আনন্দঘন পরিবেশে শিক্ষাদান নিশ্চিতকল্পে ছড়া, গান, গল্প, খেলাধূলা, শরীরচর্চ া,দৈনিক সমাবেশ প্রভৃতি অন্তর্ভু ক্ত করা হয়েছে- যা শিশুদের শিক্ষাকেন্দ্রের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টিতে সহায়তা করছে। শিক্ষাকেন্দ্রসমূহে মেধাবী ও শিক্ষেত শিক্ষকগণকে উন্মুক্ত প্রতিযোগিতার মাধ্যমে নিয়োগ করা হয়েছে। নিয়োজিত শিক্ষকগণের ৮০% এর বেশী মহিলা এবং শিক্ষকগনের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য অবিরত প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করা হয়েছে ।

প্রকল্পের ২য় ও ৩য় পর্য ায়েরআন্তঃমন্ত্রণালয় মূল্যায়নে প্রকল্পে শিক্ষার্থীদের গড় হাজিরা প্রায় ৯০% এবং ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীদের ৯৯ শতাংশ প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা সম্পন্ন করে অন্যান্য বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছে। শিক্ষাকেন্দ্রসমূহে উপস্থিতির হার দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে ।

বিগত পাঁচ বছরে প্রকল্পের ক্রমবর্ধ মান অগ্রগতির একটি চিত্র নিম্নে উপস্থাপন করা হলো-

শিক্ষা বর্ষ	জেলা সংখ্যা	উপ জেলা সংখ্যা	শিক্ষাকেন্দ্রের সংখ্যা			শিক্ষার্থী সংখ্যা (জন)			জেলা/ আঞ্চলিক কার্য ালয়	কর্ম কর্ত/ কর্ম চারী সংখ্যা (জন)	অর্থ বছরভিত্তিক ব্যয় (লক্ষ টাকা)	
			প্রাক্-প্রাথমিক	বয়স্ক	মোট	প্রাক্-প্রাথমিক	বয়স্ক	মোট			অর্থ বছর	প্রকৃত ব্যয়
২০০৯	৩২	১২৮	২৬৮৭	১১৭	২৮০৪	৮০,৬১০	২,৯২৫	৮৩৫৩৫	৩২ টি	১৪১	২০০৮-০৯	৭৭৩.২৪
২০১০	৩২	১২৮	২৬৮৭	১১৭	২৮০৪	৮০,৬১০	২,৯২৫	৮৩৫৩৫	৩২ টি	১৪১	২০০৯-১০	৮৬৮.৪৪
২০১১	৩২	১২৮	২২৭১	৮১	২৩৫২	৬৮,১৩০	২,০২৫	৭০১৫৫	৪৮ টি	২৪৩	২০১০-১১	৭৮৩.০৮
২০১২	৬৪	৪৮৫	৫০০০	২৫০	৫২৫০	১,৫০,০০০	৬,২৫০	১,৫৬,২৫০	৪৮ টি	২৪৩	২০১১-১২	১৭৮৯.৬০
২০১৩	৬৪	৪৮৫	৫০০০	২৫০	৫২৫০	১,৫০,০০০	৬,২৫০	১,৫৬,২৫০	৪৮ টি	২৪৩	২০১২-১৩	২৩৮১.০৫
২০১৪**(চলমান)**	৬৪	৪৮৭	৫০০০	২৫০	৫২৫০	১,৫০,০০০	৬,২৫০	১,৫৬,২৫০	৪৮ টি	২৪৩	২০১৩-১৪	২৬৯৯.৮০ (ছাড়কৃত)
		মোট				৬,৭৯,৩৫০	২৬,৬২৫	৭,০৫,৯৭৫				

মন্দির ভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্য ক্রমশীর্ষ ক প্রকল্পের মাধ্যমে শিশু ও বয়স্ক শিক্ষার্থীদের অক্ষর জ্ঞান ও আধুনিক শিক্ষা দানের পাশাপাশি নৈতিকতা শিক্ষা ও ধর্মীয় চর্চ ার সুযোগ রয়েছে। ধর্মীয় চর্চ া মানুষের আধ্যাত্মিক চেতনার উন্মেষ ঘটায়। আধ্যাত্মিক চেতনা আমাদের অন্তরে আদর্শ, নৈতিকতা, সততা, সহনশীলতা, মানবিকতা এবং মানবিক মূল্যবোধকে জাগ্রত করে। তাই ‘‘মন্দির ভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্য ক্রম’ শীর্ষ ক প্রকল্প সমাজ থেকে সহিংসতা দূরীকরণে সহায়ক শক্তি হিসেবে ভূমিকা রাখছে। অধিকন্তু এ কার্য ক্রম হিন্দু ধর্মীয় উপাসনালয়গুলোকে আরও প্রাণবন্ত করে তুলছে যা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির সেতুবন্ধন রূপে কাজ করছে । প্রকল্পটি ধর্মীয় সংহতি ও সম্প্রীতির ক্ষেত্রে একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ। বর্তমান সরকারের বিশেষ করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর একান্ত আন্তরিকতার কারণে প্রকল্পের এ অভূতপূর্ব অগ্রগতি সম্ভব হয়েছে।

৭। **মানব সম্পদ উন্নয়ন কার্য ক্রম**

দেশের সার্বি ক কল্যাণের জন্য অর্থ নৈতিক প্রবৃদ্ধির পাশাপাশি মানব সম্পদ উন্নয়নও অপরিহার্য । তাই মানব সম্পদ উন্নয়ন বৈশ্বিক উন্নয়ন এজেন্ডার অপরিহার্য অংশ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। বাংলাদেশ সরকারে উন্নয়ন এজেন্ডার মূল অঙ্গীকার হচ্ছে মানব সম্পদ উন্নয়ন। বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার এ অঙ্গীকার অনুযায়ী বিভিন্ন কর্ম সূচির দ্বারা সুবিধাবঞ্চিত ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নের মাধ্যমে মানব সম্পদ উন্নয়নমূলক কার্য ক্রমে ধর্মীয় নেতৃবৃন্দকে সম্পৃক্ত করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ''মানব সম্পদ উন্নয়নে ধর্মীয় নেতাদের সম্পৃক্তকরণ'' শীর্ষ ক প্রকল্পের আওতায় প্রায় ৯০০০ কোটি টাকা ব্যয়ে প্রায় ২১ হাজার মুসলিম, হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টান ধর্মীয় নেতা এবং ধর্মীয় মনোভাবাপন্ন মহিলাদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এ প্রকল্পের আওতায় বিগত ৫ বছরে ১৭,৩৯০ জন মুসলিম, হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টান ধর্মীয় নেতা এবং ৩,৬৬০ জন ধর্মীয় মনোভাবাপন্ন মহিলাকে জনসংখ্যা সমস্যা, জেন্ডার সমতা, এইচআইভি/এইডস, নারী ও শিশু পাচার ইত্যাদি সম্পর্কে সচেতন করে তোলা হয়েছে। এছাড়া দেশের ৬৪টি জেলায় ৭৬৮টি পরামর্শ সভা, ৩৫০টি কোর লিডার্স প্রশিক্ষণ, ৪০০ জন বিবাহ রেজিষ্ট্রার (কাজী)কে প্রশিক্ষণ প্রদান, ১৯টি বিভাগীয় ইমাম সম্মেলন, ৩টি জাতীয় ইমাম সম্মেলন এবং ৯টি আন্তঃধর্মীয় সংলাপের আয়োজন করা হয়েছে। ধর্মীয় নেতৃবৃন্দগণ প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান কাজে লাগিয়ে মানব সম্পদ উন্নয়নসহ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে নানামুখী অবদান রেখে যাচ্ছেন। তাঁদের কাজের মূল্যায়ণস্বরূপ প্রতি বছর বিভাগ ও জাতীয় পর্য ায়ে৮ জন ইমামকে পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ইমামগণের অবদানের স্বীকৃতি ও পুরস্কার প্রদানের লক্ষ্যে ঢাকায় ২০০৯ ও ২০০১১ সনে ২টি জাতীয় ইমাম সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতীয় সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বিভাগ ও জাতীয় পর্য ায়ে শ্রেষ্ঠ ইমামদের মাঝে পুরস্কার ও ক্রেষ্ট বিতরণ করেন।

৮। **লিডার্স অব ইনফ্লুয়েন্স(খওও) প্রোগ্রামঃ** বিগত ৫ বছরে প্রায়ই ১০,০০০ (দশ হাজার) জন ইমাম, ১৫০০ (একহাজার পাঁচশত) জন পুরোহিত/ সেবাইত এবং ৩০০ জন বৌদ্ধ ধর্মীয় নেতাকে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা, প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা, সৌর বিদ্যুৎ, উন্নত চুলা, জেন্ডার সমতা, এইচ আই ভি/এইডস, নারী ও শিশু পাচাররোধ ইত্যাদি সম্পর্কে সচেতন করে তোলা হয়েছে। যা বিভিন্ন কুসংস্কার দুরীকরণে এবং সচেতন নাগরিক হিসেবে গড়ে উঠতে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে।

৯। **নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে ধর্মীয় নেতাদের সম্পৃক্তকরণঃ** এ প্রকল্পের আওতায় ধর্মীয় নেতাদের নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এ প্রকল্পের আওতায় ২,২৫০ (দুই হাজার দুই শত পঞ্চাশ) জন মুসলিম, হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মীয় নেতাকে নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ করার বিষয়ে সচেতন করে তোলা হয়েছে। এছাড়া এ প্রকল্পের মাধ্যমে ২,২২০ (দুই হাজার দুইশত বিশ) জন ধর্মীয় শিক্ষায় শিক্ষিত মহিলাদেরকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে, যা নারীর প্রতি সহিংসতা দুরীকরণে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে।

প্রকল্পের সাফল্যঃ মানব সম্পদ উন্নয়ন কার্য ক্রম ও নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে বাসত্মবায়িত প্রকল্পের মাধ্যমে বিভিন্ন ধর্ম াবলম্বীদের মাঝে যে ইতিবাচক প্রভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে তা নিম্নরূপঃ

- ধর্মীয় নেতাদের মাঝে জেন্ডার ইস্যু ও রিপ্রোডাকটিভ হেলথ বিষয়ে পজেটিভ আচরণগত পরিবর্তন পরিলক্ষিত হচ্ছে ;
- নারীর পারিবারিক অধিকার অর্জন ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন কর্ম কান্ডে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।
- বাল্য বিবাহ ও একাধিক বিবাহের কুফল সম্বন্ধে জনগণের মনে প্রভাব পড়তে শুরু করেছে।
- নারীদের কর্ম সংস্থানের ক্ষেত্রে পূর্বে র বিরূপ মনোভাব বর্তমানে হ্রাস পেতে শুরু করেছে।
- স্থানীয় জনগণকে স্বাস্থ্য, পরিকল্পিত পরিবার, নিরাপদ মাতৃত্ব, মাতৃ ও শিশু পরিচর্য া, বাল্যবিবাহ রোধ, পরিবেশ উন্নয়ন ইত্যাদি বিষয়ে সচেতন করার ক্ষেত্রে বিভিন্ন ফোরামে ইমামগণ সক্রিয় ভূমিকা রাখছেন,
- পরামর্শ ক সভা আয়োজনের মাধ্যমে সমাজের বিভিন্ন পেশাজীবি জনগোষ্ঠীর মাঝে গণসচেতনতা সৃষ্টিতে সক্ষম হচ্ছে;
- ধর্ম প্রাণ মুসলমানগণ এখন পরিকল্পিত পরিবার সম্বন্ধে শুনতে আগ্রহী হচ্ছে। এছাড়া অন্যান্য ধর্ম াবলম্বীগণ ও সাধারণ পরিকল্পিত ও আদর্শ পরিবার গঠনে উৎসাহী হচ্ছেন।

- অধিক সন্তানের কুফল এবং দুই সন্তানের মাঝে ব্যবধান সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।
- মায়ের স্বাস্থ্য ও সন্তানের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে জনগণের মধ্যে সচেতনতা দেখা যাচ্ছে;
- যুবকদের মাঝে বাস্তবসম্মত দায়িত্বশীল ও সামাজিক মুল্যবোধের বিকাশ ঘটছে;
- এইচআইভি/এইডস, হাইজিন ও স্যাননিটেশন সম্পর্কে স্থানীয় জনগণের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি পাচ্ছে;
- সামাজিক পরিবেশের উন্নয়ন সাধনসহ বেকার জনগোষ্ঠীর মাঝে এখন পুর্বে র তুলনায় কর্ম সংস্থানে নিজেদের আগ্রহী করে তোলার প্রবণতা পরিলক্ষিত হচ্ছে। ফলে জনসংখ্যাকে মানব সম্পদে রূপান্তরে ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়েছে।

১০। **জঙ্গীবাদ, সন্ত্রাস প্রতিরোধ ও সামাজিক সমস্যা সমাধানে ইসলাম শীর্ষ ক কর্ম সূচিঃ**

ক্রঃ নং	কর্ম কান্ডের বিষয়ঃ	পাঁচ বছরের অর্জন			সাফল্যের হার
		পরিমাণগত	গুনগত	কাঠামোগত	
	ক. অডিও ভিডিও/ চলচ্চিত্র নির্ম াণ	১টি	ইমাম, ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ ও সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ কেজঙ্গিাবাদ ও সন্ত্রাস দমন এবং প্রতিরোধের কৌশল সম্পর্কে প্রশিক্ষণ প্রদান। সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধিতে পুসিত্মকা, লিফলেট, পোষ্টার, ষ্টীকার ও সিডি প্রকাশ	--	১০০%
	খ. মুদ্রণ ও বাধাঁই	২২০০০০ কপি	খুতবার পূর্বে মসজিদে মসজিদে প্রাক-খুতবা পাঠের প্রচলন করা। প্রাক- খুতবা বই প্রণয়ন ও প্রকাশ করা।	--	১০০%
	গ. সেমিনার, কনফারেন্স	৯৯২ টি	আলোচনা সভা, সেমিনার, সম্মেলন আয়োজনের মাধ্যমে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে সচেতনাতা সৃষ্টি করা। সামাজিক সমস্যা সমাধানে ইসলামের দিক নির্দে শনা সম্পর্কিত বিষয়ে সকলকে অবহিত করা।	--	১০০%
	ঘ. অনুষ্ঠান/ উৎসবাদি	১০১৩ টি	আলোচনা সভা, সেমিনার, সম্মেলন আয়োজনের মাধ্যমে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করা। সামাজিক সমস্যা সমাধানে ইসলামের দিক নির্দে শনা সম্পর্কিত বিষয়ে সকলকে অবহিত করা।	--	১০০%

৫ বছরের (২০০৯-২০১৩) সমাপ্ত ও চলমান প্রকল্প/কর্ম সূচিসমূহঃ

ক্র নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত বর্ণ ন
১	২	৩	৪
	সমাপ্ত প্রকল্প/কর্ম সূচিসমূহ		
১.	বায়তুল মোকাররম মসজিদের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধিকরণ, সংস্কার ও সম্প্রসারণ প্রকল্প (০১/০৭/২০০৫-৩১/১২/২০০৯)	২৫৬৩.০০ (প্রঃসাঃ ২৫৬৩)	সৌদি সরকারের অর্থ ায়নে এ প্রকল্পের আওতায় বায়তুল মোকাররম মসজিদের সম্প্রসারণ ও কার পার্কিং নির্ম াণ করা হয়েছে।
২.	ইসলামিক ফাউন্ডেশনের বিভাগীয়, জেলা ও	৪১২২.০০	প্রকল্পের আওতায় ইসলামিক ফাউন্ডেশনের ০৫

	ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমী ভবন নির্মাণ প্রকল্প (০১/০৭/২০০৬-৩১/১২/২০০৯)		টি বিভাগীয় অফিস ভবন, ০৩টি জেলা অফিস ভবন ও ০৬টি ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমী ভবন নির্মাণ করা হয়েছে
৩.	ইসলামী প্রকাশনা, অনুবাদ, গবেষণা ও বিশ্বকোষ কার্য ক্রম(৫ম পর্যায়) প্রকল্প (০১/০৭/২০০৬-৩০/০৬/২০১০)	২০০০.০০	প্রকল্পের আওতায় ৮,৩৯৩ ফর্মার ৩১৯ টি পুস্তক মুদ্রণ করা হয়েছে।
৪.	মসজিদ পাঠাগার স্থাপন (৬ষ্ঠ পর্যায়) প্রকল্প (০১/০৭/২০০৮-৩১/১২/২০১১)	২৩২৭.০০	প্রকল্পের আওতায় ২,০০০ টি মসজিদ পাঠাগার ও ৪৭৭টি উপজেলা মডেল পাঠাগার স্থাপন করা হয়েছে এবং পুরাতন ২,৫০০ টি মসজিদ পাঠাগারে পুস্তক সংযোজন করা হয়েছে।
৫.	ইসলামিক ফাউন্ডেশন কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ প্রকল্প	৬৭৯.০০	প্রকল্পের আওতায় বায়তুল মোকাররমস্থ ইসলামিক ফাউন্ডেশন কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী অটোমেশনসহ নতুন পুস্তক সংযোজন এবং লাইব্রেরী ভবন নির্মাণ করা হয়েছে।
৬.	ইসলামিক ফাউন্ডেশনের কার্য ক্রম ডিজিটালে রূপান্তর ও ডিজিটাল আর্কাইভ স্থাপন প্রকল্প (০১/০৭/২০০৮-৩১/১২/২০১১)	১০০৭.০০	প্রকল্পের আওতায় এ পর্যন্ত ৪২৮টি কম্পিউটার, ৬৪টি মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর, ১২৪টি অফিস সরঞ্জাম, ৩৫৭টি আসবাবপত্র সংগ্রহ ও বিতরণ করা হয়েছে। তা ছাড়া ২,০০০ জন সুবিধাভোগীদের কম্পিউটার প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ১টি ডিজিটাল আর্কাইভস ও ৮টি সফটওয়্যার উন্নয়ন করা হয়েছে। এছাড়া, প্রকল্পের আওতায় বাংলাদেশের সমস্ত মসজিদ, মাদ্রাসা এবং অন্যান্য ইসলাম ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের তথ্য সংগ্রহ পূর্বক ডাটাবেইজ তৈরী করা হয়েছে।
৭.	মন্দির ভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্য ক্রম-২য় পর্যায় প্রকল্প (০১/০৭/২০০৬-৩০/০৬/২০১০)	২৪৭৯.০০	প্রকল্পের আওতায় ৩২টি জেলায় ২,৬৮৭ টি প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কেন্দ্রের মাধ্যমে শিশুদের প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা ও ১১৭টি বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্রের মাধ্যমে বয়স্কদের স্বাক্ষর জ্ঞান দান করা হয়েছে।
৮.	মানব সম্পদ উন্নয়নে ধর্মীয় নেতাদের সম্পৃক্তকরণ-৩য় পর্যায় প্রকল্প (০১/০১/২০০৬-৩১/১২/২০১০)	৮৪৪.০০ (প্রঃ সাঃ ৮৩৪.০০)	১৭,৪০০জন ধর্মীয় নেতৃবৃন্দকে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

ক্র নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)	অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত বর্ণন
৯.	''নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে ধর্মীয় নেতাদের সম্পৃক্তকরণ প্রকল্প (০১/০৭/২০১০-৩০/০৬/২০১৩)	১২৩.০০ (সম্পূর্ন ইউএনএফপিএর প্রকল্প সাহায্য)	প্রকল্পের আওতায় ২,২৫০ জন ধর্মীয় নেতাকে এবং ২,২২০জন মহিলাকে নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
১০.	ভ্রাতৃত্ববোধ ও ধর্মীয় সম্প্রীতি জোরদারকরণ কর্ম সূচি (০১/০৭/২০১১-৩০/০৬/২০১২)	৪২.০০	ভ্রাতৃত্ববোধ ও ধর্মীয় সম্প্রীতি জোরদারকরণ করার লক্ষ্যে সভা-সেমিনার আয়োজন করা হয়েছে।
১১.	ডিজিটাইজেশন এর মাধ্যমে পবিত্র কুরআন শরীফের প্রচার ও প্রকাশনা কার্য ক্রম	৭৪.১০	পবিত্র কুরআন শরীফের সূরা এবং আয়তসমূহ বাংলা ও ইংরেজীতে অনুবাদসহ ওয়েবসাইটে

	কর্ম সূচি (০১/০৭/২০১১-৩১/১২/২০১২)		প্রদান করা হয়েছে।
১২.	জঙ্গিবাদ, সন্ত্রাস প্রতিরোধ ও সামাজিক সমস্যা সমাধানে ইসলাম কর্ম সূচি (০১/০৭/২০১০-৩০/০৬/২০১২)	৫৩৪.৭০	কর্ম সূচির আওতায় পুস্তক প্রকাশ ও বিতরণ, সভা, সেমিনার আয়োজন এবং ফিল্ম নির্মাণ করা হয়েছে।

	চলতি প্রকল্প/কর্ম সূচিসমূহ		
১.	মসজিদ ভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্য ক্রম৫ম পর্য ায়(১ম সংশোধন) প্রকল্প (১/১/২০০৯-৩১/১২/২০১৪)	৭৬৮৩৩.০০	প্রকল্পের আওতায় ২৪,০০০ প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কেন্দ্র, ১২,০০০ কুরআন শিক্ষা কেন্দ্র, ৭৬৮ বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র এবং ১৫৩৬টি রিসোর্স সেন্টার দেশব্যাপী পরিচালিত হচ্ছে।
২.	ইসলামিক মিশন কমপ্লেক্স নির্মাণ (ফতুল্লা, নারায়ণগঞ্জ ও ঝালকাঠি) প্রকল্প (০১/০৭/২০১১-৩১/১২/২০১৪)	১৫০০.০০	ঝালকাঠিতে ১টি হাসপাতাল এবং নারায়ণগঞ্জে ১টি ইসলামিক মিশন নির্মাণ করা হচ্ছে।
৩.	ইসলামী প্রকাশনা কার্য ক্রম প্রকল্প (০১/০৭/২০১২-৩০/০৬/২০১৪)	৭৭৫.৯০ (জিওবি ৫৭৫.৯০+রিভলভিং ফান্ড ২০০.০০)	৪,৮২৭ ফরমেট বই মুদ্রণ ও পূর্ণ মুদ্রণ করা হচ্ছে।
৪.	মসজিদ পাঠাগার সম্প্রসারণ ও শক্তিশালীকরণ প্রকল্প (০১/০৭/২০১২-৩০/০৬/২০১৭)	১২৪৭.৮৬	২,৫০০টি নতুন মসজিদ পাঠাগার প্রতিষ্ঠা করা হবে। প্রতি পাঠাগারের জন্য বরাদ্দ বই বাবদ ১০,০০০ হাজার টাকা এবং আলমারী বাবদ ২০,০০০ হাজার টাকা।
৫.	মন্দির ভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম -৩য় পর্য ায়(১ম সংশোধন) প্রকল্প (০১/০৭/২০১০-৩০/০৬/২০১৪)	৭৭৬৯.৭২	প্রকল্পের আওতায় ৫,০০০ প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কেন্দ্র, ২৫০ বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র দেশব্যাপী পরিচালিত হচ্ছে।
৬.	ওয়াকফ্ এস্টেটসমূহের ডাটাবেইজ প্রস্তুতকরণ, আধুনিকীকরণ ও কম্পিউটারায়ন কর্ম সূচি (০১/০৭/২০১১-৩১/০৩/২০১৪)	১৮০.৫২	কর্ম সূচির আওতায় ওয়াক্ফ সম্পত্তিসমূহের তথ্য সংগ্রহ ও ডাটাবেইজ তৈরী করা হচ্ছে।